দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা শুক্রবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৫৬ ॥ ০৩ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৯ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০১ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করার নির্দেশ সিইসির

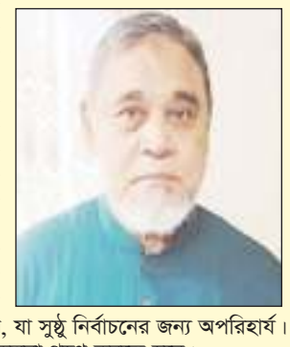

স্টাফ রিপোর্টার : ভোটার ত্রুটি থাকলে তা দূর করে নির্ভুল করার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মৌখিক নির্দেশনার পর তা ইতোমধ্যে লিখিত আকারেও দিয়েছেন তিনি। সিইসি বলেছেন, ভোটার তালিকার বিদ্যমান ত্রুটি দুর করে ও ভোটারযোগ্য সকল নাগরিককে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, যা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। এজন্য সকলকে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

জনস্বার্থের ব্রত নিয়ে সমাজসেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বৃহস্পতিবার ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৫ ওয়াকাথন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জনস্বার্থে কাজ করার ব্রত নিয়ে দেশবাসীকে সমাজসেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টা গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৫ উপলক্ষে সমাজ সেবা অধিদপ্তর আয়োজিত ওয়াকাথন ও সমাজ সেবা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন। জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান উপদেষ্টা বেলুন ও পায়রা উঠিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, আমরা যদি অল্প অল্প করে নিজের স্বার্থের পাশাপাশি পরের স্বার্থে কাজ করতে পারতাম এবং অপরের জন্য কিছু করার চিন্তা মাথায় ঢুকাতে পারতাম তাহলে যে সমস্যা আমাদের রয়েছে তা সমাধানে কারোর মুখাপেক্ষ হতে হতো না। সমাজসেবা দিবসে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় আমাদের মধ্যে পরের স্বার্থে কাজ করার যে শক্তি রয়েছে, সেটাকে যেন জাগিয়ে তুলতে পারি। উন্মোচন করতে পারি। ব্যক্তি এবং প্রতি পরিবার থেকে এই ব্রত গ্রহণ করলে আমরা সফল হবো। তিনি দৈনন্দিন জীবনে জনস্বার্থে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সমাজে সেবামূলক কাজ করা শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয় উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অনেকের ভুল ধারণা ব্যক্তি পর্যায়ে আমাদের কাজ হলো কেবল টাকা-পয়সা রোজগার করা। নিজের স্বার্থে কাজ করা। সমাজসেবা সরকারের দায়িত্ব - এটা ভুল ধারণা। ব্যক্তির যে শক্তি আছে সেই শক্তির কাছে সরকারের শক্তি একেবারে নস্যি। মোটেই তুলনা করা যায় না। আমাদের এই প্রচণ্ড শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সামাজিক ব্যবসা জনস্বার্থের কাজের ৭-এর পাতায় দেখুন

খসড়া তালিকা প্রকাশ দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৩৬ লাখ ৮৩ হাজার ৫১২ জন

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশন ভোটার হালনাগাদের ২০২৫ সালের খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, দেশে মোট ভোটার বেড়ে ১২ কোটি ৩৬ লাখ ৮৩ হাজার ৫১২ জনে দাঁড়িয়েছে। ভোটার বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৫০ শতাংশ। বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, দেশে নারী ভোটারের চেয়ে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা বেশি। মোট পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৩৩ লাখ ৩০ হাজার ১০৩। মোট নারী ভোটার ৬ কোটি ৩ লাখ ৫২ হাজার ৪১৫ এবং তৃতীয় লিঙ্গ ভোটার ৯৯৪ জন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, নতুন করে ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়েছেন ১৮ লাখ ৩৩ হাজার ৩৫২ জন। তিনি বলেন, দাবি আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে আগামী ২ মার্চ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। এই সময়ের মধ্যে কারও কোনো দাবি বা আপত্তি থাকলে তা জানাতে ৭-এর পাতায় দেখুন

ভ্যাট বাড়লেও জিনিসপত্রের দামের ওপর তেমন প্রভাব পড়বে না : অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) বাড়লেও জিনিসপত্রের দামের ওপর তেমন প্রভাব পড়বে না। আপনি ছাড়টা দেখবেন। মূল্যস্ফীতির মূল ওয়েটের ইন্ডিকেটরগুলো হলো চাল, ডাল এগুলো; সেটা আপনারা জানেন। আমরা যে সকল জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছি, এগুলো আমাদের মূল্যস্ফীতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইনের সংশোধনী অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। ৪৩টি পণ্যে ভ্যাট বাড়ছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন করে ভ্যাট আরোপ হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ওপর এটির নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এতে জিনিসপত্রের দামের ওপর তেমন প্রভাব পড়বে না। ২-এর পাতায় দেখুন

পাঠ্যবইয়ে স্বমহিমায় জাতীয় বীররা, খুশি শিক্ষক-অভিভাবক

স্টাফ রিপোর্টার : পাঠ্যবইয়ে দলীয় রাজনীতির প্রভাব দীর্ঘদিনের। যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থেকেছে, তখন তারা নিজেদের গুণগানে ভরিয়ে ফেলেছে। বিএনপির শাসনামলে পাঠ্যপুস্তকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে দলটির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি বীর উত্তম মেজর জিয়াউর রহমান। আবার আওয়ামী লীগ সরকারে থাকাকালে এককভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। সবশেষ আওয়ামী লীগের টানা ১৬ বছরের শাসনামলে সব জায়গায় ছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার জয়গান। পাঠ্যপুস্তক থেকে একেবারে মুছে ফেলা হয় জিয়াউর রহমান, তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নাম। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও স্বাধীনতা ২-এর পাতায় দেখুন

সাত দেশ থেকে আসবে ১৪ লাখ ২৫ হাজার টন জ্বালানি তেল

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে চলতি বছরের জানুয়ারি-জুন সময়ে ইন্দোনেশিয়া, আরব আমিরাত, ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং ওমানের আট প্রতিষ্ঠান থেকে ১৪ লাখ ২৫ হাজার মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানির অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এতে মোট ব্যয় হবে ১১ হাজার ৪৭৯ কোটি ৪ লাখ টাকা। বৃহস্পতিবার(২জানুয়ারি) দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমদেও সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এই অনুমোদন দেয়া হয়। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান থেকে জিটুজি ভিত্তিতে ২০২৫ সালের জানুয়ারি টু জুন সময়ের জন্য পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)'র ২০২৫ সালের পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির প্রস্তাব গত বছরের ২৪ অক্টোবর সিসিইএ বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মেয়াদি চুক্তির আওতায় জি-টু-জি ভিত্তিতে নেগোসিয়েশন করা চীনের দুটি এবং ইন্দোনেশিয়া, আরব আমিরাত, ভারত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ওমানের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন সময়ের জন্য ১৪ লাখ ২৫ হাজার মেট্রিক টন পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করা হবে। এই জ্বালানি তেলের মূল্য প্রিমিয়াম ও রেফারেন্স প্রাইসসহ ৯৫ কোটি ৬৫ লাখ ৮৭ হাজার ৩২ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১১ হাজার ৪৭৯ কোটি ৪ লাখ টাকা। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে সভায় এই প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলে কমিটি তা যাচাই-বাছাই করে অনুমোদন দিয়েছে। এরমধ্যে গ্যাস ৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারি চাকরিতে হিন্দু প্রার্থীদের নিষিদ্ধের দাবি সঠিক নয়: প্রেস উইং

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি টাইমস অ্যালজেব্রা নামে একটি এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে 'সরকারি চাকরিতে হিন্দু প্রার্থীদের নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ সরকার' এমনটি দাবি করা হয়েছে। তবে এ দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট বলে জানিয়েছে চিফ অ্যাডভাইজার (সিএ) প্রেস উইং ফ্যাক্টস। বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) প্রেস উইং ফ্যাক্টসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার ধর্মের ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করে না। পোস্টে উল্লিখিত স্বরাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টার উদ্ধৃতিটিও মিথ্যা। টাইমস আলজেব্রার ওই পোস্টে বলা হয়েছে, সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ সরকার। পাস করা নতুন এক সরকারি আদেশে কনস্টেবল ২-এর পাতায় দেখুন

বিপর্যস্ত জনজীবন

মাসজুড়ে ঘন কুয়াশার সঙ্গে থাকতে পারে তীব্র শীত

স্টাফ রিপোর্টার : খ্রিষ্টীয় নতুন বছরের শুরুতেই বেড়েছে শীতের দাপট। শৈত্যপ্রবাহ থাকতে পারে এ মাসের শেষার্ধজুড়ে। পাশাপাশি চলতি জানুয়ারি মাসে শীত তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, চলতি জানুয়ারি মাসে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশি থাকতে পারে। তবে দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য থাকার কারণে শীতের অনুভূতি বাড়বে। আবহাওয়াবিদ বজলুর রশিদ বলেন, এ বছর ঘন কুয়াশাটা অনেক বেশি থাকবে। এর ফলে শীত তীব্র হবে। তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলেও অনুভূতি হতে পারে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো। যেমনটা গতবছর ছিল। দিনের বেলায় ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে শীতের তীব্রতাও বেশি থাকবে। তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারির প্রথম ২-এর পাতায় দেখুন

ভোটার তালিকা বিতর্কিত হওয়ার তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছে ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, ভোটার তালিকা বিতর্কিত হওয়ার পেছনে তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছে কমিশন। এজন্য তারা বাড়ি বাড়ি হালনাগাদ করার উদ্যোগ নিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার নির্বাচন ভবনে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। বিভিন্ন টকশোতে বলা হচ্ছে ভোটার তালিকা সঠিক নয়। গতকাল বৃহস্পতিবার যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করলেন তা সঠিক কি নাড় জানতে চাইলে ইসি আবুল ফজল বলেন, বিতর্কিত ভোটার তালিকা আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময় দেখেছি। আপনারা আলোচনা করেছেন এবং আমাদের সাধারণ মানুষদের মাঝেও এ ধরনের একটা পারসেপশন আছে। আমাদের বাড়ি বাড়ি যাচাই ২-এর পাতায় দেখুন

সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদের সাথে বৃহস্পতিবার ঢাকায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সংলগ্ন মানিক মিয়া এভিনিউয়ে জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে 'কল্যাণরাষ্ট্র বিষয়ে মুক্ত আড্ডা' বিষয়ক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

নতুন রূপে ফিরছে ঢাকা নগর পরিবহন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকায় গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনতে প্রায় ৬ বছর আগে শুরু হয়েছিল বাস রুট রেশনালাইজেশনের কার্যক্রম। কিন্তু বাস মালিকদের অসহযোগিতা ও বারবার কমিটির পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব স্বীকৃত এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অনেকটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। এবার বাসরুট ফ্র্যাঞ্চাইজিং প্রকল্প সফল করতে চায় ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)। ২০১৫ সালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক রুট ভিত্তিক কোম্পানির অধীনে বাস চালানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর তিনি মারা গেলে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির দায়িত্ব পান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র সাঈদ খোকন। তিনি ১১টি সভা করেছেন। এরপর সংস্থাটির সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস কমিটির দায়িত্ব পান। তার ২-এর পাতায় দেখুন

বিনিয়োগে খরা

সংকুচিত হচ্ছে কর্মসংস্থান

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের অর্থনীতি চাঙা রেখে বেকারত্ব দূর করতে নতুন বিনিয়োগের বিকল্প নেই। ২০২৪ সালে অর্থনীতির বড় আঘাত ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা। বিশেষ করে উৎপাদনমুখী শিল্পে। এটা মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে বিনিয়োগকারীদের আস্থায়। ফলে দেশে বিদায়ী বছরে বিনিয়োগ না বেড়ে বরং কমেছে। বিদেশি বিনিয়োগও ঋণাত্মক। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে ব্যক্তিখাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ৮ দশমিক ৩০ শতাংশ, যা গত ৪০ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে ব্যক্তিখাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল। উদ্বেগের বিষয় হলো, কয়েক মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে কমছে ব্যক্তিখাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি। এ ধারা অব্যাহত থাকলে অর্থনীতি বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা। নতুন বছরে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান নিয়ে চিন্তিত তারা। বিনিয়োগে গতি না এলে দেশের অর্থনীতি চাঙা হবে না এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা যাবে না বলে মনে করছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, '২০২৫ সালেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ যদি অস্থিতিশীল থাকে, তবে এটি বিনিয়োগ প্রবাহে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিনিয়োগকারীরা এমন একটি পরিবেশে বিনিয়োগ করতে চান না যেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সরকারের সিদ্ধান্তে অনিশ্চয়তা থাকে।'

- বিনিয়োগের প্রধান অন্তরায়
- রাজনৈতিক অস্থিরতা
- আস্থার সংকট
- ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ
- নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সংকট
- বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিরতা

তিনি বলেন, 'আমরা আশা করবো সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি নিশ্চিত করবে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্যের ভিত্তিতে দ্রুত সময়ে নির্বাচন করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে।' ব্যবসায়ীরা যা দেখতে চান বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স ২-এর পাতায় দেখুন

ডিসেম্বরে রপ্তানি আয় বেড়েছে ১৭.৭২ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার : গেল ডিসেম্বরে রপ্তানি আয় এসেছে ৪৬২ কোটি ৭৪ লাখ মার্কিন ডলার। যা ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ১৭ দশমিক ৭২ শতাংশ বেড়েছে। বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দেশের রপ্তানি আয় বেড়েছে। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭ দশমিক ৭২ শতাংশ। ২০২৩ ডিসেম্বরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৯৩ কোটি ৯ লাখ ডলার। প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ডিসেম্বর মাসে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয় এসেছে তৈরি পোশাক (আরএমজি) থেকে। এ খাতে ২০২৩ সালের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭৭ কোটি ৫ লাখ ডলারে। ২০২৩ সালে ছিল ৩২১ কোটি ৪ লাখ ডলার। কৃষি পণ্যের রপ্তানি আয় ১৪ দশমিক ৪১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি ১ লাখ ডলারে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে ২৪ দশমিক ১৯ শতাংশ। যা ২-এর পাতায় দেখুন

১৩৪ কোটি টাকা লেনদেন

মুন্নী সাহা ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে দুদক

স্টাফ রিপোর্টার : সাংবাদিক ও টেলিভিশন উপস্থাপক মুন্নী সাহার ব্যাংক হিসাবে ১৩৪ কোটি টাকার সন্দেহভাজন লেনদেনসহ অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার (০২ জানুয়ারি) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। অভিযোগ ও বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালানোর পর পর মুন্নী সাহার আমানতের মধ্যে ১২০ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। স্থগিত করা হিসাবে এখন স্থিতি আছে মাত্র ১৪ কোটি টাকা। ১৭টি ব্যাংকের মাধ্যমে এ লেনদেন হয়েছে। সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে ওয়ান ব্যাংকের মাধ্যমে। বিধিবহির্ভূত লেনদেনের অভিযোগে মুন্নী সাহার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইতোমধ্যে জব্দ করেছে বাংলাদেশের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ)। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, বেসরকারি ওয়ান ব্যাংকের কারওয়ানবাজার শাখায় মুন্নী সাহার স্বামী কবির হোসেনের মালিকানাধীন এমএস প্রমোশনের নামে ২০১৭ সালের ২ মে একটি হিসাব খোলা হয়। যেখানে নমিনি হিসেবে নাম রয়েছে মুন্নী সাহার। অন্যদিকে, ব্যাংকটির চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ শাখায় জনৈক মাহফুজুল হকের মালিকানায় প্রাইম ট্রেডার্সের নামে ২০০৪ সালের ২১ জুলাই একটি হিসাব খোলা হয়। দুটি প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকটি থেকে ৫১ কোটি ৫০ লাখ টাকার ঋণ নেওয়া হয়। ঋণ পরিশোধ না করে বারবার সুদ মওকুফ ও নবায়ন করেছে ব্যাংকটি। এর মধ্যে কেবল ২০১৭ সালেই সুদ মওকুফ করা হয় ২৫ কোটি ৭৮ লাখ টাকার। যদিও প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসায়ীক কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ বিভিন্ন তারিখে হিসাব ২-এর পাতায় দেখুন

গাজা যুদ্ধে প্রায় ৯০০ ইসরায়েলি সেনা নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজায় সংঘাত শুরুর পর প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক ভাবে সেনা সদস্য নিহতের সংখ্যা প্রকাশ করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপরেই গাজায় পাল্টা আক্রমণ চালায় ইসরায়েল। গাজায় সামরিক অভিযানে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি বাহিনীর প্রায় ৯০০ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়েছে, তাদের ৮৯১ জন কর্মকর্তা এবং সৈন্য গাজায় অভিযানের সময় নিহত হয়েছে। ইসরায়েলি গণমাধ্যমগুলোও এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এর আগে ১৯৭৩ সালে ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধে দেশটির সবচেয়ে বেশি সেনা সদস্য নিহত হয়। এদিকে ইসরায়েলি আর্মি রেডিও এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ২৮ ইসরায়েলি সেনা আত্মহত্যা করেছে। গত ১৩ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা সর্বোচ্চ। প্রায় ১৪ মাস ধরে গাজায় সংঘাত চলছে। এদিকে গাজার মানবিক ২-এর পাতায় দেখুন

বিপিএল টিকিট কাউন্টারে ভাঙচুর করে আগুন দিলো বিক্ষুব্ধ দর্শকরা

ক্রীড়া প্রতিবেদক : বিপিএলের উদ্বোধনী দিন টিকিট না পাওয়ায় হতাশা ছিল দর্শকদের মধ্যে, এমনকি ক্ষুব্ধ দর্শকদের হাঙ্গামাও দেখা যায় মিরপুর স্টেডিয়াম এলাকায়। যার বহিঃপ্রকাশ ছিল স্টেডিয়ামের মূল গেইট ভাঙচুর। বিপিএল শুরুর আগে খবরের শিরোনাম হয়েছে দর্শকদের এমন কাণ্ড। এবার আবারও ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটল। একদিন বিরতি দিয়ে আজ থেকে আবারও মিরপুরে ফিরছে বিপিএল। আজ (বৃহস্পতিবার) দিনের খেলা শুরুর আগেই টিকিট প্রত্যাশীরা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, সকাল থেকে টিকিটের জন্য মিরপুরের সুইমিং কমপ্লেক্সে অপেক্ষা করছিলেন দর্শকরা। সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাঁশের বেড়া ধাক্কাতে থাকেন দর্শকরা। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে বুথে ভাঙচুর চালান দর্শকরা। এক পর্যায়ে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধরা। পরবর্তীতে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে ফায়ার সার্ভিস। এরপর জায়গাটির নিয়ন্ত্রণে নেয় আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শী একজন ঢাকা পোস্টকে জানিয়েছেন, শুরুর দিকে সবাই টিকিটের জন্যই লাইনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পরে যখন শুনতে পারে টিকিট সেখানে নেই তখন দর্শকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত, এবারের ২-এর পাতায় দেখুন

টিসিবির জন্য ২৮৪ কোটি টাকার তেল-ডাল কিনবে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : সরকার ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) ফ্যামিলি কার্ডধারী এক কোটি নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে স্বল্পমূল্যে বিক্রির লক্ষ্যে এক কোটি ১০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল এবং ১০ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে এ তেল ও ডাল কিনতে মোট ব্যয় হবে ২৮৪ কোটি ৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক সূত্রে জানা যায়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে এক কোটি ১০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কেনার প্রস্তাব দেওয়া হলে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি তাতে অনুমোদন দিয়েছে। এ তেলের ক্রয় মূল্য ধরা হয়েছে ১৮৯ কোটি ১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। প্রতি লিটারের মূল্য ধরা হয়েছে ১৭১ টাকা ৯৫ পয়সা। এ সয়াবিন তেল সুপার অয়েল রিফাইনারি লিমিটেড ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শুক্রবার ॥ ০৩ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৯ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

উচ্চ মূল্যস্ফীতির মাঝেই ভ্যাট বৃদ্ধির উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের বিদ্যমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির মাঝেই নতুন করে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার উপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এতে সংকটে থাকা মধ্যবিত্তের টানাটানির খরচের খাতায় নতুন খড়্গ নেমে আসবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, সম্প্রতি ঋণের শর্ত হিসেবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ১৫ শতাংশ ভ্যাট বৃদ্ধির প্রস্তাবেই অন্তর্বর্তী সরকারের এ সিদ্ধান্ত এ সিদ্ধান্ত। সংশোধনীসহ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধনী) অধ্যাদেশ২০২৫এর খসড়া সংসদবিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে গতকাল বুধবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। এসংক্রান্ত সংশোধিত খসড়া অধ্যাদেশের অনুমোদনের বিষয়টি বৈঠক শেষে জানানো হলেও ভ্যাটের বিষয়ে কী কী পরিবর্তন আনা হচ্ছে, তা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি।

তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর সূত্রে কিছু পরিবর্তনের বিষয়ে জানা গেছে। এনবিআরসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, রেস্তোরাঁর পাশাপাশি পোশাক কেনার ক্ষেত্রেও ভ্যাটের হার বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তৈরি পোশাকের আউটলেটের বিলের ওপর সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট রয়েছে। এটি বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেটি হলে পোশাক কেনার খরচও বাড়বে মানুষের। এ ছাড়া মিষ্টি কিনতে গেলেও খরচ বাড়তে পারে ভোক্তার। কারণ, মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কেনার ক্ষেত্রে ভ্যাট হার সাড়ে ৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ভ্রমণের ক্ষেত্রে নন-এসি হোটেল সেবার ভ্যাট হারও বাড়তে পারে। বর্তমানে ননএসি হোটেল সেবার ওপর সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট রয়েছে

২-এর পাতায় দেখুন

হাসান আরিফের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টের বিচার কার্যক্রম বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশের সাবেক এটর্নি জেনারেল প্রয়াত এ এফ হাসান আরিফের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচার কার্যক্রম বন্ধ ছিল। সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ড. আজিজ আহমদ ভূঞা স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং সাবেক এটর্নি জেনারেল এ, এফ, হাসান আরিফ গত ২০ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে ২ জানুয়ারি গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। অবকাশ, সরকার ঘোষিত ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটি শেষে ১৪ দিন পর ২ জানুয়ারি থেকে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে নিয়মিত বিচারিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও রোববার থেকে ফিরবে নিয়মিত বিচারিক কার্যক্রম। গত ২০ ডিসেম্বর বেলা ৩টা ১০ মিনিটে ৮৩ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর ল্যাব এইড হাসপাতালে এ এফ হাসান আরিফ ইন্তেকাল করেন। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। গত ২৩ ডিসেম্বর মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিরশায়িত হন এ এফ হাসান আরিফ। এ. এফ. হাসান আরিফের মৃত্যুতে গত ২৩ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন করা হয়। রাষ্ট্রীয় শোক পালন উপলক্ষে

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কে আ.লীগের দুর্বৃত্তায়ন নিচে চাপা পড়ছে : ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কে আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তায়ন, চুরি, লুটপাট নিচে পড়ে যাচ্ছে। এতে এক ধরনের সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিদ্যুৎ খাতের ব্যাপক দুর্নীতি নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ দেশকে ফোকলা করে দিয়েছে। এসব কথা না তুলে ধরলে মানুষ ভুলে যাবে। এগুলো আমাদের বারবার বলা দরকার। আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি করেছে বিদ্যুৎ খাতে।

সুপ্রিম কোর্ট বারের বইমেলা উদ্বোধন করবেন প্রধান বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্ট বার আয়োজিত বই মেলা আগামী রোববার উদ্বোধন করবেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতিতে এই বই মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। মেলা চলবে দশ দিন। রোববার বিকাল ৪ টায় সুপ্রিম কোর্ট বার মিলনায়তনে বইমেলা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন প্রধান বিচারপতি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সুপ্রিম বার সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন সুপ্রিম কোর্ট বার এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মো. মাহফুজুর রহমান মিলন। সুপ্রিম কোর্ট বার -এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. রবিউল হাসান জানান, এবারের বই মেলায় ৪৮টি স্টল থাকবে। সুপ্রিম কোর্ট বার সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন জানান, ২০১৫ সালে প্রথম

৭-এর পাতায় দেখুন

৮ বছর বন্দরে পড়ে আছে মিথ্যা ঘোষণার পণ্য, উদাসীন কাস্টমস

স্টাফ রিপোর্টার : এক ধরনের পণ্যের ঘোষণা দিয়ে আরেক ধরনের পণ্য আমদানি করার ঘটনা নতুন নয়। মিথ্যা ঘোষণার এমন অনেক কনটেইনার চট্টগ্রাম বন্দরে ধরা পড়ে। অনেক আমদানিকারক আবার বিভিন্ন কারণে পণ্য খালাস নেন না। সেসব কনটেইনার পড়ে থাকে বন্দরে। 'নিলাম ও ধ্বংসযোগ্য' হলেও এসব কনটেইনার দীর্ঘদিন পড়ে থাকলেও ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে উদাসীন কাস্টমস। নিয়ম অনুযায়ী, কোনো মামলা না থাকলে বন্দর দিয়ে আমদানি করা পণ্য নির্ধারিত ফি দিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে খালাস নিতে হয়। না নিলে সেটা নিলাম ও ধ্বংসযোগ্য বিবেচনা করা হয়। বন্দরের তথ্যমতে, ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিলাম ও ধ্বংসযোগ্য কনটেইনারের সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৯৭২ টিইইউএস (২০ ফুট সমমান)। এসব কনটেইনারের ভিতরে রয়েছে একলাখ মেট্রিক টনেরও বেশি পণ্য। এছাড়া বন্দরের বিভিন্ন শেডে দীর্ঘদিন পড়ে রয়েছে তিন হাজার ৫৬০ টন এলসিএল এবং পাঁচ হাজার ৪৪৩ টন বাল্ক কার্গো (খোলা পণ্য)। এর মধ্যে একমাস থেকে ২০ বছরের পুরোনো

কনটেইনার এবং পণ্যও রয়েছে। রাজধানী ঢাকার খিলক্ষেত এলাকার আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান 'হেনান আনহুই এগ্রো এলসি'। ২০১৭ সালে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ঘোষণা দিয়ে তারা চীন থেকে এক কনটেইনারে আমদানি করে ১৪৪ প্যাকেজ পণ্য। আমদানিকারকের প্রতিনিধি চট্টগ্রামের ধনিয়ালাপাড়া ডিটি রোড এলাকার সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট রাবেয়া অ্যান্ড সন্স ওই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি কাস্টমসের অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে বিল অব এন্ট্রি সাবমিট করে। যার নম্বর-২৯১৪২১। নিয়মবহির্ভূত পণ্য আমদানি সন্দেহে ওই দিনই চালানটির খালাস প্রক্রিয়া লক করে দেয় কাস্টমস গোয়েন্দা ও এআইআর

৭-এর পাতায় দেখুন

চলতি মাসেই কারিগরি শাখার শিক্ষকদের এমপিও দেওয়ার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : জানুয়ারি মাসের মধ্যে এনটিআরসির পঞ্চম গণবিজ্ঞপ্তিতে কারিগরি শাখায় নিয়োগপ্রাপ্ত সব শিক্ষককে এমপিও দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন কারিগরি শিক্ষক ফেডারেশন। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে কারিগরি শিক্ষক ফেডারেশনের ব্যানারে আয়োজিত মানববন্ধনে এই দাবি জানান তারা। মানববন্ধনে অংশ নেওয়া শিক্ষকরা বলেন, এনটিআরসির মাধ্যমে পঞ্চম গণবিজ্ঞপ্তিতে কারিগরি শাখায় নিয়োগ পায় প্রায় ২ হাজার শিক্ষক। যোগ দেওয়ার ৪ মাস পার হলেও কারিগরি অধিদফতর এখন পর্যন্ত মাত্র ৮৫ জনকে এমপিও দিয়েছে। ফলে প্রায় ২ হাজার শিক্ষক পরিবার-পরিজন নিয়ে ৪ মাস বিনা বেতনে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। আমরা চাই যেন, দ্রুত এসব শিক্ষকদের এমপিও এবং যোগদান থেকে বেতনের ব্যবস্থা করা হয়। এসময় সংগঠনটির সভাপতি রেজাউল ইসলাম বলেন,

৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারের আশ্বাস অনুযায়ী সময়ে ভোট না হলে সন্দেহের সৃষ্টি হবে: দুদু

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, 'বিএনপিসহ ছোট-বড় যেসব দল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়েছিল, তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তৈরি আছে। এখন কোনও তালবাহানা জাতির সঙ্গে না করাই ভালো। অর্থাৎ প্রধান উপদেষ্টা, সেনাপ্রধান, ড. আসিফ নজরুল, শিক্ষা উপদেষ্টা; তারা প্রত্যেকেই কমবেশি একই কথা বলেছেনড় এই বছরের শেষ বা ২০২৬ সালের শুরুতে নির্বাচন হবে। এর বাইরে না যাওয়াই বোধহয় জাতি ও গণঅভ্যুত্থানের জন্য পরিপূরক হবে। এর বাইরে গেলে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। তখন বিষয়টি বিতর্কিত হবে।' বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে 'দৈনিক আমার পিরোজপুর' পত্রিকার প্রকাশনা উৎসবে তিনি এসব কথা বলেন। শামসুজ্জামান দুদু বলেন, 'বাঙালি জাতি, বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তারা যা মনে করে, সেটি যদি না পায়, তারা কিন্তু কারো কাছে মাথা নত করে না। এ জাতির সঙ্গে প্রতারণা করে শেখ মুজিব টেকেনি, শেখ হাসিনা টেকেনি। আগামী দিনেও যদি কারো মাথার ভেতর এই

৭-এর পাতায় দেখুন

ডিএমপির ৫ কর্মকর্তার পদায়ন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার ৫ জন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে। গত বুধবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক আদেশে এই পদায়ন করা হয়। পদায়নকৃত কর্মকর্তারা হলেন- ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মো. আল আমিন হোসাইনকে গুলশান বিভাগে, সোয়েব আহমেদ খানকে লালবাগ বিভাগে, মো.খালিদ বোরহানকে ট্রাফিক মতিঝিল বিভাগে, মো. মাহবুবুল আলমকে গোয়েন্দা বিভাগে এবং মো. মোর্তাহীন বিল্লাহকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিগ্যাল এ্যাফেয়ার্স) ক্রাইম বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে। **৮ সহকারী পুলিশ কমিশনারকে বদলি:** এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সহকারী পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার আটজন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে। গত বুধবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো.

৭-এর পাতায় দেখুন

শীতে জবুথবু জনজীবন। আগুন জ্বালিয়ে উষ্ণতা নিচ্ছে সাধারণ মানুষ। ছবিটি বৃহস্পতিবার কমলপুর এলাকা থেকে তোলা।

দিনমজুরকে পিটিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর গাবতলীর দ্বীপ নগরে পূর্ব শত্রুতার জেরে মুকুল শেখ (৩৭) নামে এক দিনমজুরকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে, এ ঘটনায় নিহতের আরেক ভাই আহত হয়েছেন। গত বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় আহত মুকুল শেখকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার ভাই রাব্বানি শেখ। রাত ১০টা ৫০ মিনিটের দিকে চিকিৎসকরা মুকুলকে মৃত ঘোষণা করেন। আর আহত রাব্বানি প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, নিহতের লাশটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। নিহত মুকুল সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার সেনাচাপরি গ্রামের দুলাল শেখের ছেলে। নিহতের ভাই রাব্বানি শেখ জানিয়েছেন, মাসখানেক আগে থেকে তারা দুই ভাই মিরপুরের গাবতলী এলাকায় লেবারের (দিনমজুর) কাজ করে

৭-এর পাতায় দেখুন

বিরল পরফাইরিয়া ব্যধিতে আক্রান্ত রুবিয়া বাঁচতে চায়!

সামাউন আলী, সিংড়া(নাটোর) প্রতিনিধি:- নাটোর জেলা সিংড়া উপজেলার পৌরসভা এলাকার নিংগইন নতুন পাড়া মহল্লার বাসিন্দা রুবিয়া। সাংসারিক জীবনে তিন সন্তানের জননী সে। তিনবেলা খেয়ে না খেয়ে কোনরকমে চলছিলো তাদের সংসার। দিনমজুর পরিবারে জন্ম রুবিনার। বাবা তাহিরুল ইসলাম,পেশায় একজন রাজমিস্ত্রী। তার ২ ছেলে ১ মেয়ে। একমাত্র মেয়ে রুবিয়া। সেই রুবিয়ার জীবন সংসার এখন অমানিশার ঘোর অন্ধকার। যে কোনো সময় নিভে যেতে পারে জীবন প্রদীপ। কিন্তু ৩ সন্তানের ভবিষ্যত কি হবে? অসুস্থ রুবিয়ার খবর নেয় না তার স্বামী সুমন আলী। নিবেই বা কেমনে ৫/৬ লক্ষ টাকা চিকিৎসায় খরচ করে অসহায় রুবিয়ার স্বামী এবং তার পরিবার। তিন মাস ধরে অজ্ঞাত পরফাইরিয়া রোগে আক্রান্ত রুবিয়া (৩২)। রুবিনার স্বামী সুমন পেশায় দিনমজুর, সে ইটের ভাটায় কাজ করে। খেজুর তলায় তারেকের ভাটায় ১২ বছর ধরে কাজ করে সুমন । তাদের সংসারে প্রদীপ জ্বেলে এসেছিলো প্রথম কন্যা সুমাইয়া (১০) নাটোরে মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে।এরপর দ্বিতীয় কন্যা সাদিয়া (৪) সে বাসায় থাকে। তৃতীয় পুত্র সাইম (১০) মাস বয়স? হঠাৎ করে পেটে ব্যথা তারপর পেটে ব্যথা থেকে প্রচন্ড ব্যথা বেড়েই চলে। কয়েক দফা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু কোনোভাবেই সেরে উঠে না। তন মাস নাটোর, রাজশাহী, ঢাকা মেডিকেল ঘুরতে ঘুরতে নি:স্ব তার পরিবার। বর্তমানে সে চলাফেরা করতে পারে না। পা ফুলে গেছে। কিডনী সহ অন্যান্যে অঙ্গ অচল হয়ে পড়ছে। তরল ছাড়া কোনো খাবার গ্রহণ করতে পারে না। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে, অবশেষে ধরা পড়ে সে পরফাইরিয়া রোগে আক্রান্ত। এটি একটি বিরল জিনগত রোগ। এই রোগের চিকিৎসা অনেক ব্যয় বহুল। একটি ঔষধ যার মুল্য ২৫ লক্ষাধিক টাকা। যে ঔষধ আমেরিকা থেকে আনতে হবে। এমন অবস্থা সকলের দোয়া এবং সহযোগিতা ছাড়া আর কোনো পথ নাই। তাই আসুন রুবিয়ার পাশে দাঁড়াই।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা :- নাহিদ, নগদ, রকেট এবং বিকাশ নং:- ০১৭৬১-১৩৭৫৫৪, একাউন্ট হিসাব নং:- ০২১৯৬০১০১০৮৩৪, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, গাজীপুর শাখা।

রাজধানীতে বাস চাপায় আহত পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কাকরাইল মোড়ে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় আহত আরিফুল ইসলাম (৪২) নামে এক পুলিশ সদস্য চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। তিনি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানায় কর্মরত ছিলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে পুলিশ। গত বুধবার আড়াইটার দিকে কাকরাইল মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় স্বজনরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক। তিনি জানান, গত বুধবার দুপুরে কাকরাইল এলাকায় বাসের চাপায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরে হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। মৃত আরিফুলের ভাগিনা মো. ইমন জানান, তাদের বাড়ি কুষ্টিয়ার জেলার কুমারখালী

৭-এর পাতায় দেখুন

কঙ্গোতে বিদ্রোহীদের হামলায় নিহত ১২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত এডিএফ বিদ্রোহীদের হামলায় কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে কমপক্ষে ১২ জন নিহত হয়েছে। স্থানীয় বেশ কিছু সূত্র বুধবার এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছে। এর আগে ক্রিসমাসের সময় উত্তরাঞ্চলীয় কিভু প্রদেশে এডিএফের সিরিজ হামলায় ২১ জন নিহত হয়। ওই হামলার রেষ শেষ হতে না হতেই আবারও হামলার ঘটনা ঘটলো। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, একটি প্রদেশের দুই স্থানে মঙ্গল এবং বুধবার রাতে নতুন করে হামলা চালানো হয়েছে। ব্যাপের সেক্টরের এক স্থানীয় কর্মকর্তা এএফপিকে জানিয়েছেন, বিদ্রোহীরা বিলেনদু গ্রামে কমপক্ষে আটজনকে হত্যা করেছে। বেশ কিছু স্থানীয় সূত্রও

এএফপিকে একই সংখ্যা নিশ্চিত করেছে। ওই একই সূত্রগুলো জানিয়েছে, মাঙ্গোয়া গ্রামে বিদ্রোহীরা কমপক্ষে চারজনকে হত্যা করেছে। দুই স্থানেই আগুন ধরে বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উগান্ডাভিত্তিক এডিএফ (এলাইড ডেমোক্র্যাটিক ফোর্স) ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি থেকেই কঙ্গোর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানে তাদের যোদ্ধারা কয়েক হাজার বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। এর আগেও এডিএফের বেশ কিছু হামলার ঘটনায় আইএস দায় স্বীকার করেছে। এর আগে ২০২১ সালে উগান্ডা এবং কঙ্গো যৌথভাবে এডিএফের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে।

যে কারণে এত দুর্ঘটনা ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি : ওভার স্পিড, ওভারটেকিং, সেইসঙ্গে যত্রতত্র পার্কিং আর পারাপারে রীতিমতো দুর্ঘটনার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে। গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেও মুন্সিগঞ্জ অংশে ঝরেছে ৮ প্রাণ। দুমড়ে-মুচড়ে গেছে অন্তত ২০টি যানবাহন। এসব দুর্ঘটনায় যাত্রীরা দুষছেন বেপরোয়া চালকদের। জোরালো আইন প্রয়োগের দাবি জানিয়েছেন তারা। তথ্যমতে, ২০২০ সালে চালু হয় ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা মহাসড়ক। দ্রুতগতিতে যান চলাচলের জন্য দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে এটি। এরমধ্যে আলোচিত অংশ ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া পর্যন্ত ঢাকা-মাওয়া অংশ চালু হয় প্রথমে। চার লেনের মূল এক্সপ্রেসওয়ের পাশে আরও চার লেনের সার্ভিস সড়ক। এছাড়াও ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস, ইন্টারচেঞ্জ, ওভারব্রিজসহ নানান

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে অবৈধভাবে অবস্থান করছে বিপুলসংখ্যক বিদেশী নাগরিক

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে বিভিন্ন দেশের বিপুলসংখ্যক নাগরিক অবৈধভাবে বাস করছে। আর অবৈধভাবে অবস্থানকারীদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তাদের একাংশ বৈধভাবে বাংলাদেশে আসলেও পাসপোর্ট বা ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তারা অবৈধভাবে থেকে গেছে। পুলিশের হিসাবে, বাংলাদেশে এভাবে অবস্থানরত ভারতীয়ের সংখ্যা ৭ হাজার ৪৭২ জন। আর তাদের অনেকেই আত্মগোপনে থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। তাছাড়া কোনো ধরনের কাগজপত্র ছাড়াই এদেশে অনুপ্রবেশ করে থেকে যাওয়া কয়েক লাখ বিদেশীর মধ্যেও ভারতীয়ের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সরকারি হিসাবে দেশে ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৈধভাবে ৩৭ হাজার ৪৬৪ জন ভারতীয় নাগরিক অবস্থান করছিলেন। কিন্তু গত ৫ আগস্ট বিগত সরকারের পতনের পর এ সংখ্যা আরো বেড়েছে। সরকারি হিসাবে দেশে ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর বৈধভাবে অবস্থান করছিলেন ৩৭ হাজার ৪৬৪ জন ভারতীয় নাগরিক। আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশের বিশেষ শাখার গত ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত হালনাগাদকৃত তথ্যানুযায়ী, এরই মধ্যে দেশে বৈধভাবে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা ৪৫ হাজারে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে দেশে বৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশীদের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে ভারতীয়রাই শীর্ষে। তাদের মধ্যে বড় একটি অংশ দেশের বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় কাজ করছেন। আবার একাংশ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। সূত্র জানায়, বাংলাদেশে বৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশীদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। দেশে এখন বৈধভাবে অবস্থান করছেন ১ লাখ ১৯ হাজার ৫শ' বিদেশী। এর মধ্যে ভারতীয় ৪৫ হাজার। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে মার্কিন পাসপোর্টধারীরা। দেশে এখন বৈধভাবে মার্কিন নাগরিক অবস্থান করছে ১৩ হাজার। তাদের বড় একটি অংশ আবার যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের দ্বৈত নাগরিক। তৃতীয় অবস্থানে থাকা চীনের নাগরিক আছে ১০ হাজার ৫শ'। ওই হিসাবে অনুযায়ী দেশে বৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশীদের ৫৭ শতাংশের বেশি ওই তিন দেশের নাগরিক। তাছাড়া যুক্তরাজ্যের নাগরিক আছে ৭ হাজার ৫শ'। এর বাইরে কানাডার ৪ হাজার ৫শ', নেপালের ৩ হাজার ৫শ', রাশিয়ার ৪ হাজার ৫শ', জাপানের ৪ হাজার ৫শ', শ্রীলংকার ২ হাজার ৫শ', পাকিস্তানের ২ হাজার, ইতালির ২ হাজার, বেলারুশের ৫শ', ইন্দোনেশিয়ার ৫শ', জাপানের ৫শ', ভুটানের ৩শ', পর্তুগালের ১৫০, ফিনল্যান্ডের ১শ' ও আর্জেন্টিনার ২২ জন বৈধভাবে বাংলাদেশে

৭-এর পাতায় দেখুন

ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত গাজার পুলিশ প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন বছরেও থেমে নেই ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার আগ্রাসন। সবশেষ অবরুদ্ধ উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলে আল-মাওয়াসি এলাকার একটি মানবিক নিরাপদ জোনে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে কমপক্ষে ১১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে গাজার পুলিশ বিভাগের মহাপরিচালক মাহমুদ সালাহ এবং তার সহযোগী হুসাম শাহওয়ানও রয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) ভোরের আলো ফোটার

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

টিসিবির জন্য ২৮৪ কোটি টাকার

থেকে কেনা হবে। ক্রয় সম্পন্ন করার পর টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারী পরিবারের কাছে ভর্তুকি মূল্যে এ সয়াবিন তেল বিক্রি করা হবে। জানা যায়, টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারী এক কোটি পরিবারের কাছে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির লক্ষ্যে দুই কোটি ২০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল ক্রয়ের জন্য স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে এক কোটি ১০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল সরবরাহের জন্য একটি দরপ্রস্তাব জমা পড়ে। দরপ্রস্তাবটি আর্থিক ও কারিগরিভাবে রেসপনসিভ হয়। দরপ্রস্তাবের সব প্রক্রিয়া শেষে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির (টিইসি) সুপারিশে রেসপনসিভ একমাত্র দরদাতা প্রতিষ্ঠান সুপার অয়েল রিফাইনারি লিমিটেড থেকে এ সয়াবিন তেল কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিকে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আর এক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ১০ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল ক্রয়ের অনুমোদন দিয়েছে ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। এতে মোট ব্যয় হবে ৯৪ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। প্রতি কেজি মসুর ডালের দাম ধরা হয়েছে ৯৪ টাকা ৯৫ পয়সা। শবনাম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড থেকে এ ডাল কেনা হবে। জানা যায়, টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারী এক কোটি পরিবারের কাছে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির লক্ষ্যে ১০ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল ক্রয়ের জন্য স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে তিনটি দরপ্রস্তাব জমা পড়ে। তিনটি দরপ্রস্তাবই কারিগরিভাবে ও আর্থিকভাবে রেসপনসিভ হয়। দরপ্রস্তাবের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসির সুপারিশে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান শবনাম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে এ মসুর ডাল কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি ৫০ কেজির বস্তায় এ ১০ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল সরবরাহ করবে।

বিপিএল টিকিট কাউন্টারে ভাঙচুর

বিপিএলের টিকিট অনলাইন থেকেও কেনা যাচ্ছে। এ ছাড়া মধুমতি ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা থেকেও সংগ্রহ করা যাচ্ছে টিকিট। তবে গত ৩১ ডিসেম্বর ব্যাংক হলিডে থাকায় বুথ থেকে টিকিট ক্রয়ের ব্যবস্থা রেখেছিল বিসিবি।

গাজা যুদ্ধে প্রায় ৯০০ ইসরায়েলি

অঞ্চল বলে পরিচিত দক্ষিণাঞ্চলীয় মাওয়াসি অঞ্চলে বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে কমপক্ষে ১১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এক ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন, গাজায় তীব্র শীতে এখন পর্যন্ত সাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অবরুদ্ধ এই উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৪৫ হাজার ৫৫৩ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরও ১ লাখ ৮ হাজার ৩৭৯ ফিলিস্তিনি।

ডিসেম্বরে রপ্তানি আয় বেড়েছে

ডিসেম্বরে রপ্তানি হয়েছে ১১ কোটি ৯ লাখ ডলারের। হোম টেক্সটাইলের রপ্তানি আয় ২০ শতাংশ থেকে ৪৭ শতাংশে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি ৩৯ লাখ ডলারে। এদিকে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক, ওষুধ এবং চামড়াসহ ২৭ ধরনের পণ্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববাজারে রপ্তানি হয়েছে। এ সময় বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয়েছে ২ হাজার ৪৫৩ কোটি ৫৫ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ দশমিক ৮৪ শতাংশ বেশি।

মুন্নী সাহা ও তার স্বামীর

দুটির মধ্যে বিপুল অঙ্কের অর্থ লেনদেন হয়েছে। ২০১৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের একটি উদাহরণ তুলে ধরে বলা হয়েছে ওই দিন আলাদা তিনটি চেকের মাধ্যমে এমএস প্রমোশনের হিসাব থেকে প্রাইম ট্রেডার্সের হিসাবে ৫৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা স্থানান্তর করা হয়, যা সন্দেহজনক। এই অর্থ পাচার হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে বিএফআইইউ। গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ৬ অক্টোবর বিএফআইইউ মুন্নী সাহার ব্যাংক হিসাব তলব করে। ব্যাংক হিসাবের বাইরে গুলশান-তেজগাঁও লিংক রোড এলাকায় শান্তিনিকেতনে ১৬৫, রোজায়গীণে তার একটি ডুপ্লেক্স বাড়ির সন্ধান মিলেছে। ভোরের কাগজ দিয়ে মুন্নী সাহার সাংবাদিকতা শুরু। সেখান থেকে তিনি যান একুশে টেলিভিশনে। এরপর যোগ দেন এটিএন বাংলায়। মুন্নী সাহা বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি টেলিভিশনের পর্দায় উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের সমাবেশের ব্যাপারে তার ব্যাপক ভূমিকা ছিল। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে গুলিতে শিক্ষার্থী নাঈম হাওলাদার (১৭) নিহত হওয়ার ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। গত ২২ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় ওই মামলা করেন নিহত শিক্ষার্থীর বাবা মো. কামরুল ইসলাম। সেই মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ একাধিক মন্ত্রী-এমপি, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সদস্য এবং পুলিশ ও র‍্যাবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যে ৭ সাংবাদিককে আসামি করা হয়েছে, তাদের মধ্যে একজন মুন্নী সাহা।

সংকুচিত হচ্ছে কর্মসংস্থান

অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি এবং এমবি নিট ফ্যাশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ হাতেম বলেন, '২০২৪ সাল নানান ধরনের প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে গেছে। ২০২৫ সালে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আমরা সুযোগ চাই। নতুন ঋণ নয়, বরং যে ঋণ নেওয়া আছে তার সঠিক ব্যবহার করার জন্য সুযোগ প্রয়োজন। সে সুযোগটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার এই মুহূর্তে।' 'অন্যদিকে ব্যাংকিং সেক্টরের দুর্বল অবস্থার কারণে আমরা সমস্যায় পড়ছি, কারণ ব্যাংকগুলো এলসি টাইমলি খুলতে পারছে না। ভালো ব্যবসায়ীদের টাকাও ফেরত দিতে পারছে না। রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল থেকে টাকা পাচ্ছি না। ফলে অনেক ব্যবসায়ী ক্ষতির সম্মুখীন। এ সমস্যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন।' বলেন হাতেম। এই ব্যবসায়ী নেতা আরও বলেন, 'এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যাংকগুলোকে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। পাশাপাশি রপ্তানিকারকদের পাওনা টাকা দ্রুত সময়ে দিতে হবে, যাতে শ্রমিকদের বেতন ও অন্য খরচ মেটাতে পারে। অতীতের মতো ২০২৫ সালেও ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের বড় কিছু সমস্যা হতে পারে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সৃষ্টি করতে পারে চ্যালেঞ্জ।' বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহিল রাকিব বলেন, 'পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও জ্বালানি সরবরাহ নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের প্রধান শর্ত। দেশের শিল্প-কারখানার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো, যেমন বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতুল। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের কারণে শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদন কার্যক্রমে বাধাহীনভাবে পরিচালনা করতে পারছে না।' ২০২৫ সালে সরকারের প্রধান কাজ হওয়া উচিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিশ্চিত করতে বরাদ্দ বাড়ানো এবং নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা। তা না হলে এটি ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে দাবি এ ব্যবসায়ী নেতার। রাকিব বলেন, 'ব্যবসায়িক পরিবেশ ও সরকারের নীতিতে বারবার পরিবর্তন বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশে ব্যবসার জন্য প্রয়োগ করা নিয়ম-কানুন এবং করের হার যদি জটিল বা অস্থিতিশীল হয়, তবে তা ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের জন্য এক ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।' নতুন বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখনো কিছু জায়গায় কর ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং দুর্নীতি একটি বড় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। বিনিয়োগকারীরা এমন পরিবেশে বিনিয়োগ করতে চান না যেখানে কর আদায়ের প্রক্রিয়া জটিল এবং সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে ব্যয় বেড়ে যায়। সুতরাং, বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে বাস্তবভিত্তিক ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা খেলাপি ঋণের লাগাম টেনে ধরা ও ব্যাংকখাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ওপর জোর দিয়েছেন। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের ব্যাংকখাতে খেলাপি ঋণ দুই লাখ ৮৪ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ১৭ শতাংশ। ফলে ব্যবসায়ী-রা ঋণ পাচ্ছেন না বলে দাবি করেন। এটা এভাবে চলতে থাকলে ব্যাংকখাতে চরম সংকট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তারা। বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেন, 'ব্যাংকখাতের দুর্বল অবস্থার জন্য ঋণ পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। আবার রপ্তানিকারকদের টাকাও ফেরত দিতে পারছে না ব্যাংকগুলো। এতে একদিকে নতুন বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আবার ব্যবসা পরিচালনা করাও কঠিন হচ্ছে। কারণ তারা যথাসময়ে নগদ টাকা পাচ্ছে না প্রয়োজন মতো।' 'বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও মন্দাভাব আরেকটি চ্যালেঞ্জ। বিশ্ব অর্থনীতির স্বাভাবিক অবস্থা বাংলাদেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫ সালে যদি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিরতা যেমন মন্দা বা বৈশ্বিক সংকট থাকে, তবে এটি বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগে প্রভাব ফেলতে পারে।' বলেন ফজলে শামীম এহসান। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের এপ্রিল-জুন সময়ে বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ প্রায় ২৯ দশমিক ৮১ শতাংশ কমেছে। এই সময়কালে বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) হিসাবে ৩০০ মিলিয়ন ডলার পেয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৪২৭ মিলিয়ন। এফডিআই ২০২৪ অর্থবছরে ৮ দশমিক ৮ শতাংশ কমে ১ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলার হয়েছে, যা আগের বছরে ছিল ১ দশমিক ৬০ বিলিয়ন ডলার। অর্থনীতিবিদ মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, '২০২৫ সালে যদি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ আর্থিক প্রণোদনা, কর সুবিধা বা আর্থিক সহায়তা না দেওয়া হয়, তবে বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নাও হতে পারেন। দেশি ও বিদেশি বড় ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করার আগে লাভজনক সুযোগ খোঁজেন। তারা ভালো ব্যবসায়িক পরিবেশ চান। সরকারের যথাযথ ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ ও নীতি সহায়তা অত্যন্ত জরুরি।' অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ও নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভাবমূর্তি কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন অনেকে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশ্বে একটা গ্রহণযোগ্যতা এবং ইতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে। এটা কাজে লাগিয়ে বিদেশি বিনিয়োগ ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করা সম্ভব বলে মনে করেন ড. জাহিদ হোসেন।

নতুন রূপে ফিরছে ঢাকা নগর

তত্ত্বাবধানে ২৭তম সভা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ২০২১ সালে চালু হয় ঢাকা নগর পরিবহন। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ কমিটির সবশেষ ২৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি মোট দুটি সভা করেছেন। এবার এই কমিটি নতুন করে বাস রুট রেশনালাইজেশন নতুন পরিকল্পনা, কার্যক্রম, ঢেলে সাজাতে কাজ শুরু করেছে। বেসরকারি বাস কোম্পানিকে কয়েকটির মাধ্যমে পরিচালনা করার উদ্যোগের নামই বাস রুট রেশনালাইজেশন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে চেষ্টা ছিল ধীরে ধীরে পুরো রাজধানীর গণপরিবহন ব্যবস্থা একটি কোম্পানির আওতায় আনা। এছাড়া ফিটনেসবিহীন লক্কড়ঝক্কড় বাস সড়ক থেকে তুলে নিয়ে আধুনিক মানের বাস নামানো, শহরের বাইরের চারদিকে আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল, ডিপো নির্মাণ করা ঢাকার জন্য কোম্পানিভিত্তিক বাস সেবা প্রবর্তনের রূপরেখা তৈরি করে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)। বাসগুলো পরিচালনার দায়িত্বে থাকার কথা ছিল নির্দিষ্ট কোম্পানির। সেই কোম্পানিগুলো গঠন করা হয় জয়েন্ট ভেঞ্চার পদ্ধতিতে। বর্তমানে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি তাদের বাসগুলোকে ঢাকা নগর পরিবহনে দিতে চায়। বাস মালিকরা সবাই বুঝতে পেরেছেন নগর পরিবহন ভালো উদ্যোগ। এতে পরিবহন মালিকদের লাভ বেশি হবে। কারণ ট্রিপ বেশি পাওয়া যাবে। এছাড়া এক বাস আরেক বাসের সঙ্গে পাল্লাপাল্লির বিষয়টি থাকবে না, যাত্রীরাও উপকৃত হবেন বিআরটিএর হিসেবে বর্তমানে রাজধানীর ২৯১টি রুটে চলাচল করা বাসের সংখ্যা নয় হাজার ২৭টি। ঢাকার জন্য কোম্পানিভিত্তিক বাস সেবা প্রবর্তনের যে রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল তাতে বাসের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছিল সাত হাজার ৩৩৫টি। কোম্পানি ভিত্তিক বাসসেবা প্রবর্তনের যে রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল সেখানে বলা হয়, মোট ২২টি কোম্পানি গঠন করা হবে। ওই দুই কোম্পানির বাসগুলো হেমায়েতপুর, সদরঘাটের কয়েকটি রুটে চলাচল করবে। অরেঞ্জ ১, ২, ৩ নামের তিনটি কোম্পানির বাস চলবে মিরপুর, নারায়ণগঞ্জের কয়েকটি রুটে। গ্রুপ ১, ২ নামে দুটি কোম্পানির বাস আব্দুল্লাহপুর, আজিমপুর, হেমায়েতপুরের কয়েকটি রুটে চলাচল করবে। একইভাবে পিংক ১, ২, ৩ নামে গঠন করা হবে তিনটি কোম্পানি। যেগুলোর বাস আব্দুল্লাহপুর, ঝিলমিলের কয়েকটি রুটে চলাচল করবে। গ্রিন ১, ২, ৩ ও ৪ নামের চারটি কোম্পানির বাস চলবে ঘাটারচর, আব্দুল্লাহপুরের কয়েকটি রুটে। নর্থ ১, ২ নামে গঠন করা দুটি কোম্পানির বাস চলবে কালিয়াকৈর, আব্দুল্লাহপুরের কয়েকটি রুটে। নর্থওয়েস্ট ১, ২ নামের দুটি কোম্পানির বাস চলবে চন্দ্রা, হেমায়েতপুরের কয়েকটি রুটে। ভায়োলেট ১, ২ ও ৩ নামে কোম্পানির মাধ্যমে বাস চলবে কাঁচপুর, আব্দুল্লাহপুরের কয়েকটি রুটে। এছাড়া সাউথ ১ নামে অন্য এক কোম্পানির বাস মুন্সিগঞ্জ, ঝিলমিলের কয়েকটি রুটে চলাচল করবে। কিন্তু এসব উদ্যোগ পুরোপুরি চালু করতে পারেনি বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটি। ৩ রুট চালু হলেও তা ৫ আগস্টের পর বন্ধ হয়ে যায়। যে কারণে বাস্তবায়ন হয়নি উদ্যোগটি। বাস রুট রেশনালাইজেশনের পরিকল্পনা ছিল ধীরে ধীরে পুরো রাজধানীর গণপরিবহন ব্যবস্থাকে একটি কোম্পানির আওতায় আনা। ২০২১ সালে সেই কার্যক্রম শুরু হয়েছিল কয়েকটি রুটের মাধ্যমে কিন্তু পরিবহন মালিকদের রাজনৈতিক প্রভাবের পাশাপাশি অবৈধ, লক্কড়ঝক্কড় বাস মালিকদের সিন্ডিকেট বাস রুট রেশনালাইজেশনের নগর পরিবহনকে সফল হতে দেয়নি। ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের (ডিটিসিএ) ডেপুটি ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানার এবং বাস রুট রেশনালাইজেশনের প্রকল্প পরিচালক ধ্রুব আলম বলেন, সে সময় বাস মালিক সমিতির নেতারা আমাদের কার্যক্রমে কোনো ধরনের সহযোগিতা করেনি। আমাদের যে কোনো উদ্যোগের বিপক্ষে রাজনৈতিক প্রভাবশালী বাস মালিকরা নানা অজুহাত দিতেন। তাদের কারণেই ঢাকা নগর পরিবহন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। রাজধানীর গণপরিবহনে শৃঙ্খলা ফেরাতে উদ্যোগ নেওয়া নগর পরিবহন আবারও ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বিজনেস মডেল এবং বাসগুলো কীভাবে চলবে সেই বিষয়ে আরও রূপরেখা তৈরি হবে। আমরা ঢাকার ৪২টি রুটের ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বিগত সরকারের আমলে পরিবহন নেতারা খুবই প্রভাবশালী ছিল, তারা চাইতো না ঢাকা নগর পরিবহন চালু হোক। তার সব সময় এর বিরোধিতা করতো। কোনো বাস মালিক রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ঢাকা নগর পরিবহনে তাদের বাস ঢুকতে চাইলে পরিবহন মালিক সমিতির নেতারা তাকে নানাভাবে হয়রানি করতো, বাধা দিত। যে কারণে অন্যরা ঢাকা নগর পরিবহনে তাদের বাস দিতে চাইতো না। তিনি বলেন, বর্তমানে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি তাদের বাসগুলোকে ঢাকা নগর পরিবহনে দিতে চায়। বাস মালিকরা সবাই বুঝতে পেরেছেন নগর পরিবহন ভালো উদ্যোগ। এতে পরিবহন মালিকদের লাভ বেশি হবে। কারণ ট্রিপ বেশি পাওয়া যাবে। এছাড়া এক বাস আরেক বাসের সঙ্গে পাল্লাপাল্লির বিষয়টি থাকবে না, সাধারণ যাত্রীরাও উপকৃত হবেন। নতুন করে নগর পরিবহন চালু হলে যেমন হবে নতুন করে ঢাকা নগর পরিবহন চালু করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাসরুট রেশনালাইজেশন কমিটি। যে সব রুটে ঢাকা নগর পরিবহনের বাস চালু হবে সেখানে পথে পথে থাকবে টিকিট কাউন্টার। টিকিট ছাড়া কোনো বাস চলবে না। পরবর্তীতে যাত্রী সেবা আনার জন্য র‍্যাপিড পাসের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। বাসগুলোর চালক এবং সহযোগী নিয়োগ হবে কোম্পানির মাধ্যমে। তারা কোনো ভাড়া তোলার সুযোগ পাবেন না, তারা থাকবে বেতনভুক্ত। বাস মালিকের নামে কোনো রুট পারমিট থাকবে না, এটা ঢাকা নগর পরিবহন কোম্পানির আওতায় থাকবে। এছাড়া রুটের বাস, কাউন্টার, স্টপেজে ক্যামেরা লাগানো থাকবে। এছাড়াও বাস রুট রেশনালাইজেশনের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর আন্তঃজেলা বাসগুলো আর ঢাকা শহরের ভেতর ঢুকতে পারবে না। তাদের জন্য আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল ও ডিপো করা হবে। এ জন্য শহরের বাইরে চারদিকে ১০টি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা নগর পরিবহনের আওতায় বাস চালানোর জন্য ইতোমধ্যে ৮০টি বেসরকারি কোম্পানি ২ হাজারের বেশি বাস দিতে আবেদন করেছে। এগুলো যাচাইবাছাই করবে সংশ্লিষ্টরা। আগামী মার্চ থেকে ঢাকা নগর পরিবহন চালু করার পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুচ্ছে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটি। সার্বিক বিষয় নিয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক ও বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, রাজধানীর গণপরিবহনে শৃঙ্খলা ফেরাতে উদ্যোগ নেওয়া নগর পরিবহন আবারও ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বিজনেস মডেল এবং বাসগুলো কীভাবে চলবে সেই বিষয়ে আরও রূপরেখা তৈরি হবে। আমরা ঢাকার ৪২টি রুটের বাসগুলোকে ৮টি কোম্পানির আওতায় আনার চিন্তা করছি। এক্ষেত্রে কোম্পানিগুলোকে বিভিন্ন ক্লাস্টারে বাস নগর পরিবহন নামেই চলাচল করাবো। এক্ষেত্রে কোম্পানিগুলোকে বিভিন্ন রঙের বাস দিয়ে বিবেচনা করা হবে।

৫ জানুয়ারির মধ্যে নতুন প্রজ্ঞাপন

ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক ২ হাজার ১৬৩ জন ২৬টি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হই। সুপারিশ প্রাপ্তদের কয়েকদফায় তদন্ত সাপেক্ষে সুদীর্ঘ ১০ মাস পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২৪ সালের ১৫ অক্টোবর আমাদের অন্তর্ভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করা হয়। উক্ত গেজেটে যোগদানের তারিখ ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৮ অক্টোবর, ২০২৪ আমাদের যোগদান পিছিয়ে ১ জানুয়ারি ২০২৫ নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। অনেকেই পূর্বের কর্মস্থল ছেড়েছেন এবং অনেকে চাকরির সুযোগ পেয়েও যোগ দেন নি উল্লেখ করে তারা বলেন, আমরা ১ জানুয়ারি, ২০২৫ যোগদানের নির্দেশনা মোতাবেক উদ্দীপনা ও আনন্দের সাথে যোগদানের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং আমাদের বহু সহকর্মী পূর্ববর্তী চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন। এমনকি সুপারিশপ্রাপ্তির পরবর্তী সময়ে আমাদের অনেকেই সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির একাধিক চাকরির সুযোগ লাভ করলেও যোগদান করেননি। এ ছাড়াও ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে শুরু হওয়া ৪৪তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষাতেও অনেকেই অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমরা প্রথম গেজেটে অন্তর্ভুক্ত হলেও ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে দ্বিতীয় বার প্রকাশিত গেজেটে সর্বমোট ২২২ জন প্রার্থী গেজেট থেকে বঞ্চিত হই। এমতাবস্থায়, অধিকাংশ প্রার্থী চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে যাওয়ায় আমাদের এই ২২২ জন প্রার্থী এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল পরিবার সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন, চরম হতাশাগ্রস্ত এবং বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি আরও বলেন, গেজেটভুক্ত হয়েও দ্বিতীয় গেজেটে থেকে বাদ পড়া জুলাই স্পিরিটের পরিপন্থি উল্লেখ করে তারা বলেন, জুলাই বিপ্লবের পথ ধরে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য তা পূরণে মেধা ও যোগ্যতা ভিত্তিক সিভিল সার্ভিসের বিকল্প নেই। কিন্তু আমরা সুপারিশপ্রাপ্ত এবং গেজেটপ্রাপ্ত হওয়ার পরও পুনঃপ্রকাশিত গেজেটে অজ্ঞাত কারণে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া জুলাই বিপ্লবের স্পিরিটের পরিপন্থি। যা একই সাথে আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক। সংবাদ সম্মেলনে ৪৩তম বিসিএসের প্রথম দফায় গেজেটপ্রাপ্ত ও দ্বিতীয় দফায় গেজেট বঞ্চিত প্রায় অর্ধশতাধিক চাকরিপ্রার্থী উপস্থিত ছিলেন।

ভোটার তালিকা বিতর্কিত হওয়ার

করতে যাওয়ার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো এটি। তিনি বলেন, এ কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর শুরু থেকে ভোটার তালিকা ছাড়া কনফিডেন্ট আমরা হতে পারিনি। এজন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাই করা হয়। আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, ভোটার তালিকাকে যে বিতর্কিত বলছি, আমরা শুধুমাত্র অভাব বলছি, এটি মূলত তিনটি কারণে হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রথম কারণগু মৃত ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ না পড়া। দ্বিতীয়ত দ্বৈত ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আর তৃতীয়ত বিদেশি নাগরিক প্রতারণার মাধ্যমে তালিকা ভুক্ত হয়েছেন কি না। সম্প্রতি আমরা একাধিক এমন ইনসিডেন্ট পেয়েছি। এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, চট্টগ্রাম এলাকায় রোহিঙ্গারা যাতে ভোটার হতে না পারেন, সেজন্য একটা বিশাল ব্যবস্থাপনা আছে এবং ওই এলাকাকে বিশেষ এলাকা ঘোষণা করে সেখানে আলাদাভাবে ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয়। এ কড়াকড়ি থেকে বাঁচতে ৩০ জন রোহিঙ্গা নীলফামারী সদরে গিয়ে ভোটার হয়েছেন। এগুলোর প্রমাণ আমাদের সামনে আছে। এভাবে আমাদের ভোটার তালিকা বিতর্কিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের তথ্য সংগ্রহকারীরা বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহ করতে যান, সেখানে স্থানীয় কোনো ব্যক্তি আমাদের সহায়তা করেন, সেখানে দেখা যায় নিজের ভোটার যারা আছে তাদের বয়স বাড়িয়ে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। আবার দেখা যায় অন্য কারো ১৮-১৯ বছর হলেও ভোটার তালিকাভুক্ত হতে দেন না। তিনি আরও বলেন, এর বাইরেও আরও অনেক ধরনের কারণ আছে। তবে এগুলো মূল। আমরা এবার সেভাবে সেনসিটাইজ (সংবেদনশীল করা) করছি। ইতোমধ্যে আমাদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। ইতোমধ্যে আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার দুটো বিভাগ পরিদর্শন করেছেন। আমরা কমিশনাররাও পরিদর্শনে বের হব। আমাদের ডিজি এনআইডিসহ আমাদের সচিবালয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও মাঠ পর্যায়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি কমিশন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। আশা করছি আমরা একটা সন্তুষ্টির জায়গায় পৌঁছাতে পারব ভোটার তালিকার বিষয়টি নিয়ে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সংস্কার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে ওভারল্যাপিং হবে কি নাড় জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা তা মনে করছি না। কারণ সংস্কার কমিশন যে সংস্কার প্রস্তাব দিক না কেন ভোটার তালিকা তো একটা লাগবে। ভোটার তালিকা ছাড়া তো আর ভোট হবে না। আমরা মনে করি না যে ভোটার তালিকা রিলেটেড আমরা কোনো সমস্যা ফেস করব। নির্বাচন কমিশনের মাঠ কার্যালয়গুলোতে প্রচুর ভোগান্তি হয়। এ পর্যন্ত এ ভোগান্তি নিরসনে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কি নাড় জানতে চাইলে তিনি বলেন, মাঠপর্যায়ে এনআইডি সেবায় যথেষ্ট ভোগান্তি হচ্ছে আমরা দেখছি। আমরা চিহ্নিত করেছি প্রায় চার লাখের কাছাকাছি, তিন লাখ ৭৮ হাজার আবেদন পেন্ডিং ছিল। আমরা কঠোর নির্দেশনা দিয়েছি এবং আমাদের সচিবালয় থেকে আমাদের সচিব, ডিজি এনআইডিসহ সবাই ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন। যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে নাগরিকরা তাদের বৈধ সেবাটা পান। তবে এ কথাও সত্য এসব আবেদনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবেদন রয়েছে, যারা প্রতারণার আশ্রয় নিতে চাচ্ছেন বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান। তাদের জন্য যাতে নাগরিকেরা ভোগান্তিতে না পড়েন এজন্য আমরা আরও ভালো পদ্ধতি নিতে যাচ্ছি। ২০ তারিখ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার হালনাগাদ করার এ কার্যক্রম কতদিন চলবেড় এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা যদি ভালোভাবে কাজ করতে পারি তাহলে ৩০ জুনের মধ্যে আমরা এটি সম্পন্ন করতে পারব। ডিসেম্বরের শেষে যদি সংসদ নির্বাচন হয় তাহলে আপনারা যাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার করছেন তারা কি নির্বাচন ভোট দিতে পারবেন কি না এবং আইন সংশোধন করে তাদের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন কি নাড় এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি আবুল ফজল বলেন, আমাদের প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন নিয়ে বলেছেন, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে নির্বাচন তিনি আশা করছেন। আমাদের নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আমরা সবসময় প্রস্তুত। তিনি বলেন, ভোটার তালিকা প্রণয়ন করাও এক ধরনের প্রস্তুতি। আমাদের এ ভোটার তালিকা সন্নিবেশ করতে আইনি কোনো জটিলতা নাই। তফসিল ঘোষণার আগে একটি তালিকা প্রকাশ হবে। সেই তালিকায় আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত করব। দ্বিতীয়ত এ বছরে যারা ভোটার হবেন অর্থাৎ ২০২৫ সালের ০২ জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ০১ জানুয়ারি যাদের বয়স ১৮ হবে। তিনি বলেন, বর্তমান আইন অনুযায়ী ভোটার নিবন্ধন আইনের ধারা ৩(জ) অনুযায়ী যোগ্যতার তারিখ হলো প্রতি বছরের ০১ জানুয়ারি। একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করেছি যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ ভোটার হওয়ার যোগ্য হয়ে গিয়েছেন ভোটের আগে, তাহলে প্রয়োজনে অর্ডিন্যান্স জারি করে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না। এই সম্ভাবনাটা আমরা যাচাই করে দেখব। এটা এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। ভোটারের সর্বনিম্ন বয়স ১৭ করার বিষয়ে কমিশন কী ভাবছেড় জানতে চাইলে এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, ১৭ বছর বয়সে ভোটার নিয়ে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা তার ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন। আমরা শুনেছি। এ নিয়ে আলোচনা চলছে। যদি ভবিষ্যতে রাজনৈতিক কোনো মতৈক্য হয়, কোন সিদ্ধান্ত আসে, যদি সংবিধানে পরিবর্তন আসে, আমরা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।

সরকারি চাকরিতে হিন্দু প্রার্থীদের

থেকে শুরু করে পুলিশের উচ্চ পদে যোগদানে হিন্দু প্রার্থীদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসব পদে দেড় হাজারের বেশি হিন্দু প্রার্থীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

মাসজুড়ে ঘন কুয়াশার সঙ্গে থাকতে

সপ্তাহ পর্যন্ত তীব্র শীত থাকবে। তবে এরপর তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়বে। তখন ধীরে ধীরে শীতে কমতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের মাসব্যাপী পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, জানুয়ারি মাসে দেশের পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১-২টি মাঝারি (৬-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) থেকে তীব্র (৪-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস) শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। এ সময় দেশের অন্যত্র ২-৩টি মৃদু (৮-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) থেকে মাঝারি (৬-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মো. মমিনুল ইসলামের সই করা এই পূর্বাভাসে বলা হয়, এ মাসে দেশের উত্তর, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে এবং নদ-নদী অববাহিকায় মাঝারি/ঘন কুয়াশা এবং অন্যত্র হালকা/মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে। ঘন কুয়াশা পরিস্থিতি কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িক ব্যাহত পারে। এছাড়াও দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ১-২টি লঘুচাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার মধ্যে একটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এ সময়ে দেশে স্বাভাবিক অপেক্ষা কম বৃষ্টিপাতের আভাস রয়েছে। আবহাওয়াবিদ ড. মো. বজলুর রশিদ জানিয়েছেন, উপ-মহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, এর বর্ধিতাংশ উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্য রাত থেকে দুপুর পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীন নদী পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা ১-২ সেঃহ্রাস পেতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে সারাদেশের কোথাওনকোথাও দিবাভাগে শীতের অনুভূতি বিরাজমান থাকতে পারে। শুক্রবার সকাল থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্য রাত থেকে দুপুর পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীন নদী পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে সারাদেশের কোথাও কোথাও দিবাভাগে শীতের অনুভূতি বিরাজমান থাকতে পারে। শনিবার সকাল থেকে রোববার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে সারাদেশের কোথাও কোথাও দিবাভাগে শীতের অনুভূতি বিরাজমান থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচনদিনের শেষের দিকে তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পারে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোররাতে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উচ্চ মূল্যস্ফীতির মাঝেই

। সেটি বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সূত্র আরও জানায়, চলতি ২০২৪২৫ অর্থবছরের মাঝপথে এসে হঠাৎই ভ্যাট, সম্পূরক শুল্কসহ বিভিন্ন ধরনের কর বাড়িয়ে রাজস্ব বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৪৩ ধরনের পণ্য ও সেবার ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হবে। গতকাল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ভ্যাট বাড়ানোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সম্প্রতি ঋণের শর্ত হিসেবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ করার শর্ত দেয়। বাংলাদেশকে দেওয়া ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলারে চলমান ঋণ কর্মসূচির চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের আগে গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ঘুরে যাওয়া আইএমএফ প্রতিনিধিদের কাছে চলমান এই ঋণ কর্মসূচির আকার আরও ৭৫ কোটি বাড়ানোর অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ। আইএমএফ এতে সম্মত হলেও কর আদায় ও নীতি গ্রহণকারী সংস্থাকে আলাদা করাসহ রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর মতো কিছু কঠোর শর্ত জুড়ে দেয় আইএমএফ। আইএমএফের শর্ত পূরণেই ভ্যাট বাড়ানোর এ তড়িঘড়ি উদ্যোগ-মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'অর্থনীতির সামগ্রিক বাস্তবতায় সরকারের ওপর দায়দেনার চাপ বাড়ছে। সরকারের অর্থ দরকার। তাই বিভিন্ন পণ্যসেবার ওপর ভ্যাট ও শুল্ক বাড়িয়ে রাজস্ব বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের ওপর খরচের চাপ কিছুটা বাড়বে, এটা সত্য। এ জন্য প্রত্যক্ষ কর বাড়াতে মধ্যমেয়াদি উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। তবে উচ্চ মূল্যস্ফীতির এ সময়ে সাধারণ মানুষ যাতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেদিকেও নজর দিতে হবে।'

পাঠ্যবইয়ে স্বমহিমায় জাতীয় বীররা

সংগ্রামের অন্যতম নেতা তাজউদ্দিন আহমেদের বিশেষ অবদানও ভুলতে বসেছিল শিক্ষার্থীরা। কর্নেল (অব.) মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর অবদানকেও খাটো করা হয়েছিল। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখা অনেক বীর ছিলেন অপাঙক্তেয়। ক্ষমতার পালাবদলে বিগত ৪ দশকে পাঠ্যবইয়ে বহুবার পরিবর্তন এসেছে। সেখানে একপক্ষ খুশি হলেও অন্যপক্ষ সমালোচনায় মেতে উঠতো। এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। অন্তর্বর্তী সরকার বইয়ে জাতীয় সব বীরের অবদানই নির্মোহভাবে তুলে ধরার পথে হেঁটেছে। এতে খুশি অভিভাবক, শিক্ষকসহ সব পক্ষ। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা বলছেন, সময়ের স্বল্পতায় এবার কাজটি সুনিপুণভাবে করা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। আগামী বছর আরও 'সত্যনির্ভর ইতিহাস' পাঠ্যপুস্তকে তুলে আনতে বদ্ধপরিকর অন্তর্বর্তী সরকার। ব্রিটিশ শাসন থেকে বাংলার নবজাগরণ : পাঠ্যবইয়ে এবার ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে প্রায় সব শ্রেণিতে ইতিহাস-নির্ভর গল্প-প্রবন্ধ রাখা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইতে চতুর্থ থেকে নবম-দশম পর্যন্ত এ বিষয়টি ক্রমে বিস্তরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রিটিশ শাসন ও তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের পটভূমি ও শুরুর ইতিহাস তুলে ধরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ঘটনা রাখা হয়েছে। বাংলায় ব্রিটিশ শাসন শুরুর পর যারা ব্রিটিশবিরোধী জাগরণ ও বিদ্রোহ করেন তাদের অবদান সুনিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলীর কথা রয়েছে।

এ অধ্যায়ে বিশেষভাবে রাখা হয়েছে শহীদ তিতুমীর ও তার বাঁশের কেল্লা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে ক্ষুদিরাম বসু, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাস্টারদা সূর্যসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অবদানগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও স্বাধীনতা অর্জন : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনাবহুল বিষয়গুলো প্রাথমিকের দুটি ও মাধ্যমিকের সব শ্রেণির বইয়ে রাখা হয়েছে। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) জনগণের ওপর জুলুম-নিপীড়নের চিত্র রয়েছে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন নিয়েও আলোচনা রয়েছে। ১৯৭১ সালকে ইতিহাসের গৌরবময় ঘটনা উল্লেখ করে ২৫ মার্চের গণহত্যা, স্বাধীনতার ঘোষণা, ১০ এপ্রিলের অস্থায়ী সরকার গঠন এবং স্বাধীনতা অর্জনে বিশেষ অবদান রাখা সবার নাম রাখা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইতে 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' অধ্যায়ে ছয়টি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে রাখা হয়েছে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ছবি। তার পাশে একই মাপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি স্থান পেয়েছে। ভাসানী ও শেখ মুজিবের ছবির নিচে কিছুটা ছোট করে জাতীয় চার নেতা; সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানের ছবি রাখা হয়েছে। একই অধ্যায়ে জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর ছবিও রয়েছে। পুরোনো বইয়ে শুধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার ছবি রাখা হয়েছিল। স্বাধীনতার ঘোষক ও অস্থায়ী সরকার : আওয়ামী লীগের আমলে পাঠ্যবইয়ে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখানো হয়েছিল। তাতে পরিবর্তন এসেছে। নতুন পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত সব অধ্যায়ে প্রায় একইভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম থেকে নবম-দশম শ্রেণির বইয়ে উল্লেখ রয়েছে, '...২৫ শে মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ২৬ শে মার্চ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ২৭ শে মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবারও স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।' পুরোনো বই সব জায়গায় এ অংশে ছিল '২৫ শে মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ...।' এদিকে, নবম-দশমের বইতে অস্থায়ী সরকার নিয়ে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে অস্থায়ী সরকারের কাঠামো ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম উল্লেখ রয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম রাখা হয়েছে। তাছাড়া অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টাদের নাম তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে প্রথমেই মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নাম রয়েছে। আর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হিসেবে কর্নেল (অব.) এম এ জি ওসমানীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ থেকে নবম-দশম পর্যন্ত সব শ্রেণির বইয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক অধ্যায়ে ৭ মার্চকে ঐতিহাসিক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির ইঙ্গিত করেছিল, তা বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি শ্রেণির বইয়ে ৭ মার্চে তর্জনী উঁচিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দেওয়ার মুহূর্তের ছবি রাখা হয়েছে। অন্যদিকে চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যবইয়েও স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি রয়েছে। এ দুটি শ্রেণির বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক লেখায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা বীর উত্তম মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার ছবিও স্থান পেয়েছে। নতুন সংযোজন 'আমাদর চার নেতা' : তৃতীয় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ে 'আমাদের চার নেতা' নামে নতুন একটি অধ্যায় যুক্ত করা হয়েছে। তাতে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের কর্মজীবন ও অবদান নির্মোহভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান : পাঠ্যবইয়ে চব্বিশের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান নিয়ে গল্প-কবিতা রাখা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বইয়ে 'আমরা তোমাদের ভুলব না' নামে গল্প যুক্ত করা হয়েছে। সেখানে শহীদ তিতুমীর, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ভাষা সৈনিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের নাম রাখা হয়েছে। রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠদের নামও। গল্পের শেষে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের নাম ও অবদান তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'অধিকারের দাবি ও বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে এ দেশের শিক্ষার্থীরা ২০২৪ সালে আবার রাস্তায় নামে। সরকারি বাহিনী নির্মমভাবে সেই আন্দোলন দমন করতে চায়। পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রংপুরে ছাত্রনেতা আবু সাঈদ দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ান। পুলিশ তাকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। এতে আন্দোলন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সারাদেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। বিশাল এক গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়।' 'ঢাকার উত্তরায় শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধ আন্দোলনরত সবাইকে পানি বিতরণ করতে করতে নিহত হন। নিহত হন (গোলাম) নাফিজ, নাফিসা, আনাসসহ অগণিত প্রাণ। মায়ের কোলের শিশু, বাবার সাথে খেলতে থাকা শিশু, রিকশাওয়ালা, শ্রমিক, কৃষক, ফেরিওয়ালা, চাকরিজীবী, মা, পথচারী কেউ বাদ যায় না। সারা দেশে হত্যা করা হয় হাজারো মানুষকে।' তাছাড়া গণঅভ্যুত্থান নিয়ে হাসান রোবায়েতের লেখা আলোচিত 'সিঁথি' কবিতাটি পাঠ্যবইয়ে স্থান পেয়েছে। পুরোনো পাঠ্যবইয়ের পেছনের প্রচ্ছদে ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি ও তার উদ্ধৃতি। সেগুলো বাদ দিয়ে পাঠ্যবইয়ের মলাটে স্থান পেয়েছে জুলাই অভ্যুত্থানের আলোচিত গ্রাফিতি। পাশাপাশি আগের মতো চিরন্তন বাণীও বইয়ের পেছনের পৃষ্ঠায় রাখা হয়েছে। প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে গ্রাফিতির পাশাপাশি আগের মতো 'বড়দের সম্মান করো' বাণী রাখা হয়েছে। খুশি অভিভাবক-শিক্ষকরা : দলীয় রাজনীতি এড়িয়ে পাঠ্যবইয়ে বাংলা ও বাংলাদেশের জাতীয় অর্জনে সবার অবদান নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরার বিষয়টি নিয়ে সন্তুষ্ট অভিভাবকরা। পাশাপাশি শিক্ষকরাও ইতিহাস পড়াতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন বলে জানিয়েছেন। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের মূল শাখার পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী নূর ফাইজা মিষ্টির মা জান্নাত আরা বেগম বলেন, 'বই এখনো হাতে পায়নি। তবে অনলাইন থেকে আমি পিডিএফ কপি ডাউনলোড করে দিয়েছি। সেখানে দেখলাম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসগুলো। আমার কাছে মনে হয়েছে, আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এবার নিরপেক্ষভাবে গল্প-প্রবন্ধে ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। একপাক্ষিক বর্ণনা চোখে পড়েনি। বিষয়টি ভালো লেগেছে।' রাজধানীর গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ক্লাস নেন সহকারী শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, 'শিক্ষকজীবনে আমি তিন ধরনের ইতিহাস সংবলিত বই পড়িয়েছি। বিএনপি আমলের বই, এক-এগারোর সময়ের বই এবং আওয়ামী লীগের আমলের বই। তিন বইয়ে তিন রকম ইতিহাস। যখন ক্লাসে আমরা পড়াতে যাই, তখন এটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে হীনমন্যতায় ভুগি। এবারের ইতিহাসের ধারাক্রম বর্ণনাটা বেশ নিরপেক্ষ ও সত্যনির্ভর মনে হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ।' নিরপেক্ষ ধারা টিকিয়ে রাখাই চ্যালেঞ্জ : পাঠ্যবইয়ে বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকার দলীয় রাজনীতি-নিরপেক্ষ যে ইতিহাস তুলে আনছে, ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় আসীন হলে তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন শিক্ষাবিদরা। জাতীয় অর্জনের ইতিহাস নিয়ে একটি বন্দোবস্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'বিএনপি এক রকমভাবে ইতিহাস বর্ণনা করে, আওয়ামী লীগ আরেক রকম। তৃতীয় কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেলে হয়তো তা আরেক রূপ দেখা যাবে। দফায় দফায় এ পরিবর্তন জাতীয় অর্জনকে, অর্জনে ভূমিকা রাখাদের হেয় করে। সেজন্য আমি মনে করি, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, সবকটি গণঅভ্যুত্থানসহ সব জাতীয় অর্জনের ইতিহাস নিয়ে একটি বন্দোবস্ত করা জরুরি। সেটা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের করে যাওয়ার মোক্ষম সুযোগ রয়েছে। আশা করি, তারা এ নিয়ে পদক্ষেপ নেবেন।'

ভ্যাট বাড়লেও জিনিসপত্রের দামের

অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের ডিউটি জিরো করে দিয়েছি। আপনি ছাড়টা দেখবেন। মূল্যস্ফীতির মূল ওয়েটের ইন্ডিকেটরগুলো হলো চাল, ডাল এগুলো; সেটা আপনারা জানেন। আমরা যেসব জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছি, এগুলো আমাদের মূল্যস্ফীতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, তিন তারকার ওপরে যে রেস্টুরেন্টগুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে ভ্যাট বাড়ানো হয়েছে। ভাতের রেস্টুরেন্ট বা অন্য রেস্টুরেন্ট থেকে তো যাবে না। থ্রেসহোল্ড আছে, যাদের টার্ন ওভার ৫০ লাখ টাকার ওপরে, তাদের ক্ষেত্রে এটা আসবে। অন্য কোনো ব্যবসা তো এটার মধ্যে আসছে না। বিমান ভাড়ার ক্ষেত্রে ভ্যাট বাড়া প্রসঙ্গে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বিমানের ভাড়ার ক্ষেত্রে আগে ৫০০ টাকা ছিল, সেটি ২০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিমানে এখন লোকজন মোটামুটি চড়ে। তারা ২০০ টাকা বেশি দিতে পারবে না বলে মনে হয় না। এগুলো মার্জিনাল। পৃথিবীর কোনো দেশেই কিন্তু নেপাল, ভুটান ধরেন, এত লো ট্যাক্স কোথাও নেই। সব জিনিসের ওপরে। এসেন্সিয়াল জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা সব সময় বলেছি, সেখানে আমরা প্রায় জিরো করে নিয়ে আসব। চূড়ান্তভাবে ভোক্তা ১৫ শতাংশ ট্যাক্স দিচ্ছে না। ইনপুটের জন্য সে রিবেট পাবে। জিজ্ঞেস করেন, সেটা ওরা জানে। অন্তর্বর্তী সরকারের পাঁচ মাস পরে এই সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হচ্ছে জানতে চাইলে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, এটা করার কারণটা হলো যে ছাড় দিয়েছি, সেটা হিসাব করে... কয়েক হাজার কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের রাজস্ব গ্যাপ এত বেশি, আমি তো আর বড় করে ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং করে এগোতে পারব না। আইএমএফের পরামর্শে এটি করা হচ্ছে কি না জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, না, সব দিক চিন্তা-ভাবনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের কষ্ট হবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মনে হয় না কষ্ট হবে। জনগণ স্বস্তি পাচ্ছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, জনগণের স্বস্তি না পাওয়ার তো কোনো কথা না। তিনি বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইটি খাতে আমরা বরাদ্দ কমাব না। বরং আমরা বৃদ্ধি করব। কিন্তু আমাদের রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে। ধার করে বেশিদিন চলা যায় না। ট্যাক্স এবং কাস্টমস পর্যালোচনা এখনো বাকি আছে বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা। এসব ক্ষেত্রেও বাড়বে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, সেটা এখন বলব না। নতুন বছরে অর্থনীতিকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চান, এমন প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, অর্থনীতি মোটামুটি স্ট্রং তো হয়েছে, এখন দরকার স্থিতিশীলতা। আমি বলব না, সব ক্ষেত্রে এটা হয়েছে। ব্যাংকিং সেক্টরে কিছু শৃঙ্খলা ফিরেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক চেষ্টা করছে, কিছু কিছু দুর্বল ব্যাংককে সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে।

ডিএমপির ৫ কর্মকর্তার পদায়ন

সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ পদায়ন করা হয়। অফিস আদেশে ডিএমপির সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. ওমর আলীকে রমনা বিভাগ (পেট্রোল-ধানমন্ডি), তৌফিক আহমেদকে (সিটিটিসি), শাওন পালিতকে লালবাগ বিভাগ ঢাকা (পেট্রোল-লালবাগ), মো. রাসেল রানাকে কল্যাণ ও ফোর্স বিভাগ (ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড স্পোর্টস), খান মাহমুদুল হাসানকে (গোয়েন্দা বিভাগ), মাহমুদুল হাসানকে ট্রাফিক-উত্তরা বিভাগ (ট্রাফিক-উত্তরা পশ্চিম জোন), অনীশ কীর্ত্তনীয়কে মিরপুর বিভাগ (পেট্রোল-পল্লবী) ও মো. ফেরদাউছ হোসেনকে মিরপুর বিভাগ (পেট্রোল-মিরপুর) বদলি করা হয়েছে।

চলতি মাসেই কারিগরি শাখার

এনটিআরসির পঞ্চম গণবিজ্ঞপ্তিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীন প্রায় ২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ পায়। তারা ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিয়মিত পালন করে আসছেন। অথচ ২ হাজার শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৮৫ জনকে ডিসেম্বর মাসে এমপিও দেওয়া হয়েছে। যারা জানুয়ারি মাসে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের বেতন হাতে পাবেন। যদিও তাদের যোগদানের পর থেকে বেতন দেওয়া হয়নি। বকেয়া বেতন দেওয়া হবে কিনা সেটারও নিশ্চয়তা নেই। তিনি বলেন, কারিগরি শিক্ষক ফেডারেশন এরমধ্যে দুবার কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহা-পরিচালককে স্মারকলিপি দিয়েছে। কিন্তু বেতনের কোনও অগ্রগতি হয়নি। গত ৪ মাস ধরে প্রায় ২ হাজার শিক্ষক পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। ঋণগ্রস্ত এসব শিক্ষক মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেছেন। স্বাভাবিকভাবে তারা পাঠদানও করতে পারছে না। বিপরীতে একই প্যানেল থেকে একই যোগ্যতা নিয়ে জেনারেল ও মাদ্রাসা শাখার শিক্ষকরা যোগদানের পর থেকেই বেতন পাচ্ছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে দ্বিতীয় বার স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়াও বিনা বেতনে কাজ করানো অসাংবিধানিক এবং বেআইনি। একইসঙ্গে এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘনও। এসময় কারিগরি শিক্ষক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দুটি দাবি জানানো হয়। তারা বলছেন, জানুয়ারি মাসের মধ্যে এনটিআরসির পঞ্চম গণবিজ্ঞপ্তিতে কারিগরি শাখায় নিয়োগপ্রাপ্ত সব শিক্ষককে এমপিও দিতে হবে এবং যোগদানের তারিখ থেকে বেতন দিতে হবে, যাদের এমপিও হয়ে গেছে তাদের বকেয়া দিতে হবে। এসময় মানববন্ধনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. সোলাইমান কবিরসহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুরে হামলায় ব্যবসায়ী নিহত

খবর পেলেই ছুটে যেতেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সহযোগিতা করতেন। তিনি এলাকায় সকলের কাছে ভালো মানুষ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কারও সঙ্গে তার কোনও বিরোধ ছিল না। আটকরা হলো- মাওনা (মসজিদ মোড়) দারগারচালা এলাকার আলী আকবরের ছেলে অন্তর (২০) এবং মৃত নিজাম উদ্দিনের ছেলে রুমান (২০)। নিহত হাসিবুল ইসলামের শ্যালক ও মাইক্রোবাসচালক জাহিদুল ইসলাম শিমুল হোসেন বলেন, ঢাকায় আত্মীয়ের বাসা থেকে রাত প্রায় আড়াইটার দিকে মাওনা চৌরাস্তা (মসজিদ মোড়) বাসায় আসি। গাড়ি থেকে নারীরা নেমে যাওয়ার পর কিশোর গ্যাং-প্রধান রুবেলসহ তার ৭-৮ জন সহযোগী মাইক্রোবাসের সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন রুবেল দুলাভাইকে (হাসিবুল) বলে, তোরা এখানে ভাইসা আসছচ, তোদের উড়াইয়া দিমু। তখন দুলাভাই বলতেছে ভাগিনা (রুবেল) তোমরা চলে যাও। তোমরা আমার কাছের লোক না এ কথা বলামাত্রই রুবেল ও তার সঙ্গে থাকা ২-৩ জন দুলাভাইকে কিল-ঘুষি মারতে থাকলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। এ সময় তার সঙ্গে থাকা অন্যরা বাড়ির গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে নিহতের স্ত্রী মাহমুদা আক্তার ও শ্যালিকা সালমা আক্তারের গলার চেইন ছিনিয়ে নেয়। এ সময় বাধা দেওয়ায় কিশোর গ্যাং সদস্যরা সালমার স্বামী হানিফকে (২৯) মারধর করে। নিহতের স্ত্রী মাহমুদা আক্তার বলেন, কিশোর গ্যাং-প্রধান রুবেল ও তার সঙ্গে থানা অন্যরা মাদকাসক্ত ছিল। আমার স্বামী বারবার তাদের পরিচয় দেয় এবং রুবেলকে ভাগিনা বলে ডাকে। রুবেলের মাথায় এবং পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে চলে যাওয়ার অনুরোধ করেন তিনি। তারা আমার স্বামীর অনুরোধ না শুনে তাকে কিল, ঘুষি এবং লাঠি দিয়ে মারতে থাকে। রুবেল ও তার সহযোগীরা বাসার গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে আমাকেসহ আমার ছোট বোনকে লাঞ্ছিত করে গলায় থাকা স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয়। পরে হাসিবুলকে স্থানীয় আল-হেরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দ্রুত শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। ওই হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক আসমাউল হুসনা বলেন, রাতের ওই সময়ে হাসিবুল ইসলামকে তার স্বজনরা মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। শ্রীপুর থানার এসআই জাহাঙ্গীর আলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হামলাকারী অন্তর ও রুমানকে আটক করা হয়েছে। নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। শ্রীপুর থানার ওসি জয়নাল আবেদীন মণ্ডল বলেন, হাসিবুল ঢাকায় তার আত্মীয়ের বাসা থেকে গভীর রাতে শ্রীপুরের মাওনার নিজ বাসার সামনে হামলার শিকার হন। হামলার ঘটনায় জড়িত অন্তর ও রুমানকে রাতেই আটক করা হয়েছে। হামলাকারী পলাতক রুবেলসহ তার অন্য সহযোগীদের আটকের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

রাজধানীতে বাস চাপায় আহত পুলিশ

উপজেলার বানিয়াপাড়া গ্রামে। বাবার নাম খলিল মোল্লা। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানায় পুলিশ কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিল। গত বুধবার তিনি নবাবগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসেন রাজারবাগ পুলিশ লাইন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। কাকরাইলে মঞ্জিল পরিবহন থেকে নামার সময় ওই বাসের চাপায় গুরুতর আহত হন। পথচারীরা তাকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে সেখান থেকে তাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে তার মৃত্যু হয়।

ইসরায়েলি বিমান হামলায়

আগে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স। ব্রিটিশ সংবাদসংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, যেখানে হামলা হয়েছে ওই অঞ্চলটিকে গাজা আগ্রাসনের শুরুর দিকে একটি নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছিল ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। অসহায় ফিলিস্তিনিদের সেখানে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল তারা। নিহতদের মধ্যে তিন শিশু ও দুজন নারীও রয়েছেন বলে জানা গেছে। হামলা পরবর্তী একটি ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, আশ্রয় শিবিরের ক্ষতিগ্রস্ত তাঁবুগুলো জ্বলছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ধ্বংসাবশেষ ও কাপড় শুকানোর জন্য টাঙানো তারগুলোর মাঝখানে জীবিতদের খুঁজছে লোকজন। হামাস পরিচালিত আল-আকসা টিভি জানিয়েছে, বিমান হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের পাশাপাশি গাজার পুলিশ বিভাগের মহাপরিচালক মাহমুদ সালাহ এবং তার সহযোগী হুসাম শাহওয়ান নিহত হয়েছেন। এদিকে মানবিক নিরাপদ জোন হিসেবে চিহ্নিত এলাকায় তাদের হামলা চালানোর বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। এলাকাটিতে যুদ্ধবিমান, ড্রোন ও কামানের মাধ্যমে এর আগেও হামলা চালিয়েছে দখলদার বাহিনী। এর মধ্যে গত ২২ ডিসেম্বর আটজন প্রাণ হারিয়েছে এক হামলায়। এর কয়েকদিন আগে, দক্ষিণের রাফা শহর থেকে ইসরায়েলি ট্যাংক অগ্রসর হওয়ার ফলে আল-মাওয়াসী এলাকার বহু পরিবার উত্তর দিকে পালিয়ে যায়। আসন্ন হামলার ভয়ে এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয় তারা। এছাড়া নতুন বছরের প্রথম দিনে গাজার বিভিন্ন স্থানে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ২৬ জন ফিলিস্তিনি প্রাণ হারান। নিহতদের মধ্যে চারটি শিশু ও একজন নারী ছিলেন।

দিনমজুরকে পিটিয়ে হত্যা

আসছিলেন। তারা গাবতলীর দ্বীপ নগর এলাকাতেই থাকেন। তাদের পরিবার থাকে গ্রামের বাড়িতে। তিনি বলেন, আমাদের গ্রামের বাড়িতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধ চলে আসছিল। ওই বিরোধের জের ধরে রাত আনুমানিক ৮টার দিকে গাবতলীর দ্বীপ নগর এলাকায় ইসহাক, লোকমান, কামরুল, লালু, রবিউল ড্রাইভার, ওয়াজেদ ফকির, আনোয়ার, জাহাঙ্গীর ও হালিমসহ প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন তাদের পথরোধ করে। পরে তারা হাতুড়ি, লোহার পাইপ দিয়ে দুই ভাইকেই পিটিয়ে আহত করে। এসময় তাদের মধ্যে মুকুল শেখের অবস্থা বেশি গুরুতর হয়। তিনি বলেন, পরে আশপাশের লোকজনের সহযোগিতায় ভাইকে (মুকুল) উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসি। নিহতের স্ত্রীর নাম হেনা খাতুন। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক ছিলেন।

বাংলাদেশে অবৈধভাবে অবস্থান

অবস্থান করছে। আর অন্যান্য দেশের নাগরিক আছেন ১৭ হাজার ৯২৮ জন। তাদের মধ্যে বড় একটি অংশ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে। তার বাইরে পাসপোর্ট বা ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও অবৈধভাবে অবস্থান করছেন ৯৭টি দেশের ১৩ হাজার ২৯১ জন নাগরিক। তাদের মধ্যে ভারতীয় আছেন ৭ হাজার ৪৭২ জন, দক্ষিণ কোরিয়ার ১ হাজার ১৭ জন, চীনের ৯৮১, শ্রীলংকার ১৮৭, যুক্তরাজ্যের ২৩১, কানাডার ৯৭ ও নাইজেরিয়ার ৪৬১ নাগরিক প্রয়োজনীয় নথির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে কাগজপত্রের বাইরে অবৈধভাবে অবস্থান করা বিদেশীর সংখ্যার নির্ভরযোগ্য তথ্য রয়েছে। তাদের মধ্যে সিংহভাগই ভারতীয়। এরই মধ্যে অবৈধভাবে দেশে অবস্থান করা বিদেশীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকার। যদিও অবৈধভাবে অবস্থানরত ওসব বিদেশীর বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সূত্র আরো জানায়, আইনি দুর্বলতা ও বিদেশী নাগরিকদের সম্পর্কে সরকারের কাছে কোনো তথ্যভাণ্ডার না থাকায় অবৈধভাবে থেকে যাওয়া বিদেশীরা বিনা বাধায় বাংলাদেশে বসবাসের সুযোগ পাচ্ছে। তাদের অনেকেই মাদক ব্যবসা, উপহারের নামে প্রতারণা, এটিএম জালিয়াতি, বিভিন্ন দেশের জাল মুদ্রার কারবার, অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা, স্বর্ণ চোরাচালান, অনলাইনে ক্যাসিনো ও মানব পাচারসহ সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। আবার কেউ কেউ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে এবং কর ফাঁকি দিয়ে উপার্জিত অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে নিজের দেশে পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ভিসা নীতিমালা অনুযায়ী ইউরোপের সব দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, বাহরাইন, মিসর, ব্রুনেই ও তুরস্ক ছাড়াও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৩টি দেশের নাগরিকদের অন অ্যারাইভাল ভিসা দেয়া হয়। আর অন অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধার আওতায় থাকা দেশগুলোর অধিকাংশেরই কোনো না কোনো নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করছে। এদিকে অবৈধ বিদেশী নাগরিকদের বিষয়ে কয়েকদিন আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে অবৈধভাবে অবস্থানকারী বিদেশীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বৈধতা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়। তবে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের সতর্কতা জারি করার পরও দেশে অবস্থানরত অবৈধ বিদেশীদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। অন্যদিকে এ বিষয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া) ইনামুল হক সাগর জানান, কোনো বিদেশী নাগরিকের অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থানের সুযোগ বা আইনি বৈধতা নেই। যেসব বিদেশী নাগরিক অবৈধভাবে দেশে অবস্থান করবেন, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে সবাইকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করার অনুরোধ করা হলো।

যে কারণে এত দুর্ঘটনা ঢাকা-মাওয়া

সুবিধা। তবে এরমধ্যেই প্রতিদিন ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। হাইওয়ে পুলিশের হিসাব মতে, ২০২৪ সালে মুন্সিগঞ্জ অংশে মোট ৪৬টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে নিহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক ও আহত শতাধিক। সর্বশেষ গত ২৭ ডিসেম্বর ধলেশ্বরী টোল প্লাজায় অপেক্ষমাণ মোটরসাইকেল ও প্রাইভেটকারসহ কয়েকটি গাড়ি চাপা দেয় বেপারী পরিবহনের একটি বাস। এতে প্রাণ যায় একই পরিবারের চারজনসহ ছয়জনের। এদিকে ফায়ার সার্ভিসের হিসাবে দুর্ঘটনার সংখ্যা ৬৪। সরকারি আরেকটি হিসাবে এ সড়ক নির্মাণের পর এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ১৩৮ জন। প্রতিনিয়ত এমন দুর্ঘটনায় শঙ্কিত যাত্রীরা। বেপরোয়া গাড়ি চালানোসহ নানান অভিযোগ তাদের। সরেজমিনে দেখা যায়, নিষেধাজ্ঞা থাকলেও দেখা যায় যত্রতত্র পারাপার, পার্কিং, যাত্রী ওঠানামাসহ ট্রাফিক আইন অমান্যের হিড়িক। মূল এক্সপ্রেসওয়েতে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৮০ কিলোমিটার ও পাশের সার্ভিস সড়কে ৪০ কিলোমিটার গতিতে যান চালানোর নির্দেশনা রয়েছে। তবে নির্ধারিত গতি উপেক্ষা করছে অধিকাংশ যানবাহন। মহাসড়কে টহলরত হাইওয়ে পুলিশের স্পিডগানে দেখা যায়, কোনোটি ১০০, কোনোটি ১১০ কিলোমিটার গতিতে চলছে। মোটরসাইকেল আরও বেশি বেপরোয়া। স্থানীয় বাসিন্দা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী মহসিন জানান, প্রায় দুর্ঘটনার পর দেখা যায় গাড়ির ফিটনেস নেই, চালকের লাইসেন্স নেই। এগুলো তো আগে দেখার কথা। এগুলো আগে দেখা হলে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতো, দুর্ঘটনাও ঘটতো না। স্থানীয় আলমাস হোসেন নামে একজন বলেন, দিনরাত যে যার মতো গাড়ি চালাচ্ছে। এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি থামার কথা নয়। কিন্তু যেখানে সেখানে গাড়ি থেমে যায়। পেছন থেকে আরেকটি গাড়ি মেরে দেয়। চার-পাঁচটা গাড়ি একসঙ্গে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। চালকদের অজুহাত : সম্প্রতি কুয়াশায় দুর্ঘটনা বেড়েছে বলে দাবি গাড়িচালকদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইলিশ পরিবহনের এক বাসচালক বলেন, কুয়াশার মধ্যে পথ দেখা যায় না। হঠাৎ একটা গাড়ি থামিয়ে রাখলে দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের করার কিছু থাকে না। আমরা তো ইচ্ছা করে দুর্ঘটনা ঘটাই না। হুমায়ন আহমেদ নামে আরেক বাসচালক বলেন, মূলত বেশি দুর্ঘটনা ঘটে যারা এ রোডে নতুন আসে তাদের জন্য। অনেকে ঘুরতে এসে বেপরোয়া গাড়ি চালায়। তাদের বাঁচাতে গিয়ে আমরা দুর্ঘটনায় পড়ি। এদিকে যে কোনো দুর্ঘটনার পর উদ্ধার কাজে আসে ফায়ার সার্ভিস। তাদের দাবি, গতির জন্যই অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে। মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা যখন রেসকিউ করতে যাই তখন দেখি গাড়িগুলো একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। অনেক সময় যন্ত্রের মাধ্যমে কেটে হতাহতদের বের করতে হয়। গতির কারণেই এমন দুর্ঘটনা ঘটে। আমি মনে করি, ঘন কুয়াশায় নিয়ন্ত্রিতভাবে গাড়ি চালাতে হবে। সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মামলা দিয়েও যাচ্ছে না সামলানো : হাইওয়ে পুলিশের তথ্যমতে, চলতি বছর মুন্সিগঞ্জ অংশে শৃঙ্খলাভঙ্গে সড়ক পরিবহন আইনে করা হয়েছে ২ হাজার ৪৬৯টি মামলা। এরমধ্যে জানুয়ারিতে ১৪৫টি, ফেব্রুয়ারিতে ১৩০টি, মার্চে ১২৫, এপ্রিলে ৩৩৮, মে'তে ৩৩০, জুনে ৩৫২, জুলাইয়ে ২০৯, সেপ্টেম্বরে ৫৫, অক্টোবরে ২১৫, নভেম্বরে ১৫৮ এবং ডিসেম্বরের ৩০ তারিখ পর্যন্ত ৪১১টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে আগস্ট মাসে নথি হারিয়ে যাওয়ায় মামলার তথ্য দিতে পারেনি পুলিশ। হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল কাদের জিলানী বলেন, প্রতি মাসে মামলা দেওয়া হচ্ছে। প্রথম বিবেচনায় অতিরিক্ত গতি, দ্বিতীয়ত ফিটনেস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স চেক করি। চালকদের অসচেতনতার পাশাপাশি যাত্রীরাও অনেক সময় বাধ্য করে যানবাহন যেখানে সেখানে থামাতে। আমরা মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ করেছি, পরিবহন সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সমন্বয় করছি দুর্ঘটনা কমিয়ে আনতে। তবে আইনের বাস্তবায়নের জন্য চালক-যাত্রীদের সচেতনতা প্রয়োজন। নির্ধারিত গতি ও শীতে কুয়াশার সময় ফগলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চালাতে হবে।

অপরিবর্তিত থাকছে এলপিজির দর

ঘোষণা করে আসছে বিইআরসি। তবে অভিযোগ রয়েছে কখনই বিইআরসি নির্ধারিত দরে বাজারে এলপি গ্যাস পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে বিইআরসির চেয়ারম্যান বলেন, আমরা বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও ভোক্তা অধিদফতরকে চিঠি দিয়ে অবহিত করি। তারা যেনো বাজার মনিটরিং জোরদার করেন। বাজার মনিটরিং আরও জোরদার করা হবে।

সরকারের আশ্বাস অনুযায়ী সময়ে

প্রতারণার বিষয় থেকে থাকে, আমি তাদের অনুরোধ করবো বাস্তবতায় আসুন। তাহলে বুঝতে পারবেন, কোন কাজটা আগে করতে হবে, কোন কাজটা জরুরি। এই জিনিসটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' তিনি বলেন, 'সাংবাদিক ও মিডিয়া যেমন দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারো, ঠিক তেমনি দেশবিরোধী ভূমিকাও কখনও কখনও তারা পালন করে। এ দেশে সাংবাদিকদের যেমন দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে আন্দোলন, সংগ্রাম, লড়াইয়ের, তেমনি কিছু কুলাঙ্গারও আছে। এখনও আছে।' তিনি আরও বলেন, 'চব্বিশের যে মহাপ্রলয়, মহা-পরিবর্তনে ছাত্রজনতার ভূমিকা, সেই ভূমিকা যেমন তুলে ধরতে হবে, তেমনি এটিও তুলে ধরতে হবে, গণতন্ত্র উত্তরণের জন্য আমাদের পথটা কি? গণতন্ত্র উত্তরণের একমাত্র পথ নির্বাচন। শেখ হাসিনা বাহানা করে নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে। সেই তথাকথিত নির্বাচনের প্রশাসক, পুলিশ, ইউএনও, ডিসি, নির্বাচন কমিশন ছিল আওয়ামী লীগের লোকজন। একমাত্র সাংবাদিকরাই নিজেদের অবস্থান থেকে যতটুকু পেরেছে সেটা জাতি, দেশ ও বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে। তারাও নির্যাতিত হয়েছে এই সত্য বলার কারণে। এই পথে এলে সত্যের পক্ষে কাজ করতে হবে।' 'দৈনিক আমার পিরোজপুর'-এর সম্পাদক কে এম সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন লেবার পার্টির চেয়ারম্যান লায়ন ফারুক রহমান, বিএনপির নেত্রী অর্পণা রায়, কৃষক দল নেতা এস কে সাদী, দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম প্রমুখ।

৮ বছর বন্দরে পড়ে আছে মিথ্যা

। পরে আর এসব পণ্য খালাস নেননি আমদানিকারক। এরপর দীর্ঘ আট বছরেও ওই লক খোলার উদ্যোগ নেয়নি কাস্টমস। কেন পণ্য খালাস নেওয়া হচ্ছে না, সেটাও আমদানিকারক কিংবা সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টের কাছে জানতে চায়নি কাস্টমস। কনটেইনারটির কেন খালাস করা হচ্ছে না, সে বিষয়েও তদারক করেনি শিপিং এজেন্ট। চলতি বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন পরিদর্শনে এসে বন্দরের কনটেইনার জট নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এর মধ্যে তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যানকে দীর্ঘদিন থেকে বন্দর অভ্যন্তরে পড়ে থাকা কনটেইনার দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা দেন। না হলে বন্দর চেয়ারম্যানকে এসব কনটেইনার নিলামে তুলতে বলেন। এর পরপরই এনবিআর দীর্ঘদিন ধরে বন্দরে পড়ে থাকা আমদানি করা পণ্য নিলাম ও ধ্বংস কার্যক্রমের লক্ষ্যে পণ্য ইনভেন্টরি করার জন্য টাস্কফোর্স গঠন করে। এনবিআর, কাস্টমস, কাস্টমস গোয়েন্দা এবং এআইআর কর্মকর্তাদের দিয়ে গঠিত টাস্কফোর্স চট্টগ্রাম বন্দরে নিলামযোগ্য পণ্যের কনটেইনারগুলোর পণ্য ইনভেনটরি শুরু করে। এর মধ্যে আট বছর আগে লক করা আমদানিকারক হেনান আনহুই এগ্রো এলসির নামে আসা কনটেইনারটি ইনভেনটরি করতে গিয়ে ঘোষণাবহির্ভূত পণ্য পান। আমদানিকারক ওই চালানটিতে পোল্ট্রি ফিডের ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ঘোষণা দেয়। কিন্তু সোমবার কায়িক পরীক্ষায় কনটেইনারটিতে পাওয়া এলইডি টিভি ও বেনসন সিগারেট। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই চালান লক হওয়ার মাত্র এক সপ্তাহ পরে ২০১৭ সালের ৫ ও ৬ মার্চ অভিযান চালিয়ে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর একই আমদানিকারকের পোল্ট্রি ফিডের ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ঘোষণা দিয়ে আনা ১২টি কনটেইনার আটক করে। এরপর শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করে কনটেইনারগুলোতে বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট, এলইডি টিভি, ফটোকপি মেশিন ও মদ পান কাস্টমস কর্মকর্তারা। ওই ঘটনায় 'হেনান আনহুই এগ্রো এলসি' এবং 'এগ্রো বিডি অ্যান্ড জেপি' নামে দুই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৪০ কোটি পাচারের তথ্য পায় কাস্টমস। কাস্টমস কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠান দুটি 'হেনান আনহুই এগ্রো এলসি' এবং 'এগ্রো বিডি অ্যান্ড জেপি'র মালিক আবদুল মোতালেব নামে এক ব্যক্তি। ২০২১ সালের ২০ জুন তিনি গ্রেফতারও হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে রয়েছে অর্থপাচারের মামলাও।

প্রশ্ন উঠেছে, এত কিছু জানার পরেও সোমবার ইনভেনটরি করার জন্য খোলা কনটেইনারটি নিয়ে কাস্টমসের উদাসীনতা নিয়ে। চট্টগ্রাম কাস্টমস সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী মাহমুদ ইমাম বিলু বলেন, 'বন্দরের কনটেইনার জট কমাতে কাজ করছে কাস্টমস। এরই মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা আমদানিপণ্য ভর্তি কনটেইনারগুলোর পণ্য নিলাম ও ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।' এর মধ্যে আট বছর আগে লক করা একটি চালানে মিথ্যা ঘোষণার পণ্য পাওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'সন্দেহজনক পণ্য থাকার আশঙ্কায় কাস্টমস পণ্যের চালান খালাস প্রক্রিয়া স্থগিত করার জন্য অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড লক করে দেয়। কিন্তু আট বছর ধরে এ লক কেন খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, কিংবা কেন নির্ধারিত সময়ে নিলামের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি সেটি প্রশ্নবিদ্ধ।' শুধু 'হেনান আনহুই এগ্রো এলসি'র নামে আমদানি হওয়া পণ্য নয়, গত ২২ ডিসেম্বর আরেকটি চালান নিলামে তোলার জন্য ইনভেনটরি করতে গেলে পাঁচ বছর আগে আমদানি করা একটি চালানে মিথ্যা ঘোষণার পণ্য পায় কাস্টমস। কাস্টমসের তথ্যমতে, রাজধানীর ঢাকার তোপখানা রোডের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান লোটাস সার্জিক্যাল হুইল চেয়ার ঘোষণায় তিনটি কনটেইনার পণ্য আমদানি করে। কিন্তু দীর্ঘদিন খালাস না নেওয়ায় কাস্টমসের নিলাম টিম গত ২২ ডিসেম্বর ইনভেনটরি করতে গেলে তিনটির মধ্যে দুই কনটেইনারে ইট ও ৩৯টি হুইল চেয়ার পান। অথচ আমদানিকারক ২০১৯ সালের এপ্রিলে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ডে খালাসের জন্য পণ্যের ঘোষণা দেয়। ওই চালানটি চীনের গুয়াংডংয়ের গুয়াংডং সেইলিং ট্রেড গ্রুপ থেকে আমদানির কথা বলা হয়। তবে কাস্টমস কর্মকর্তাদের দাবি, হুইল চেয়ার আমদানির ঘোষণায় আমদানিকারক ইট এনে অর্থপাচার করেছেন। একই ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটেছে গত বছরের ৫ সেপ্টেম্বর। দীর্ঘ নয় মাস বন্দর অভ্যন্তরে পড়ে থাকার পর একটি মদের চালান আটক করে চট্টগ্রাম কাস্টমসের অডিট ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড রিসার্চ (এআইআর) শাখা। এ ঘটনার আগে ৪ সেপ্টেম্বর রাতেই চট্টগ্রাম বন্দরের সিসিটি ইয়ার্ডে ফেব্রিক্স ঘোষণায় শুল্কায়ন হওয়া কনটেইনারটি ফোর্স কিপডাউন করে। এরপর শতভাগ কায়িক পরীক্ষা সম্পন্ন করে এআইআর টিম। বৃহস্পতিবার সকালে কায়িক পরীক্ষা শেষে ২০ ফুটের কনটেইনারটিতে ১ হাজার ১১৪ কার্টনে বিদেশি বিভিন্ন ব্রান্ডের মদ উদ্ধারের বিষয়টি জানানো হয়। এতে ১১ ব্র্যান্ডের ১১ হাজার ৬৭৬ লিটার মদ পাওয়া যায়। ২০২৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর চালানটি ফেব্রিক্স ঘোষণা দিয়ে কাস্টমসের অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে বিল অব এন্ট্রি দাখিল করা হয়। চট্টগ্রাম কাস্টমসের ডেপুটি কমিশনার সাইদুল ইসলাম বলেন, 'কাস্টমসের পক্ষ থেকে সন্দেহজনক পণ্যের চালানটি লক করে দেওয়া হয়েছিল। লক করার কারণে চালানটি খালাস নিতে পারেনি আমদানিকারক। দীর্ঘদিন খালাস না হওয়ায় আমরা এসব পণ্য নিলামে তোলার জন্য ইনভেনটরি শুরু করেছি। এতে মিথ্যা ঘোষণার প্রমাণ পাওয়া যায়।' লক করার পরেও আট বছর পরে ইনভেনটরি করার বিষয়ে তিনি বলেন, 'এটি আগেও ইনভেনটরি করা যেত। তবে কনটেইনারের মালিক প্রতিনিধি শিপিং এজেন্টও কনটেইনারটি খালাসের বিষয়ে কখনো জানতে চাননি। বন্দরকে কনটেইনার জটমুক্ত করতে সবার সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন।' কনটেইনারের জটলা সম্পর্কে বন্দর সচিব ওমর ফারুক বলেন, 'আমদানি পণ্য নিয়ে আসা কনটেইনার চট্টগ্রাম বন্দরে আসার পর নির্ধারিত সময়ে খালাস না হয়ে ৩০ দিন পেরুলেই আমরা কাস্টমসকে রিমুভাল লিস্ট দেই। প্রতি মাসেই রিমুভাল লিস্টগুলো আপডেট হয়। এখন এসব কনটেইনার কেন দীর্ঘদিন পড়ে থাকছে কিংবা কেন তারা পণ্য খালাস কিংবা নিলামের পদক্ষেপ নেন না সেটা কাস্টমস অথরিটি বলতে পারবে।' চট্টগ্রাম কাস্টমসের অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ তফসির উদ্দিন ভুঁঞা বলেন, 'আমদানি করা পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ পণ্য খালাস হয় তার ৫ শতাংশ পণ্যও কাস্টমস শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করতে পারেন না। এ ধরনের জনবল কিংবা লজিস্টিক সাপোর্টও কাস্টমের কাছে নেই। বাকি ৯৫ শতাংশ পণ্য কাস্টমস নিয়ম মেনে খালাস হয়। দুষ্টচক্রের লোকেরা এখানটাতেই সুযোগ নেয়।' তিনি বলেন, 'দুষ্টচক্র কিংবা মিথ্যা ঘোষণায় আমদানি ঠেকাতে কাস্টমসের কয়েকটি উইং রয়েছে। এর মধ্যে রিস্ক ম্যানেজমেন্টের আওতায় মিথ্যা ঘোষণায় পণ্য আমদানি ঠেকানোর কাজ করে এআইআর।' এ কর্মকর্তা আরও বলেন, 'মিথ্যা ঘোষণায় পণ্য আমদানি কিংবা রপ্তানি ঠেকাতে কাস্টমস সব সময় চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করে। এর মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। এখন ৮-১০ বছর আগে আমদানি করা খালাস না হওয়া পণ্যের মধ্যে মিথ্যা ঘোষণায় আনা পণ্য পাওয়া যাচ্ছে। মূলত কাস্টমসের দক্ষতা ও নজরদারির কারণেই আমদানিকারকরা মিথ্যা ঘোষণায় আনা পণ্যগুলো খালাস নিতে পারেনি। এখন কনটেইনারগুলো সরানোর জন্য ইনভেনটরি করতে গেলে মিথ্যা ঘোষণার বিষয়টি ধরা পড়ছে। এসব চক্রে যারা জড়িত তাদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে।'

সুপ্রিম কোর্ট বারের বইমেলা উদ্বোধন

বার ভবন প্রাঙ্গণে বই মেলার আয়োজন শুরু হয়। তিনি তখন সুপ্রিম কোর্ট বার এর সম্পাদক ছিলেন। এই মেলায় আইনের বই ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বই পাওয়া যাবে। সুপ্রিম কোর্ট বার সভাপতি বলেন, আইন পেশা একটি বুদ্ধিভিত্তিক পেশা। এখানে বই অপরিহার্য বিষয়। মেলায় আইনজীবীদের বই সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক হবে। বইমেলায় আইন, আইনের বিভিন্ন নজির, রাজনৈতিক, শিশু-সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে বই স্টলে রাখা হবে। তিনি বলেন, এ উদ্যোগ সুপ্রিম কোর্ট বার এর মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করেছে। সর্বোচ্চ আদালতের আইনজীবীরা মেলায় অনেক উপকৃত হচ্ছেন।

হাসান আরিফের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে

দেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এ দিন মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মসজিদে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তার আত্মার মাগফেরাতের জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। এর আগে ২১ ডিসেম্বর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় প্রিয় প্রাঙ্গণ সুপ্রিম কোর্ট থেকে থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ও সাবেক এটর্নি জেনারেল বিশিষ্ট আইনজীবী এ এফ হাসান আরিফকে শেষ বিদায় জানায় তার দীর্ঘ দিনের সহকর্মী, স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষীগণ। এছাড়াও আরো দু'দফা তার জানাজা হয়। তার সন্তান বিদেশ থেকে আসার পর ২৩ ডিসেম্বর তাকে দাফন করা হয়। গত ৮ আগস্ট গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারে প্রথমে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পেয়েছিলেন হাসান আরিফ। পরে তাকে ভূমি এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ থেকে ২০০৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন উপদেষ্টা ছিলেন। এ এফ হাসান আরিফ তার কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৬৭ সালে ভারতের পশ্চিম বাংলার কলকাতা হাইকোর্ট থেকে। এরপর ১৯৭০ সালে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। এ এফ হাসান আরিফ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আইন উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এর আগে। এর মধ্যে রয়েছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, গ্রামীণফোন বাংলাদেশ। তিনি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ, নির্মাণ সালিস, বাণিজ্যিক সালিস, অর্থ, ব্যাংকিং এবং সিকিউরিটিজ বিষয়, করপোরেট, বাণিজ্যিক ও ট্যাক্সেশন বিষয়, সাংবিধানিক আইন বিষয়, পাবলিক আস্বাদন, আরবিট্রেশন এবং বিকল্প বিরোধ সমাধানের অন্যান্য পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছেন। তিনি ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির কমপ্লেক্সেরও উপদেষ্টা ছিলেন। এ এফ হাসান আরিফ ১৯৪১ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর স্নাতক এবং এলএলবি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

সাত দেশ থেকে আসবে ১৪ লাখ

অয়েল ৮ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন, জেট এ-১: ১ লাখ ৯০ হাজার মেট্রিক টন, মোগ্যাস ৭৫ হাজার মেট্রিক টন, ফার্নেস অয়েল ২ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন এবং মেরিন ফুয়েল ৩০ হাজার মেট্রিক টন ক্রয় করা হবে।

দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৩৬

পারবেন। দাবি আপত্তি জানানোর শেষ সময় ১৭ জানুয়ারি। ইসি জানায়, আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে বাড়ি বাড়ি হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু হতে পারে। সর্বশেষ হালনাগাদ অনুযায়ী, দেশে ভোটার রয়েছে ১২ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার ১৬০ জন।

জনস্বার্থের ব্রত নিয়ে সমাজসেবায়

ক্ষেত্রে বড় মাধ্যম হতে পারে এমন মন্তব্য করে সরকার প্রধান বলেন, অন্যের স্বার্থ বা পরের দুঃখদুর্দশা ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে আমরা আনন্দ পেতে পারি - এমন উপলব্ধি থেকে আমরা সবাইকে সামাজিক ব্যবসায় উৎসাহিত করি। মানুষ আস্তে আস্তে এটা বুঝছে। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে দেখছি। আমি যখন ব্যবসা করব সেটা নিজের স্বার্থে যেমন করব, তেমনি পরের স্বার্থেও ব্যবসা করবো। স্বাস্থ্য, শিক্ষাখাতসহ সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে ঘাটতি বা সমস্যা রয়ে গেছে, আসুন আমরা তার সমাধানে সামাজিক ব্যবসা করি। সমাজসেবা প্রতিটি মানুষের কাজের একটা অংশ উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, সমাজসেবা চাপিয়ে দেয়ার কোন বিষয় না। নিজের স্বার্থ ও পরস্বার্থ দুইটায় মানুষের কাজের অংশ। এটা আমরা দৈনন্দিন জীবনে এমন করে ফেলি যে, আমাদের স্বার্থ একটায় নিজের স্বার্থ। পরস্বার্থটা আস্তে আস্তে মুছে দিতে চাই। আজকে আহ্বান জানাব আমাদের মধ্যে আর একটা যে অংশ আছে, পরের জন্য সেবা এবং পরস্বার্থে কাজ করা এটা যেন ভুলে না যাই। ড. ইউনূস বলেন, সমাজ সেবা প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব আর মন্ত্রণালয়ের কাজ হলো সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া, যেন কেউ ভুলে না যায় এই দায়িত্ব থেকে, দূরে সরে না যায়...আশা করি, এই আহ্বান সবার কাছে পৌঁছে যাবে। তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পরের স্বার্থে কাজ করার প্রবণতা আছে। সেই ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নিজের জন্য কিছু করার তুলনায় পরের কল্যাণে কাজ করায় আনন্দ মেলে বেশি। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ ও জুলাই বিপ্লবের তিন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন।

ব্যানারে হাসিনার ছবি রেখে বই বিতরণ বিএনপি নেতার, বিচার চাইলেন নিজেই

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর চাটখিলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবিসংবলিত ব্যানার দিয়ে বই বিতরণ করেছেন বিএনপি নেতা মো. তাজুল ইসলাম। তিনি নিজেই সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে জড়িতদের বিচার দাবি করেছেন। মুহূর্তের মধ্যে বই বিতরণের ওই ছবি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে (ফেসবুক) ছড়িয়ে পড়ে। এতে মানুষের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইচ্ছে করেই এমনটা করা হয়েছে বলে দাবি করে শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের বিচার দাবি করেন তিনি। গত বুধবার বেলা ১১টা থেকে চাটখিল পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সুন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই বই বিতরণ অনুষ্ঠান করা হয়। তাজুল ইসলাম চাটখিল উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি চাটখিল সরকারি কলেজের ভিপি ছিলেন বলে জানা যায়। দীর্ঘদিন সৌদি আরব থাকার পর তিনি দেশে এসেছেন। বর্তমানে তিনি ইউনিয়ন বিএনপির পদপ্রত্যাশী। জানা যায়, উপজেলার বিদ্যালয়গুলোতে গত বুধবার শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করা হয়। বই উৎসব না হলেও কিছু বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সুন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই বিতরণের আয়োজন করে কর্তৃপক্ষ। বই বিতরণ অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত অতিথিরাও অংশ নেন। গত বুধবার সকালে বিএনপি নেতা তাজুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেন। তারপর সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছাড়েন। ব্যানারে শেখ হাসিনার ছবি থাকায় নেটিজেনরা বিরূপ মন্তব্য করেন। তাৎক্ষণিক আরেকটি পোস্টের মাধ্যমে তাজুল ইসলাম সংশ্লিষ্টদের বিচারের দাবি জানান। যদিও তিনি নিজেই সেখানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বই বিতরণ করছিলেন। তাজুল ইসলাম বলেন, আমার মেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমি গিয়েছি শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর বই বিতরণ করার সময় হলে স্মৃতি রাখার জন্য মেয়ের হাতে বই তুলে দিই এবং সেই ছবি ফেসবুকে পোস্ট করি। আমার ফেসবুকে তখন শেখ হাসিনার ছবি ব্যানারে আছে বলে সবাই মন্তব্য করতে থাকে। আমি ব্যানারটি আগে খেয়াল করিনি। কাউকে বিপাকে ফেলার উদ্দেশ্যে আমি এই ছবি ফেসবুকে ছাড়িনি। ব্যানারে শিক্ষা কর্মকর্তার নাম থাকায় আমি সবার বিচার দাবি করি। তিনি আরও বলেন, আমার পোস্ট দেখে শিক্ষকরা আমার বাসায় আসেন। ফেসবুকের পোস্ট সম্পর্কে জানতে চান। তারপর যখন শিউর হলাম ব্যানারটি পুরাতন তখন পোস্টটি ডিলিট করে দিই। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এখানে কিছু করি নাই। স্মৃতি রাখার জন্য ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় এটি ভাইরাল হয়ে যায়। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাবেয়া আফরোজ বলেন, তাজুল ইসলাম আমাদের শিক্ষার্থীর অভিভাবক। আমরা জানতাম না তিনি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তিনি নিজে ফেসবুকে ছবি ছাড়ায় বিষয়টি সবার নজরে এসেছে। আবার সেই তিনিই আমাদের বিচার দাবি করেছেন। মূলত আমরা গত বছরের ব্যানার দিয়ে অনুষ্ঠান করেছি। যে কারণে এমনটা হয়ে গেছে। আমাদের নতুন বছরের বই বিতরণের জন্য ব্যানার করার কোনও বরাদ্দ বা নির্দেশনা ছিল না। এ বিষয়ে চাটখিল উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. শাহজাহান রানা বলেন, তাজুল ইসলাম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে আমাদের আহ্বায়ক ও আমার কাছে বিচার চেয়েছেন। তারপর বিষয়টি তিনিই আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন। ব্যানারে শেখ হাসিনার ছবি রেখে এভাবে বিএনপির কেউ বই বিতরণ করতে পারেন না। তাজুল ইসলামের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। আমার আহ্বায়ক ওমরাহ করার জন্য দেশের বাইরে আছেন। উনি আসলে আলাপ করে তাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চাটখিল উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. আবদুল হান্নান পাটওয়ারী বলেন, বই বিতরণে কোনও উৎসব বা অনুষ্ঠান করার নির্দেশনা ছিল না। সুন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিগত প্রধানমন্ত্রীর ছবিসহ ব্যানার দিয়ে বই বিতরণ করে। সেই ব্যানারে যে শিক্ষা অফিসারের নাম দেওয়া তিনি মারা গেছেন। তবে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেবো।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য, ম্যুরাল ও মুজিব কিল্লা নির্মাণে দুর্নীতির অনুসন্ধান করবে দুদক

স্টাফ রিপোর্টার : কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে সারা দেশে বঙ্গবন্ধুর অপ্রয়োজনীয় ভাস্কর্য, ম্যুরাল ও মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ও তছরুপ করার অভিযোগ অনুসন্ধান করবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল বৃহস্পতিবার এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, দেশজুড়ে মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকা তছরুপ, অতিরিক্ত বিল দেওয়া, গভীর নলকূপের দুই-তৃতীয়াংশ বিকল ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিগগিরই অনুসন্ধান কর্মকর্তা নিয়োগ করে অনুসন্ধান শুরু করা হবে।

মুন্নী সাহা ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসন্ধান করবে দুদক

স্টাফ রিপোর্টার : সাংবাদিক মুন্নী সাহা ও তার স্বামী কবির হোসেন তাপসের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন। দুদকের এই কর্মকর্তা আরও জানান, সাংবাদিক মুন্নী সাহা ও তার স্বামী কবির হোসেন তাপসের বিরুদ্ধে নিজেদের ব্যাংক হিসাবে ১৩৪ কোটি টাকা লেনদেন করেন। বর্তমানে স্থিতি রয়েছে ১৪ কোটি টাকা। এসব সন্দেহজনক লেনদেন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে কমিশন অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আক্তার হোসেন বলেন, এখন দুদক থেকে তাদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত চাওয়া হবে। এছাড়া নিজস্ব পদ্ধতিতে দুদক অনুসন্ধান চালাবে।

রেলওয়ে ট্র্যাক সংস্কার ও ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণে ৫১৭ কোটি টাকা অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার : বন্যায় সিলেট-ছাতক বাজার সেকশনের ক্ষতিগ্রস্ত মিটারগেজ ট্র্যাক সংস্কার এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেললাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণের পৃথক দুটি প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। এতে মোট ব্যয় হবে ৫১৭ কোটি ২৯ লাখ ৪ হাজার ৩৬৯ টাকা হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৈঠক সূত্রে জানা যায়, বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সিলেট থেকে ছাতক বাজার সেকশন (মিটারগেজ ট্র্যাক) পুনর্বাসন প্রকল্পের ডব্লিউডি-১ প্যাকেজের পূর্ত কাজের ক্রয় প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কমিটি। প্রকল্পের পূর্ত কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে চারটি দরপত্র জমা পড়ে। চারটি দরপত্রই টেকনিক্যালি রেসপনসিভ বিবেচিত হয়। দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসির সুপারিশ করা রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মীর আখতার হোসেন লিমিটেড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এতে মোট ব্যয় হবে ২১৭ কোটি ৩৪ লাখ ৪ হাজার ৩৬৯ টাকা। প্রকল্পটি একনেক থেকে ২০২৩ সালের ১১ এপ্রিল অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। এই প্রকল্পের ব্যয়ের ৮০ শতাংশ মার্কিন ডলার এবং ২০ শতাংশ বাংলাদেশি টাকায় পরিশোধ করা হবে। এ ছাড়া বৈঠকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেললাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ (প্রথম সংশোধিত) প্রকল্পের ডব্লিউডি-৩ প্যাকেজের পূর্ত কাজের ক্রয় প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কমিটি। প্রকল্পের পূর্ত কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে পাঁচটি দরপত্র জমা পড়ে। পাঁচটি দরপত্রই টেকনিক্যালি রেসপনসিভ বিবেচিত হয়। দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসির সুপারিশ করা রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান জিপিটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এতে ব্যয় হবে ২৯৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা।

গাজীপুরে গজারি বনে আগুনের পাশে পড়েছিল যুবকের লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার পলানপাড়া এলাকায় গজারি বন থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। লাশটি আগুনের পাশে পড়েছিল। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে লাশটি উদ্ধার হয়। নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। তার পরনে টি-শার্ট ও লুঙ্গি ছিল। নিহতের বয়স ৩৫ হতে পারে বলে ধারণা পুলিশের। স্থানীয়দের বরাত থেকে পুলিশ জানায়, পলানপাড়া এলাকায় গজারি বনের ভেতর ওই যুবক আগুন পোহাচ্ছিলেন। ময়লার স্তূপে লাগানো আগুনের পাশে বসেছিলেন তিনি। সকালে সেখানেই তাকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয়রা খবর দিলে পুলিশ সদস্যরা এসে লাশটি উদ্ধার করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য সেটি গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। কালিয়াকৈর থানার ওসি রিয়াদ মাহমুদ জানান, নিহতের পরিচয় পাওয়া যায়নি। সেটি সনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

স্ত্রীসহ সাবেক এমপি সোলায়মান জোয়ার্দারের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার (ছেলুন) ও তার স্ত্রী আকতারী জোয়ার্দারের বিরুদ্ধে পৃথক দুই মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে এসব মামলা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার মামলা দায়ের করা হয় বলে জানান দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন। প্রথম মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামি সোলায়মান হক জোয়ার্দার (ছেলুন) চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঘুস ও দুর্নীতির মাধ্যমে ৭ কোটি ৫৫ লাখ ৫২ হাজার ৭৯১ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। এছাড়া ১৫ কোটি ৭১ লাখ ৩৫ হাজার ৫৫৮ টাকা ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর, হস্তান্তর করে ও বিভিন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগের নামে রূপান্তর করে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধ করেছেন। দ্বিতীয় মামলায় আসামি করা হয়েছে সোলায়মান হক জোয়ার্দার ও তার স্ত্রী আকতারী জোয়ার্দারকে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নতুন ৪ প্রসিকিউটর

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য আরও চারজনকে প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগ (জিপি-পিপি শাখা) গত বুধবার তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

সম্পাদকীয়

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আরও আন্তরিক পদক্ষেপ জরুরি

যে হারে সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২৫ সাল নাগাদ সড়ক দুর্ঘটনা বর্তমানের তুলনায় ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার উন্নত বিশ্বের তুলনায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বেশি। এক হিসাবে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতি বছরে ৫ হাজারেরও বেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এসব দুর্ঘটনায় ১ হাজারেরও বেশি লোক প্রাণ হারায় এবং ১০ হাজারেরও বেশি লোক আহত হয়। ২০১৬ সালের বিআরটিএ-র জরিপ মতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি বছর ২৩ হাজার ১৬৬ জন মানুষ নিহত হয়। সড়ক দুর্ঘটনায় গত পাঁচ বছরে (২০২০ থেকে ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত) শতাধিক পরিবার পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা সংগঠন রোড সেফটি ফাউন্ডেশন। তাদের প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, মোটরসাইকেল, অটোরিকশা, প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস ও অ্যাম্বুলেন্সে আরোহী হিসেবে তাদের মৃত্যু হয়েছে। সড়ক মহাসড়কগুলো দিন দিন মৃত্যুফাঁদে পরিণত হচ্ছে। সড়ক- মহাসড়কে এখন চলাচল করা মানেই নিজের জীবনবাজি রেখে চলাচল করা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এআরআই) মতে গত দুই দশকে সড়ক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৫৬ হাজার ৯শত ৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ গত ২০ বছরে প্রতিদিন গড়ে ৮ জনের প্রাণহানি হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনায়। সড়ক দুর্ঘটনা বর্তমানে প্রতিদিনের আরো আট দশটি ঘটনার মতো সাধারণ হয়ে গেছে। এ দুর্ঘটনায় প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে হাজারো তাজা প্রাণ, ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে হাজারো স্বপ্ন। ঘর থেকে বের হয়ে আবার ঘরে ফিরতে পারব কিনা সেখানে রয়েছে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। গাড়িচালকদের বিশৃঙ্খলা এবং নিজেদের প্রতিযোগিতা ও জোরের কাছে নিঃশেষ হয়ে যায় আমাদের মূল্যবান সোনালি জীবন। গাড়ির চালক গণ ভুলে যায় বেশ কিছু মানুষের জীবন কিছু সময়ের জন্য তাদের জিম্মিদারিতে। এমনকি তারা এটাও ভুলে যায় তারা যে একটা সেবার কাজে নিয়োজিত আছে যে তা। অনেকে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে পরিবার ও সমাজের কাছে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে আর নিজেকে মনে করছে অভিশপ্ত। দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটছে কিন্তু কমছে না সড়ক দুর্ঘটনা।সড়ক পথ দিন থেকে দিন হয়ে উঠছে বিপজ্জনক ও আতঙ্কিত। সড়ক-মহাসড়কে কোনোভাবেই শৃঙ্খলা ফিরছে না। ফলে বন্ধ হচ্ছেনা অসংখ্য প্রাণহানির ঘটনা এতে প্রাণ যাচ্ছে একের পর এক মানুষের। এজন্য দরকার সরকার ও জনগণের ইতিবাচক চিন্তা এবং সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার যথোপযুক্ত বাস্তবায়ন। সড়কে শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা যেভাবেই হোক দ্রুত দূর করতে হবে।

> প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে হাজারো তাজা প্রাণ, ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে হাজারো স্বপ্ন। ঘর থেকে বের হয়ে আবার ঘরে ফিরতে পারব কিনা সেখানে রয়েছে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। গাড়িচালকদের বিশৃঙ্খলা এবং নিজেদের প্রতিযোগিতা ও জোরের কাছে নিঃশেষ হয়ে যায় আমাদের মূল্যবান সোনালি জীবন। গাড়ির চালক গণ ভুলে যায় বেশ কিছু মানুষের জীবন কিছু সময়ের জন্য তাদের জিম্মিদারিতে। এমনকি তারা এটাও ভুলে যায় তারা যে একটা সেবার কাজে নিয়োজিত আছে যে তা

বিদ্যুতের অনিয়ম ঠেকাতে কঠোর হোন

আগের সরকার বিদ্যুৎ খাতে আকাশচুম্বী সাফল্যের দাবি করেছে। শতভাগ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় এনেছে। এখন জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে অন্তত ৬০০ কোটি ডলার নয়ছয় হয়েছে। ডলারের বিপরীতে বর্তমান টাকার দর ধরে যা প্রায় ৭২ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ দিতে কমিশন হিসেবে লুটপাট হয়েছে ৩০০ কোটি ডলার। আর বিদ্যুৎকেন্দ্র না চালিয়ে কেন্দ্র ভাড়া ও অতিরিক্ত মুনাফা হিসেবে বেসরকারি খাত নিয়ে গেছে বাড়তি ৩০০ কোটি ডলার। গত রোববার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে ওই শ্বেতপত্র হস্তান্তর করেন শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ওই মাসের শেষ সপ্তাহে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরতে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনে ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত: দুর্নীতির জন্য তৈরি কাঠামো’ শিরোনামের অধ্যায়ে বিদ্যুৎ খাতের লুটপাটের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়, ২০১০ সালে জারি করা হয় সবচেয়ে বিতর্কিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন। দফায় দফায় এটির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে, যার ফলে দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। ২০১০ সালে প্রণীত ও ২০২১ সালে সংশোধিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের ক্ষমতাবলে সরকার অপচয়কে উৎসাহিত করছে এবং এর ফলে একশ্রেণির কোম্পানি অতি মুনাফা লুটে নিচ্ছে। অবশ্য অন্তর্বর্তী সরকার গত ৩০ নভেম্বর অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ওই বিতর্কিত আইনটি বাতিল করেছে। চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বাড়িয়ে অর্থনীতিকে ঝুঁকিতে ফেলেছে আওয়ামী লীগ সরকার। বিদ্যুৎকেন্দ্র থাকলেও জ্বালানির অভাবে তা চালানো যায়নি। এর ফলে সর্বোচ্চ চাহিদার সময়ে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়নি। লোডশেডিংয়ে ভুগেছে সাধারণ মানুষ, শিল্পকারখানা। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। সরকারের ভুল নীতি ও পরিকল্পনার জন্য বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে লুটপাট, অপচয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ জানে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের দাম সবচেয়ে কম। অথচ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এরই মধ্যে জনগণের অর্থ লোপাটের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

আমাদের বিদ্যুৎ খাতে কখনোই শৃঙ্খলা ও জবাবদিহি ছিল না। সাবেক সরকার এর ষোলকলা পূর্ণ করেছে। নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র বসিয়ে রেখে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের একের পর এক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাষ্ট্রের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়ও হতাশাজনক। অপচয়, দুর্নীতি ও জনদুর্ভোগ কমাতে বিদ্যুৎ খাতে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনিয়ম যাতে মাথা চাড়া না দিতে পারে তাই সরকারকে এখন কঠোর হতে হবে।

> বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। সরকারের ভুল নীতি ও পরিকল্পনার জন্য বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে লুটপাট, অপচয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ জানে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের দাম সবচেয়ে কম। অথচ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এরই মধ্যে জনগণের অর্থ লোপাটের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আমাদের বিদ্যুৎ খাতে কখনোই শৃঙ্খলা ও জবাবদিহি ছিল না। সাবেক সরকার এর ষোলকলা পূর্ণ করেছে

পানির নিচে ডেটা সেন্টার

ড. এম. মেসবাহ উদ্দিন সরকার

ডিজিটাল অর্থনীতি ও প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে মানুষের সমস্ত কাজকর্ম আজ প্রযুক্তি, তথ্য, ইন্টারনেট এবং নেটওয়ার্কের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিগত টেক্সট করা থেকে শুরু করে পড়াশোনা, গবেষণা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই এখন নিয়মিত কাজের অন্তর্ভুক্ত, যার পেছনে আছে এইসব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। শুধু ইউটিউবেই প্রতিদিন চার মিলিয়ন বা ৪০ লাখ ঘণ্টার ভিডিও আপলোড করা হয়। প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন (চারশ’ কোটি) মানুষ প্রতিদিন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে। আড়াই মিলিয়ন টেরাবাইট নতুন তথ্য তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন। পুরনো তথ্যের সঙ্গে এই নতুন তথ্য রাখার জন্য প্রয়োজন বিশাল তথ্য ভাণ্ডার বা ডেটা সেন্টার। বিশালাকার জায়গাজুড়ে শত শত সার্ভার নিয়ে তৈরি করা হয় একটি ডেটা সেন্টার। কিন্তু যে হারে তথ্যের সংখ্যা বেড়ে চলছে, এগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করাও ততটা কঠিন হয়ে পড়ছে। সেজন্য ডেটা রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রক্রিয়া সহজতর করে তুলতে মাইক্রোসফট ২০১৮ সালে এক অভিনব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা হয়তো ভবিষ্যতের ডেটা স্টোরেজ সিস্টেমই পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। মাইক্রোসফটের এই পদক্ষেপ যেমন ব্যতিক্রম, তেমনি তাদের সফলতা ডেটা সেন্টারের চিন্তাধারায় অপার সম্ভাবনার মাত্রা যুক্ত করেছে। এটি হচ্ছে ল্যান্ড ডেটা সেন্টারের পরিবর্তে আন্ডারওয়াটার ডেটা সেন্টারের উদ্যোগ। প্রশ্ন আসতে পারে পানির নিচে ডেটা সেন্টারের এই উদ্যোগ কেন? আমরা জানি যেকোনো ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসই ধারাবাহিক ব্যবহারে তাপ উৎপন্ন করে, আর এই সার্ভারগুলো নিরলসভাবে চলতেই থাকে। এতে যে প্রচুর পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ডেটা সেন্টারগুলোতে ভালো রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন পড়ে, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এছাড়া বায়ুতে থাকা অক্সিজেন, ধূলিকণা ইত্যাদিও সার্ভারের জন্য ক্ষতিকর। সেজন্য সার্ভারগুলোকে যদি বদ্ধ পরিবেশে রেখে পানিতে রাখা যায় তাহলে শীতলীকরণের দায়িত্ব পানির উপরেই ছেড়ে দেওয়া যায়। অনেকেটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের মতো, সমুদ্রকে তাপশোষক হিসেবে ব্যবহার করা।

ভূমিতে কোনো ডেটাসেন্টার তৈরি করার জন্য যে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়, তা হলো– ১. কমপক্ষে ২০ একর ফাঁকা ভূমি ২. পর্যাপ্ত পানিসম্পদ ৩. শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিদ্যুৎ এবং ৪. তুলনামূলক কম প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভাবিত এলাকা। সাধারণত: ডাটা সেন্টারগুলো বসতি থেকে দূরে হয়, যা ডেটা ট্রাভেলের (পিং) সময় বাড়িয়ে তোলে। অর্থাৎ, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ডেটা পৌঁছাতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার বসবাস উপকূল থেকে ১২০ মাইলের মধ্যেই। তাই, ডেটা সেন্টারগুলো সমুদ্রে স্থাপন করা যায় তাহলে ডেটা ট্রাভেল টাইম তুলনামূলক কম আসবে। ফলে গেমিং, ব্রাউজিং আরও ভালোভাবে করা সম্ভব। এছাড়া, মাইক্রোসফটের এই ডেটা সেন্টারগুলো এক নাগাড়ে ৫ বছর ফুল-চেকাপ ছাড়াই চলতে সক্ষম এবং পানির নিচ কিংবা সমুদ্রের তলদেশ উপযোগী একটি ক্যাপসুল তৈরিতে সময় লাগবে মাত্র ৯০ দিন (ভূপৃষ্ঠে ডাটা সেন্টার তৈরি করতে সময় লাগে দুই বছর)। ফলে মার্কেটের চাহিদানুযায়ী খুব দ্রুতই এগুলো তৈরি করা যায়। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে- এই ডেটা সেন্টারগুলো নবায়নযোগ্য। ডেটা সেন্টারটির কন্টেইনার ও অভ্যন্তরীণ সরঞ্জাম সবই তৈরি করা হয় পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান দিয়ে। উল্লেখ্য, ভূমিতে অবস্থিত সার্ভারগুলো শীতল করার জন্য যে শক্তি ও অর্থ ব্যয় হয় তা কমানোর জন্য এবং নবায়নযোগ্য শক্তি দিয়ে চলতে সক্ষম কিনা এটি পরীক্ষার জন্যই প্রযুক্তি জায়ান্ট মাইক্রোসফট প্রায় দুই বছর আগে উত্তর স্কটল্যান্ডের অর্কনি আইল্যান্ডে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল।

যেহেতু আগামী দিনে তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ বজায় রাখতে প্রয়োজন পড়বে অধিক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ডাটা সেন্টারের, সেজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে মাইক্রোসফটের পাশাপাশি বিশ্বের বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি মাইক্রোসফট সমুদ্রের ১০০ ফুট নিচে একটি পরীক্ষামূলক (প্রোটোটাইপ) ডাটা সেন্টার তৈরি করেছে। তাদের মতে সমুদ্রের নিচের ডাটা সেন্টারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অনেক সুবিধাজনক। মাইক্রোসফটের এই প্রকল্পের কোড নেম দেওয়া হয়েছে ‘প্রজেক্ট ন্যাটিক’। ২০১৪ সালে মাইক্রোসফটের এক ইভেন্টে, মাইক্রোসফটের দক্ষ প্রকৌশলীরা আন্ডারওয়াটার ডেটা সেন্টারের আইডিয়া তুলে ধরেন এবং মাইক্রোসফটও সেই বছরেই এটি বাস্তবে রূপদানের জন্য নেমে পড়ে। ডেটা সেন্টারটি প্রায় ৪০ ফুট দৈর্ঘ্যরে। এতে রয়েছে ১২টি র‍্যাক এবং সেখানে সর্বমোট ৮৬৪টি সার্ভার রয়েছে। ২০১৮ সালে সার্ভারটি স্থাপন করা হয় সমুদ্রের ১১৭ ফুট তলদেশে এবং ২ বছর সফলভাবে কাজ করার পর ২০২০ সালে এটি পুনরায় উত্তোলন করা হয়। এটি ছিল প্রজেক্ট ন্যাটিকের ফেজ-২ এর পরিচালনা। প্রজেক্ট ন্যাটিক ৩টি ফেজের সমন্বয়ে তৈরি। প্রথম ফেজ শুরু হয় ২০১৫ সালে, ক্যালিফোর্নিয়ার শান্ত পানিতে ডেটা সেন্টারটি ডোবানোর মধ্য দিয়ে। ১০৫ দিন ডুবন্ত অবস্থায় রেখে এর ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতা যাচাই করেন গবেষকরা। যার ফলে আশাবাদী হয়ে ২০১৮-তে ফেজ-২ শুরু করে। ফেজ-২ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্ডারওয়াটার ডেটা সেন্টারের ধারণাটি পরিবেশ ও অর্থনৈতিকভাবে কতটা যুক্তিযুক্ত তা যাচাই করা। ফেজ-২ এর জন্য মাইক্রোসফট ফ্রান্সের ‘নেভাল গ্রুপ’ নামক কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়, যাদের কাজ ছিল সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা ও নবায়নযোগ্য শক্তি নিয়ে কাজ করা। তারাই ডেটা সেন্টারটির জন্য ভেসেল ডিজাইন ও ম্যানুফ্যাকচার করে। ১২ মাস বিদ্যুৎ ব্যয়, আর্দ্রতার মাত্রা, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরীক্ষার পর ২০২০ সালের ৯ জুলাই ডেটা সেন্টারটি আরও বিশ্লেষণ করার জন্য আবার উত্তোলন করা হয়। এর মাঝে ফেজ-২ সম্পন্ন হয়। পরবর্তী ফেজের উদ্দেশ্য ডেটা সেন্টারের স্থায়িত্ব পরীক্ষা করা, যা প্রক্রিয়াধীন।

প্রচলিত নিয়মের বাইরে অর্থাৎ, ল্যান্ড-বেজড ডেটা সেন্টারের পরিবর্তে সমুদ্রের তলদেশে ডেটা সেন্টার স্থাপনের ফলে সামুদ্রিক প্রাণীদের উপর কোনো প্রভাব ফেলে কিনা- এই প্রশ্ন আসতে পারে। উত্তর হচ্ছে- না। বরং বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী ডেটা সেন্টারটির আশপাশে নিজেদের নিরাপদ আবাস্থল তৈরি করে বলে জানায় মাইক্রোসফট। এর সঙ্গে এই ডেটা সেন্টারগুলো কোনো গ্রিন হাউস ইফেক্ট তৈরি করে না, যা ভবিষ্যৎ জলবায়ুর জন্য এক বড় আশার বাণী। বলা যায়, মাইক্রোসফটের এই প্রজেক্ট শুধু প্রযুক্তিগত উপকারই করছে না, উপকৃত হচ্ছে পৃথিবীর পরিবেশ ও জলবায়ু। দুটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা গবেষকরা চিহ্নিত করেছেন, তা হলো : প্রথমত সার্ভারগুলোতে কোনো মানুষের ছোঁয়া না লাগার কারণেও সেগুলো ভালো থেকেছে। দ্বিতীয়ত অক্সিজেনের পরিবর্তে ক্যাপসুলে প্রবাহিত করা হয়েছিল নাইট্রোজেন। মূলত নাইট্রোজেনসমৃদ্ধ পরিবেশের কারণে কনটেইনারের ভেতরের তাপমাত্রা ছিল কম এবং এতে যন্ত্রপাতি বেশির ভাগ সময়ই ঠাণ্ডা থেকেছে, নষ্টও হয়েছে কম। অপরদিকে কনটেইনারের ভেতরে থাকা ৮৫৫টি সার্ভারের মধ্যে বিকল হয়েছে মাত্র আটটি। সাধারণ ডাটা সেন্টারের তুলনায় এই হার অনেক ভালো। অর্থাৎ, পানিতে সার্ভার বিকল হয়ে যাওয়ার হার স্থলভূমির আট ভাগের এক ভাগের সমান। কিন্তু এজন্য ল্যান্ড-বেজড ডেটা সেন্টারগুলোও উধাও হয়ে যাবে এমনটি নয়। কারণ বিশ্বের প্রায় ৫০ শতাংশ জনসংখ্যার বসবাস উপকূলের ১২০ মাইলের আশপাশে হলেও বাকি ৫০ শতাংশের নির্বিঘ্ন সেবা নিশ্চিত করার জন্য ল্যান্ড-বেজড ডেটা সেন্টারের প্রয়োজন। অবশ্য ছোট স্টার্টআপগুলোর জন্য সমুদ্রের চেয়ে ভূমিতে ডেটা সেন্টার করা লাভজনক। চীন ইতোমধ্যে একটি পরীক্ষামূলক ডেটা সেন্টার জুলাইয়ে উদ্বোধন করেছে, যা দেখতে অনেকটা প্রজেক্ট ন্যাটিকের মতোই। পরিশেষে, ইন্টারনেটে ভিডিও স্ট্রিমিং, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ও মেইল আদান প্রদান যাই করি না কেন তার মূল শক্তি হচ্ছে ডাটা সেন্টার। আর এসব সার্ভারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত তাপমাত্রায় সার্ভারগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেক্ষেত্রে সমুদ্রের নিচে ডাটা সেন্টারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা অনেক সহজ হয়। ফলে আলাদা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির দরকার হয় না, এতে বিদ্যুৎ খরচও কমে আসবে। টারবাইন বা জলবিদ্যুতের মাধ্যমেও এই ডাটা সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে ভবিষ্যতে।

> ১২ মাস বিদ্যুৎ ব্যয়, আর্দ্রতার মাত্রা, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরীক্ষার পর ২০২০ সালের ৯ জুলাই ডেটা সেন্টারটি আরও বিশ্লেষণ করার জন্য আবার উত্তোলন করা হয়। এর মাঝে ফেজ-২ সম্পন্ন হয়। পরবর্তী ফেজের উদ্দেশ্য ডেটা সেন্টারের স্থায়িত্ব পরীক্ষা করা, যা প্রক্রিয়াধীন। প্রচলিত নিয়মের বাইরে অর্থাৎ, ল্যান্ড-বেজড ডেটা সেন্টারের পরিবর্তে সমুদ্রের তলদেশে ডেটা সেন্টার স্থাপনের ফলে সামুদ্রিক প্রাণীদের উপর কোনো প্রভাব ফেলে কিনা- এই প্রশ্ন আসতে পারে। উত্তর হচ্ছে- না। বরং বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী ডেটা সেন্টারটির আশপাশে নিজেদের নিরাপদ আবাস্থল তৈরি করে বলে জানায় মাইক্রোসফট। এর সঙ্গে এই ডেটা সেন্টারগুলো কোনো গ্রিন হাউস ইফেক্ট তৈরি করে না, যা ভবিষ্যৎ জলবায়ুর জন্য এক বড় আশার বাণী। বলা যায়, মাইক্রোসফটের এই প্রজেক্ট শুধু প্রযুক্তিগত উপকারই করছে না, উপকৃত হচ্ছে পৃথিবীর পরিবেশ ও জলবায়ু। দুটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা গবেষকরা চিহ্নিত করেছেন, তা হলো : প্রথমত সার্ভারগুলোতে কোনো মানুষের ছোঁয়া না লাগার কারণেও সেগুলো ভালো থেকেছে। দ্বিতীয়ত অক্সিজেনের পরিবর্তে ক্যাপসুলে প্রবাহিত করা হয়েছিল নাইট্রোজেন

ঢাকায় কেমন রাজনৈতিক বিন্যাস চায় দিল্লি

মাসুম খলিলী

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও ক্ষমতার সমীকরণ নিয়ে নয়াদিল্লির নানামুখী সংশ্লিষ্টতা বাংলাদেশে একটি আলোচিত বিষয়। ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর শেখ হাসিনা পালিয়ে যান ভারতে। সেখানে পতিত শাসকদলের অনেক নেতাকর্মী ও হাসিনা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তার আশ্রয় মিলেছে। শেখ হাসিনার আলোচিত ১৩ স্যুটকেসের দেশী-বিদেশী মুদ্রা, মূল্যবান সামগ্রীর গন্তব্যও ছিল প্রতিবেশী দেশটি। ভারতে আশ্রয় নেয়ার পর অল্প ক’দিন নীরব থেকে শেখ হাসিনা অডিও-ভিডিও রেকর্ড ও অনলাইনে সমানে বাংলাদেশ নিয়ে উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক এ সময়ে বাংলাদেশে হাসিনার দেড় দশকের বেশি সময়ের শাসনামলে হত্যা, গুম, জঙ্গি নাটক ও পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ইস্যু এখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় পতিত প্রধানমন্ত্রীকে বিচারের মুখোমুখি করতে দিল্লির কাছে ফেরত চেয়েছে বাংলাদেশ। শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দেয়ার এই চিঠি ঢাকার পক্ষ থেকে পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছে ভারতের পররাষ্ট্র দফতর। এর মধ্যে বাংলাদেশে দৃশ্যমান ঘটনার অন্তরালে ভারতের নানা তৎপরতার খবরও অনেকটা ওপেন-সিক্রেট। সঙ্গত কারণে আলোচনা হচ্ছে, প্রতিবেশী দেশটি বাংলাদেশে রাজনীতির কেমন বিন্যাসে কাজ করছে।

দেড় দশকে পরিবর্তন

ভারতের জনগণ ও রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে এক ধরনের বিভাজন রয়েছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক সামরিক ও গোয়েন্দা নীতি-প্রণেতাদের চাওয়াই দেশটির নীতিপদক্ষেপে রূপ নেয়। ২০০৬ সালের পরবর্তী সময় থেকে ২০২৪-এর আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৮ বছরব্যাপী বাংলাদেশের রাজনীতি ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণে প্রতিবেশী দেশটির এক ধরনের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রতিটি ঘটনায় তার প্রভাব লক্ষ করা গেছে। বিশেষত মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন ও সেখানে বিচারের নামে প্রহসন করে ফরমায়েসি রায়ে রাজনৈতিক নেতাদের ফাঁসি দেয়া, ২১ আগস্ট ও ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায় বিরোধী দলের নেতাদের ফাঁসানো, পিলখানা হত্যাকাণ্ড ও জঙ্গি নাটক, আয়নাঘর ও বিডিআর বিদ্রোহ, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির পেছনে এ প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। এ ধরনের নিয়ন্ত্রক প্রভাবকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক সময়কার প্রধান শঙ্কর চৌধুরী রাডার নিয়ন্ত্রণ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশকে আর কোনো সময় এ রাডারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতে দেয়া হবে না। শঙ্কর চৌধুরীর এ সাক্ষাৎকারের পরের পুরো দশকজুড়ে এর প্রতিফলন দেখা গেছে বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপির মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটকে ক্ষমতায় আনা হয়। বিভিন্ন কূটনৈতিক অংশীদার ও আন্তর্জাতিক পক্ষ ক্ষমতার এ রূপান্তরের সহযোগী হওয়ায় এর অন্তর্নিহিত কারচুপি সেভাবে প্রকাশ্যে আসেনি। এই মেয়াদকাল ছিল বাংলাদেশ-ভারত অধীনতামূলক সম্পর্কের রচনা বা কাঠামো তৈরির সময়কাল। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র দিল্লির চোখে ঢাকাকে দেখার নীতি নেয়ায় বাংলাদেশের প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা কাঠামোতে স্থান করে নেয়া ভারতের জন্য তেমন একটা কঠিন হয়নি। এ কাঠামো তৈরির একটি অংশ ছিল বলে মনে করা হয় পিলখানা হত্যাকাণ্ড বা বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা। এ ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাবাহিনী ঢেলে সাজানো হয়। এ প্রক্রিয়া একটি রূপ পাওয়ার মধ্যে ২০১৪ সালে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন আসে। আগের নির্বাচনে যেখানে একটি বৃহত্তর কূটনৈতিক সমর্থনে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনা সম্ভব হয়, এবার সেখানে সরাসরি ভূমিকা রাখে ভারত। আওয়ামী লীগের গ্রহণযোগ্যতা সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় শেখ হাসিনা ও তার প্রতিবেশী দেশের উপদেষ্টারা বিরোধী পক্ষকে বাইরে রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেয়। এ ছক অনুসারে বিএনপি-জামায়াতসহ বিরোধী পক্ষকে নির্বাচনের বাইরে রাখা হয়। এর আগে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতীয় পক্ষের প্রভাব নিশ্চিত করতে মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে ভারতীয় আধিপত্যবিরোধী হিসেবে পরিচিত রাজনীতিবিদদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় আন্তর্জাতিক মানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কালাকানুন মার্কা আইনে। এই বিচারের মনগড়া রায় তৈরি ও তা এগিয়ে নিতে শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চ তৈরি করে তা দিয়ে রাজনীতির গতিপথ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। একে লক্ষ্য হাসিলের হাতিয়ার করার চেষ্টা হয়। এ সময় তিনটি পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রথমত, ভারতের আধিপত্যের বিরোধিতাকারী বিএনপি ও জামায়াতের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের প্রহসনের বিচার করে দুনিয়া থেকে বিদায় করা। এর মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশটি যাদের রাজনৈতিক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের দুর্বল করা। দ্বিতীয়ত, কথিত জঙ্গি নাটক তৈরি করে এ শক্তিকে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে চাপে ফেলা। তৃতীয়ত, ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন অর্থনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দখলে নিয়ে এ শক্তিকে কাঠামোগতভাবে দুর্বল করা। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা খাতে নিয়ন্ত্রক প্রভাব তৈরিতে এসব প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পদোন্নতি ও পদায়ন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর বাইরে প্রশাসনের ভিত্তিমূলক হিসেবে পরিচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা হয়। ২০২৪ সালের একদলীয় নির্বাচনের পর জনসমর্থনের তোয়াক্কার প্রয়োজন না হওয়ায় এ সময় সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতার মূল সমর্থনকারী প্রতিবেশী দেশকে খুশি করা এবং তাদের চাওয়া পূরণ করা। লক্ষণীয়, এ জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে চীন বাংলাদেশের নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলেও দিল্লির বাধায় তা সীমিত থাকে।

হারানো নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা

আগস্ট বিপ্লব ছিল এক কথায় দেড় দশকের নিবর্তনমূলক ফ্যাসিবাদী শাসন ও ভারতের বাংলাদেশকে ক্রমে গ্রাস করার নীতির বিরুদ্ধে। বিপ্লবের পরে ক্ষমতায় এসে অন্তর্বর্তী সরকার দেড় দশকের রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডকে জবাবদিহির আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে রাষ্ট্র সংস্কারে প্রথমে ছয়টি ও পরে আরো পাঁচটি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও পদক্ষেপের সুপারিশে একাধিক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এসব জরুরি কাঠামোগত পদক্ষেপ ও নীতি গ্রহণের পাশাপাশি ফ্যাসিবাদী শক্তি দেশকে অস্থির করতে যেসব অন্তর্ঘাতমূলক কাজ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে উসকে দিয়ে বাস্তবায়নের অপচেষ্টা করছে; সেগুলো মোকাবেলা করতে হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারকে। হত্যা, গুম, মানবাধিকার হরণ ও গণহত্যার অপরাধগুলো বিচারের আওতায় আনতে ট্রাইব্যুনালে নেয়া হয়েছে। এই বিচার এগিয়ে নিতে আইন কর্মকর্তা ও পরামর্শক নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। স্বৈরাচারের সাজানো প্রশাসন পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করে সরকারের নীতি বাস্তবায়নের উপযোগী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেড় দশকে যেসব কর্মকর্তাকে বঞ্চিত করে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল তাদের মূলধারায় ফেরানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একই সাথে জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তিগুলো নতুন করে পর্যালোচনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এসব পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পতিত স্বৈরাচারী দল আওয়ামী লীগ ও তার মিত্র দলগুলো ময়দান থেকে ছিটকে পড়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির জন্য অনেক অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়ে আইনের মুখোমুখি হয়েছেন। এর সাথে ভারতের যে নিয়ন্ত্রক প্রভাব বাংলাদেশের প্রশাসনে ছিল তা কমতে শুরু করে। তাদের ১৫ বছরের কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে আসায় জনমনে যে বিরূপ অবস্থা ছিল তা আরো তীব্র হতে শুরু করে। ফলে প্রতিবেশী দেশের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের অনেক সদস্য বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। সার্বিকভাবে বাংলাদেশে প্রতিবেশী রাডার নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হতে থাকে। এ অবস্থায় কৌশল হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ করতে প্রথমে পুলিশ-আনসার বিদ্রোহ, পোশাক খাতসহ বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে অস্থিরতা তৈরি এবং সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলার চেষ্টা করা হয়। এসব চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক চাপ প্রয়োগের প্রচেষ্টাও নেয়া হয়। এখন নতুন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভাব বিস্তার করে অন্তর্বর্তী সরকারকে যত দ্রুত সম্ভব বিদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যেসব লক্ষ্য নেয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রধান রাজনৈতিক শক্তিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনটি বিষয়ে সম্মত করার প্রচেষ্টা নেয়া। প্রথমত, ফ্যাসিবাদী শাসনের সময় প্রতিবেশী দেশটির সাথে যেসব অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ট্রানজিট-করিডোরের মতো কৌশলগত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর ধারাবাহিক রক্ষা করতে সম্মত করা, দ্বিতীয়ত, ইসলামী রাজনৈতিক শক্তিকে জোট ও ক্ষমতার অংশীদার না করে যতটা সম্ভব স্বৈরাচারের আমলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, তৃতীয়ত, পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তিকে রাজনৈতিক পরিসরে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া। এর বাইরে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা রি-ওপেন না করা এবং আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারিক প্রক্রিয়াকে ধীর গতি এনে এক পর্যায়ে বন্ধ করা। এ লক্ষ্য সামনে রেখে দ্রুততম সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা এগিয়ে নিতে চাইছেন প্রতিবেশী দেশের নীতিনির্ধারকরা। তারা মনে করছেন, ২০২৫ সালে নির্বাচন করা হলে রাষ্ট্র সংস্কার ও ট্রাইব্যুনালে বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব হবে না।

রাডার বিস্তারে কৌশল

৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পলায়নের পর থেকে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে মৌলিক দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশল গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে । এর মধ্যে দুই ধরনের কৌশল রয়েছে, একটি সফট অ্যাপ্রোচ বা নমনীয় পদ্ধতি আর দ্বিতীয়টি হার্ড অ্যাপ্রোচ বা কঠোর পন্থা। নমনীয় পদ্ধতির অংশ হিসেবে ভারত প্রকাশ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আলোচনাভিত্তিক এবং কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করছে। নানা বৈঠক, কূটনৈতিক তৎপরতা, একাত্তরের ইতিহাস ও নানা বিষয় নিয়ে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে আলোচনা করে আসছে। সে সাথে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সহযোগিতার অংশ হিসেবে পুরনো চুক্তি পুনর্বিবেচনা এবং বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহ প্রকাশ করা হচ্ছে। অন্যদিকে কঠোর পন্থার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে ভারত নানা স্তরে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করছে। এটি তিনটি প্রধান উপায়ে কার্যকর করা হচ্ছে। প্রথমত, প্রোপাগান্ডার অংশ হিসেবে ভারত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া ব্যবহার করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চালাচ্ছে। বিশেষভাবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন নিয়ে ভুয়া অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বৈশ্বিক জনমত বিভ্রান্ত করতে বাংলাদেশ একটি উগ্রপন্থী ইসলামী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হয়ে যাচ্ছে বলে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ চীনের দিকে ঝুঁকছে, যা কুয়াড, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে প্রচার করে যাচ্ছে। একই সাথে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ পাকিস্তানের জন্য সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে পারে। আন্তর্জাতিক চাপের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ইইউ ও কুয়াডভুক্ত এবং অন্যান্য দেশের অ্যাম্বাসি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সামনে নিজেদের লোক দিয়ে বিক্ষোভ করানো হচ্ছে। কঠোর পন্থার অংশ হিসেবে ভারত তার বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্তে সামরিক শক্তি বাড়িয়ে বাংলাদেশের ওপর ভীতি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ ব্যাপকভাবে মোতায়েন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ-সংলগ্ন ইস্টার্ন থিয়েটারে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির অংশ হিসেবে মিসাইলের মতো উন্নত অস্ত্রশস্ত্র মোতায়েন করা হচ্ছে। রাফায়েল জঙ্গিবিমান ও অন্যান্য যুদ্ধবিমান এবং অত্যাধুনিক ড্রোন মোতায়েনের মাধ্যমে সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি এবং এ নিয়ে মিডিয়াতে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। কঠোর পন্থার আরেকটি অংশ গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করা।

> পতিত স্বৈরাচারী দল আওয়ামী লীগ ও তার মিত্র দলগুলো ময়দান থেকে ছিটকে পড়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির জন্য অনেক অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়ে আইনের মুখোমুখি হয়েছেন। এর সাথে ভারতের যে নিয়ন্ত্রক প্রভাব বাংলাদেশের প্রশাসনে ছিল তা কমতে শুরু করে। তাদের ১৫ বছরের কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে আসায় জনমনে যে বিরূপ অবস্থা ছিল তা আরো তীব্র হতে শুরু করে। ফলে প্রতিবেশী দেশের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের অনেক সদস্য বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। সার্বিকভাবে বাংলাদেশে প্রতিবেশী রাডার নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হতে থাকে। এ অবস্থায় কৌশল হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ করতে প্রথমে পুলিশ-আনসার বিদ্রোহ, পোশাক খাতসহ বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে অস্থিরতা তৈরি এবং সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলার চেষ্টা করা হয়। এসব চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক চাপ প্রয়োগের প্রচেষ্টাও নেয়া হয়। এখন নতুন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভাব বিস্তার করে অন্তর্বর্তী সরকারকে যত দ্রুত সম্ভব বিদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যেসব লক্ষ্য নেয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রধান রাজনৈতিক শক্তিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনটি বিষয়ে সম্মত করার প্রচেষ্টা নেয়া। প্রথমত, ফ্যাসিবাদী শাসনের সময় প্রতিবেশী দেশটির সাথে যেসব অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ট্রানজিট-করিডোরের মতো কৌশলগত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর ধারাবাহিক রক্ষা করতে সম্মত করা, দ্বিতীয়ত, ইসলামী রাজনৈতিক শক্তিকে জোট ও ক্ষমতার অংশীদার না করে যতটা সম্ভব স্বৈরাচারের আমলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, তৃতীয়ত, পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তিকে রাজনৈতিক পরিসরে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া। এর বাইরে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা রি-ওপেন না করা এবং আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারিক প্রক্রিয়াকে ধীর গতি এনে এক পর্যায়ে বন্ধ করা। এ লক্ষ্য সামনে রেখে দ্রুততম সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা এগিয়ে নিতে চাইছেন প্রতিবেশী দেশের নীতিনির্ধারকরা

আফগান সীমান্তে সংঘর্ষে ১৯ পাকিস্তানি সৈন্য নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সীমান্তে দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে পাকিস্তানের ১৯ সেনা নিহত হয়েছেন। এতে আফগানিস্তানের তিনজন বেসামরিক নাগরিকও নিহত হয়েছেন। গত শনিবার চীনা সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া এ তথ্য প্রকাশ করেছে। খবরে বলা হয়েছে, সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে চলতি সপ্তাহে আফগানিস্তানের মূল ভূখণ্ডে পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর। এই হামলার পর সীমান্তজুড়ে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠে। উভয় দেশের কর্মকর্তারা বলেছেন, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশ এবং আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমান্ত এলাকায় দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ভারী অস্ত্রের ব্যবহার করেছে। এদিকে, আফগানিস্তান পাকিস্তানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় শনিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এটি পাকিস্তানে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিশোধমূলক প্রতিক্রিয়া হিসেবে চালানো হয়।

আগ্নেয়গিরির ৪০০ ফুট গভীর খাদ থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলো শিশু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : হাওয়াইয়ের একটি জাতীয় উদ্যানে এক শিশু অল্পের জন্য একটি ভয়ংকর দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে। শিশুটি পরিবারের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি কিলাউইয়ার ৪০০ ফুট গভীর খাদ বরাবর ছুটে গিয়েছিল। ঠিক সেসময় তার মা চিৎকার করতে করতে শিশুটিকে টেনে ধরেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বড়দিনে এই ঘটনাটি ঘটে। শিশুটি খাদ থেকে মাত্র এক ফুট দূরে ছিল, যা থেকে পড়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য ছিল। উদ্যানের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তার মা চিৎকার করতে করতে তাকে টেনে ধরেন, এটি ছিল এক মুহূর্তের ব্যবধান। কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে কিলাউইয়া আগ্নেয়গিরির বৃহৎ ক্রেটারের কাছে, যেখানে পরিবারগুলো লাভা প্রবাহ দেখার জন্য জড়ো হয়েছিল। তবে এটি উদ্যানের একটি বন্ধ এলাকা ছিল। উদ্যানের রেঞ্জার জেসিকা ফেরাকানে জানান, এই ঘটনা ভবিষ্যতের দুর্ঘটনা এড়াতে সচেতনতা তৈরিতে সাহায্য করবে বলে আমরা আশা করছি।

বিমান বিধ্বস্তের আগে যে বার্তা দিয়েছিলেন ভেতরে থাকা যাত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ কোরিয়ার মুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী-বাহী বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় সবশেষ ১৭৯ জন নিহতের খবর এসেছে। দুর্ঘটনাকবলিত বিমানটিতে মোট ১৮১ জন আরোহী ছিলেন। এ ঘটনায় দুইজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার স্থানীয় সময় সকাল ৯টার দিকে এমন দুর্ঘটনার আগে বিমানে থাকা এক যাত্রীর শেষ মুহূর্তের বেশকিছু ক্ষুদেবার্তা স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে উঠে এসেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়োনহাপ নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, বার্তাগুলোতে স্পষ্ট, জীবিতদের বাঁচার আশা ক্ষীণ হয়ে আসছিল। বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ এক যাত্রীর আত্মীয় স্থানীয় নিউজ ওয়ানকে বলেন, বিমানে থাকা আমার পরিবারের সদস্যের কাছ থেকে বিমানে ঘটা সমস্যা নিয়ে একটি বার্তা পাই। কিন্তু তারপর থেকে আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। দেখা গেছে, ওই যাত্রী সকাল ৯টায় ক্ষুদেবার্তা পাঠান, 'একটি পাখি বিমানের ডানায় আটকে আছে। আমরা অবতরণ করতে পারছি না।' অপেক্ষমাণ যাত্রীর আত্মীয় বিস্তারিত জানতে চাইলে তিনি এক মিনিট পর উত্তর দেয়, 'এখনই, আমি কি শেষ বার্তাটি রেখে যাব?' এরপর থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সিউল থেকে আল জাজিরার প্রতিবেদক রব ম্যাকব্রাইড বলেন, ল্যান্ডিং গিয়ারে কোনো ত্রুটি ছিল বলে মনে হচ্ছে। গণমাধ্যমে আসা ছবিতে বিমানটিকে পেটের ওপর ভর দিয়ে অবতরণ করতে দেখা গেছে। প্রথমে রানওয়ে বরাবর পিছলে যায়, এরপর বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে। ইয়োনহ-াপ নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, বিমানবন্দরে অবতরণের চেষ্টা করার সময় 'পাখির সংস্পর্শে আসার ফলে ল্যান্ডিং গিয়ারে ত্রুটি দেখা দেওয়ায়' এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার পরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিমান চলাচল বিভাগের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পাখির আঘাতের কারণে এমনটি হতে পারে। তবে এখনো কারণ যাচাই করা হয়নি, তদন্ত চলছে। দক্ষিণ কোরিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট চোই সাং-মোক মুয়ান বিমানবন্দরে উদ্ধার অভিযানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার কর্মীদের একত্রিত করতে হবে।

সিরিয়ায় নির্বাচন আয়োজনে ৪ বছর সময় লাগতে পারে, বললেন শারা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বাশার আল-আসাদের পতনের পর সিরিয়ার ডি ফ্যাক্টো শাসক আল-শারা দেশটিতে নির্বাচন কবে হতে পারে, তা নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে চার বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। গতকাল রোববার সৌদি আরবের সম্প্রচারমাধ্যম আল অ্যারাবিয়াকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে আল-শারা এ কথা বলেন। তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) এর সশস্ত্র শাখা বিলুপ্তির সঙ্গে সিরিয়ার সশস্ত্র বাহিনীকে একীভূত করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। শারা সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সৌদি আরবের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, সিরিয়ার জন্য সৌদি আরব যা করেছে, তার জন্য আমি গর্বিত। সিরিয়ার ভবিষ্যতে সৌদি আরবের বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, সিরিয়ার স্বাধীনতা আগামী ৫০ বছরের জন্য পুরো অঞ্চল এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

মেক্সিকোতে গোপন কবর থেকে উদ্ধার ১৫ লাশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মাদক কারবারি চক্রের সহিংসতায় জর্জরিত মেক্সিকোর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় একটি রাজ্যে গোপন কবর থেকে অন্তত ১৫টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় গভর্নরের বরাত দিয়ে এএফপি গতকাল রোববার এক প্রতিবেদনে তথ্য জানিয়েছে। চিয়াপাস রাজ্যের গভর্নর এডুয়ার্ডো রামিরেজ সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফরম এক্সে গুয়াতেমালার নিকটবর্তী কৃষি অঞ্চল ফ্রেইলেস্কায় স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে পরিচালিত অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। অঞ্চলটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী মাদক চক্রগুলো ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সহিংসতায় জড়িয়ে পড়েছে। রামিরেজ গত শনিবার তার এক্সে জানান, দুর্ভাগ্যবশত, দুটি ব্যক্তিগত জমির গোপন কবরে এখন পর্যন্ত ১৫টি লাশ পাওয়া গেছে। তিনি আরো বলেন, অস্ত্র, যানবাহন ও মাদকদ্রব্যও জব্দ করা হয়েছে এবং চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে ১৫ জনের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে কি না, সে ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি। এএফপির তথ্য অনুসারে, মেক্সিকোর মাদক কারবারি চক্রের সহিংসতা মাদক পাচারের রুট, সীমান্ত ও প্রবেশ বন্দরগুলো বা তার আশপাশে হয়ে থাকে।

জর্জিয়ায় নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ সড়কে হাজারো বিক্ষোভকারী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জর্জিয়ার নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণের মধ্যেই রাজধানী তিবিলিসিতে হাজারো বিক্ষোভকারী প্রতিবাদী মানববন্ধন করেছেন। বিবিসি লিখেছে, ক্ষমতাসীন জর্জিয়ান ড্রিম পার্টির মিত্র সাবেক পেশাদার ফুটবলার মিখাইল কভেলাশভিলি গতকাল রোববার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) জর্জিয়ার যোগদানের আবেদন সরকার স্থগিত করার পর থেকে দেশটিতে রাজনৈতিক সংকট চলছে। এই রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন কভেলাশভিলি। অক্টোবরে দেশটির পার্লামেন্টে নির্বাচনে ১২ বছর ধরে দেশ শাসন করে আসা জর্জিয়ান ড্রিম জয় পায়। তবে কারচুপির অভিযোগ ওঠায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে আর তখন থেকেই রাজধানীর পথে পথে বিক্ষোভ শুরু হয়। জর্জিয়ার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট সালোমে জুরাবিশফিরি গতকাল রোববার পদত্যাগ করতে অস্বীকার করে নিজেকে 'একমাত্র বৈধ প্রেসিডেন্ট' বলে দাবি করেছেন। বাইরে জড়ো হওয়া লোকজনের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি জানান, তিনি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ ছেড়ে যাচ্ছেন কিন্তু উত্তরসূরিকে 'অবৈধ' বলে ঘোষণা করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, "বৈধ প্রেসিডেন্ট বসলেই কেবল এই ভবনটি প্রতীক হয়ে উঠবে।"জর্জিয়ার প্রধান চার বিরোধী দল কভেলাশভিলিকে প্রত্যাখানের পাশপাশি পার্লামেন্ট বয়কট করেছে। ইলেক্টোরাল কলেজ পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া কভেলাশভিলি একমাত্র প্রার্থী ছিলেন। এর আগে জুরাবিশফিরি এই নির্বাচনের নিন্দা জানিয়ে একে 'প্রতারণা' বলে অভিহিত করেছিলেন। এই অচলাবস্থার সমাধান কীভাবে হবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। জর্জিয়ায় সংসদীয় গণতন্ত্র চালু রয়েছে, দেশটিতে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের প্রধান। যখন ২০১৮ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন তিনি জর্জিয়ান ড্রিমের প্রার্থী হয়েই এসেছিলেন।

কিন্তু অক্টোবরের শেষের দিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে দলটির বিজয়কে'রাশিয়ার বিশেষ অভিযান' বলে নিন্দা জানান তিনি। সেই সঙ্গে পার্লামেন্টের বাইরে রাতভর ইইউপন্থি বিক্ষোভকে সমর্থনও করেন। সরকার বলেছে, জুরাবিশফিরি যদি পদ ছাড়ত রাজি না হন, তাহলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। বিবিসি বলছে, গত কয়েক বছর ধরে জর্জিয়ান ড্রিম ক্রমবর্ধমানভাবে কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠেছে। গণমাধ্যম, বিদেশি অর্থায়নপুষ্ট এনজিও এবং এলজিবিটি সম্প্রদায়কে নিশানা করে তারা রাশিয়ার মতো আইন পাস করেছে।

বিবিসির চোখে সিরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার 'আয়নাঘর'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিরিয়ার মানুষদের কাছে ভীতিকর এই জায়গাটিতে অনেককে আটক ও নির্যাতন করা হতো। মাটির নিচে সাবেক সরকারের এই গোপন আস্তানায় প্রবেশ করেন বিবিসি অ্যারাবিক সার্ভিসের সংবাদদাতা ফেরাস কিলানি। এটি এমনই এক জগত, যেখানে বাইরের মানুষ খুব কমই ঢুকতে পেরেছে। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সদর দপ্তরের বেইসমেন্টে এই ভয়ানক জায়গা দেখা যায়। যেটি দেশটির গোপন গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের অংশ, যা কয়েক দশক ধরে নৃশংস নেতৃত্বকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে। পুরু ইস্পাতের দরজা দেওয়া সারিবদ্ধ ছোট ছোট কক্ষ দেখা যায়, যেখানে বন্দিদের রাখা হতো। একটি কক্ষের ভেতর তাকিয়ে দেখা যায়, ঘরটি মাত্র দুই মিটার লম্বা ও এক মিটার চওড়া। ময়লা দেয়ালে গাঢ় দাগ লেগে রয়েছে। দেয়ালের উঁচুতে থাকা ছোট ছোট ঝাঁঝরি দিয়ে যে সামান্য সূর্যের আলো পৌঁছয়, সেটাই এসব কক্ষের একমাত্র আলোর উৎস। এই বদ্ধ কক্ষে বন্দিদের মাসের পর মাস আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতন করা হতো। এগুলোর অবস্থান দামেস্কের কেন্দ্রের কাফর সউসা এলাকার একটি ব্যস্ত রাস্তার ঠিক নিচে, যেখানে নিরাপত্তা সদর দপ্তর অবস্থিত। প্রতিদিন হাজার হাজার সিরীয় এই পথ দিয়ে যাওয়া আসা ক্যার, তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম চালিয়ে যেত। অথচ, তাদের কোনো ধারণাই ছিল না যে মাত্র কয়েক মিটার দূরে তাদের মতো কিছু নাগরিককে আটকে রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে। একটি করিডরে দেখা যায়, ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্টের ছিন্নভিন্ন ছবিগুলো মাটিতে পড়ে আছে। এর সঙ্গে রয়েছে গোয়েন্দা সংস্থার ফাইলের স্তূপ, যেসব নথি লাখো মানুষের কর্মকাণ্ড নজরদারির জন্য ব্যবহৃত হতো। এই স্থানে বন্দিদের সাময়িকভাবে আটকে রাখার পর, তাদের দীর্ঘমেয়াদে আটক রাখতে বন্দিশিবিরে পাঠানো হতো। রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত সাইদনায়া কারাগার, এমনই এক কুখ্যাত বন্দীশিবির। এই স্থাপনাটি সিরিয়ার সাবেক সরকারের পরিচালিত বিশাল নেটওয়ার্কের একটি অংশ। স্বাধীন পর্যবেক্ষণ সংস্থা সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটস (এসএনএইচআর) ২০১১ সালে আসাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরুর পর থেকে গত জুলাই পর্যন্ত ১৫ হাজার ১০২টি মৃত্যুর তথ্য রেকর্ড করেছে, যা দেশটির কারাগারে নির্যাতনের কারণে হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, চলতি বছরের অগাস্ট পর্যন্ত এক লাখ ৩০ হাজারের বেশি মানুষকে আটক বা জোর করে বন্দি করে রাখা হয়। মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে, সাবেক সিরীয় সরকার ভিন্নমত দমন করার জন্য বহু বছর ধরে নির্যাতন ও গুম করত। সংস্থাটির মতে, দেশটির গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কাউকে জবাবদিহি করত না। স্টেট সিকিউরিটি সদর দপ্তর থেকে কয়েক শ মিটার দূরে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরেট নামে আরেকটি গোয়েন্দা সংস্থার অফিস রয়েছে, যা দেশটির গোয়েন্দা সংস্থার নেটওয়ার্কের আরেকটি অংশ। আসাদ সরকারবিরোধীরা অভিযোগ করেছে, এটি এমন একটি সংস্থা, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি বিষয় নজরদারি করত। অফিসের ভেতরে একটি কম্পিউটার সার্ভার রুম পাওয়া যায়। মেঝে ও দেয়াল একদম ঝকঝকে সাদা এবং সারি ধরে কালো ডাটা স্টোরেজ ইউনিটগুলো শান্তভাবে গুঞ্জন করছে। দামেস্কের বেশির ভাগ স্থানে বিদ্যুৎ নেই। তবে এই স্থাপনাটি হয়ত এত গুরুত্বপূর্ণ যে এর নিজস্ব বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে। ডিজিটাল সিস্টেম থাকা সত্ত্বেও সেখানে প্রচুর কাগজের নথিও রয়েছে, যা সবই অক্ষত আছে বলে মনে হচ্ছে। একটি কক্ষের দেয়ালজুড়ে লোহার পুরনো আলমারিতে নথিগুলি ঠেসে রাখা হয়েছে।

বিনোদন

বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন উর্বী

বিনোদন ডেস্ক : বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন মডেল ও অভিনেত্রী প্রিয়ন্তী উর্বী। পারিবারিক আয়োজনে গত শুক্রবার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন তিনি। জানা গেছে, প্রিয়ন্তীর স্বামীর নাম সালমান আহমেদ। বর্তমানে দেশের একটি জাতীয় দৈনিকের বিপণন বিভাগে কর্মরত রয়েছেন তিনি। ফেসবুক এক স্ট্যাটাসে বিয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রিয়ন্তী-সালমান দু'জনেই। গত শুক্রবার গুলশান আজাদ মসজিদে অভিনেত্রীর বিবাহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। বিয়েতে দুই পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রিয়ন্তী উর্বী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে স্নাতক সম্পন্ন করেন। ২০১৯ সালে 'মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ' প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তিনি বিনোদন অঙ্গনে পা রাখেন। এরপর বিজ্ঞাপনচিত্রের মডেল হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন। মাত্র তিন বছরের ক্যারিয়ারে অনেকগুলো বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করেছেন তিনি। পাশাপাশি কাজ করেছেন একাধিক নাটক ও ওয়েব সিরিজে।

নতুন নাটক নিয়ে পর্দায় আসলেন ফারিণ

বিনোদন ডেস্ক : বিয়ের পর খুব সুন্দরভাবেই সংসার ও চাকরিটা করছিলেন রাইসা। তবে সংসারে তার দুই জা মাঝে মধ্যে তাকে নিয়ে নানান ধরনের খারাপ মন্তব্য করে, খোঁচা দিয়ে কথা বলেন। কিন্তু সেসবকে রাইসা একদম পাত্তা দেন না। স্বামী রাকিবের কাছেও রাইসা স্ত্রী হিসেবে প্রিয়। কিন্তু বিপত্তি ঘটে রাইসার সাবেক প্রেমিককে কেন্দ্র করে। সে একদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় রাইসার একটা ভিডিও প্রকাশ করে। আর নিমিষেই বদলে যায় রাইসার চারপাশ। স্বামী-সংসার বাবা-মা সবাইকে তার হারাতে হয়। সবাই তাকে ভুল বোঝে। রাইসা কোনোভাবেই কাউকে বোঝাতে পারে না এটি ভুয়া ভিডিও।

তৃতীয় সিজন নিয়ে আসছে স্কুইড গেম

বিনোদন ডেস্ক : এ বছরের সবচেয়ে প্রত্যাশিত সিরিজগুলোর মধ্যে একটি 'স্কুইড গেম সিজন ২'। গত ২৬ ডিসেম্বর নেটফ্লিক্স-এ মুক্তি পেয়েছে এটি। এরপর থেকেই সিরিজটি রয়েছে আলোচনায়। এর মাঝেই জানা গেল এর তৃতীয় সিজন আসছে। যার কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এরই এর তৃতীয় সিজনের শুটং শুরু হয়েছে। যার একটি ছবিও এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে। দ্বিতীয় সিজন সাজানো হয়েছে ৭ পর্বে। সিরিজটির শেষ ভাগে তৃতীয় সিজন আসার বার্তা রেখেই শেষ করা হয়। এর আগে দ্বিতীয় সিজনের পোস্টারের ট্যাগলাইনও লোখা থাকে, 'খেলা শেষ হবে না'। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে 'স্কুইড গেম'-এর প্রথম সিজন মুক্তি পায়। বিশ্বজুড়ে আলোচনার ঝড় তুলে মুক্তির মাত্র ২৮ দিনে ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ঘণ্টা দেখে দর্শকরা। সে সময় এমিসহ বেশ কিছু পুরস্কারও পেয়েছিল সিরিজটি। তিন বছর পর এলো এর দ্বিতীয় সিজন। প্রথম সিজনের মতো দ্বিতীয় সিজনেও মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা লি জাং জে।

১৭ তলা থেকে ঝাঁপ দিতে চেয়েছিলেন ভাইজান!

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডে চর্চিত বিচ্ছেদগুলির মধ্যে অন্যতম ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও সালমান খানের বিচ্ছেদ। প্রেম শুরু হয়েছিল 'হাম দিল দে চুকে সনম'-এর সেটে। তবে কিছুদিনের মধ্যেই সেই প্রেম ভেঙে যায়। তিক্তভাবেই শেষ হয় দু'জনের সম্পর্ক। সালমানের বিরুদ্ধে ঐশ্বরিয়াকে মারধরেরও অভিযোগ ওঠে। এমনটাও শোনা যায়, রাত তিনটার সময় নাকি ঐশ্বরিয়ার ফ্ল্যাটে গিয়ে ভাঙচুর চালান সালমান। কী ঘটেছিল সেই রাতে? এ নিয়ে পরবর্তীতে এক সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছিলেন খোদ ভাইজান নিজেই। ঘটনার সে সময়ে ঐশ্বরিয়া থাকতেন গোরখ হিল টাওয়ারে। শোনা যায়, মদ্যপ অবস্থায় সেখানেই নাকি পৌঁছে গিয়েছিলেন সালমান খান। ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে তার অশান্তি ছিল চরমে। সালমানও ছিলেন নাছোড়বান্দা। ১৭ তলায় উঠে যেকোনো মূল্যে অভিনেত্রীর রুমে প্রবেশ করতে চান তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘড়িতে তখন রাত তিনটা। বিল্ডিংয়ে পৌঁছেই নাকি ঐশ্বরিয়ার ফ্ল্যাটে ঢোকার জন্য কাকুতিমিনতি করতে থাকেন অভিনেতা। প্রথমে অবশ্য রাজি হননি ঐশ্বরিয়া। এরপরই ১৭ তলা থেকে ঝাঁপ দেওয়ার হুমকি দেন সালমান। শুরু হয় তুমুল হট্টগোল। সেই ঘটনার বহু বছর পর এক সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেন সালমান। স্বীকার করে নেন ঘটনার সত্যতা। তবে অভিনেতা এটাও জানান, যতটুকু ঘটেছে তার চেয়ে একটু বেশিই রটেছে। সালমানের ভাষায়, 'যা রটেছে তা আমি অস্বীকার করছি না। অবশ্যই সেখানে সত্যতা রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা রঙ চড়িয়েও বলা হয়েছে। আমার ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।

সম্পর্কে যদি ঝামেলাই না হয়, তবে সেই সম্পর্কে কোনওদিনই কোনও ভালোবাসা ছিল না। নিজের গাড়ির দরজায় দুমদাম মেরেওছিলাম আমি। পুলিশের তরফেও আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আমি যেন ঐশ্বরিয়ার বাড়ির সামনে না যাই।' নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল সালমান ও ঐশ্বরিয়ার প্রেম। সে সময় সোমি আলির সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন সালমান খান। সঞ্জয় লীলা বনশালি পরিচালিত ছবির সেটে প্রথম দেখাতেই রাই-সুন্দরীর প্রেমে পড়েন অভিনেতা।

পিরিয়ড নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন গোবিন্দার মেয়ে

বিনোদন ডেস্ক : ঋতুস্রাবের ব্যথা নিয়ে নিজের মতামত জানাতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন গোবিন্দাকন্যা টিনা আহুজা। মা সুনীতা আহুজার সঙ্গে যৌথভাবে এক সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন টিনা। সেখানেই পিরিয়ড সংক্রান্ত প্রশ্ন তাকে করা হয়। টিনার বক্তব্য, ঋতুস্রাবের ব্যথা অনেকের ক্ষেত্রেই মানসিক। 'হাউটারফ্লাই' নামের এক সংস্থাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে টিনা বলেন, 'আমি আমার বেশিরভাগ সময় চণ্ডীগড়ে কাটিয়েছি। মুম্বাইর মতো শহরের অনেককে বলতে শুনেছি ক্র্যাম্পস হয়, এই হয়, সেই হয়। এর অর্ধেক তো এমন দলের মধ্যে থেকে হয় যারা এটা নিয়েই সবসসময় কথা বলতে থাকেন, এতে তো যার ব্যথা হয় না তিনিও এগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করে দেন। মানসিকভাবে হতে থাকে এমনটা।' গোবিন্দাকন্যা আরও বলেন, 'পাঞ্জাব বা অন্যান্য ছোট শহরের নারীরা তো জানতেই পারেন না কখন পিরিয়ড হল বা মেনোপজ হয়ে গেল। হয়তো আমার শরীর দেশি। আমার কখনও ব্যথা হয়নি। একেবারে পারফেক্ট ২৮ দিনের সাইকেল। কিন্তু এখানে আমি দেখে সবসময় মেয়েরা এটা নিয়েই কথা বলছে। ঘি খান, এত ডায়েট করার দরকার নেই, রাতে ভালো করে ঘুমান, সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

কার প্রেমে ডুবছেন ইধিকা?

বিনোদন ডেস্ক : প্রথমবারের মতো ঢাকাই চলচ্চিত্রের শীর্ষনায়ক শাকিব খানের সঙ্গে 'প্রিয়তমা' সিনেমা করেই দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন ওপার বাংলার ছোট পর্দার অভিনেত্রী ইধিকা পাল। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। একের পর এক সিনেমায় কাজ করে চলেছেন। ঢালিউডের পর টলিউডে পা দিয়েও সুপারহিট ইধিকা। দেবের সঙ্গে জুটি বেঁধে 'খাদান' সিনেমাও ব্লকবাস্টার এই নায়িকার। ছোট পর্দা থেকে পথ চলা শুরু হয়েছিল ইধিকার। এরপর শাকিবের 'প্রিয়তমা', সবশেষ দেবের 'কিশোরী'। দুই পরিচয়েই জনপ্রিয় অভিনেত্রী। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এতদিন তেমনভাবে কাটাছেঁড়া হয়নি ইধিকার। তবে জনপ্রিয়তা পেতেই তাকে নিয়েও ভক্তমহলে তৈরি হয়েছে নানা কৌতূহল। শোনা যাচ্ছে, টলিপাড়ার খ্যাতনামা ফটোগ্রাফার তথাগত ঘোষের সঙ্গে বেশি সময় কাটাচ্ছেন ইধিকা। সম্প্রতি তারা হিমাচলের ছিটকুলে একসঙ্গে বেড়াতেও গিয়েছিলেন।

নিজের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ নিয়ে যা বললেন স্বাগতা

বিনোদন ডেস্ক : নিজের লিভ টুগেদার প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমে কথা বলেছিলেন অভিনেত্রী ও কণ্ঠশিল্পী জিনাত সানু স্বাগতা। তা অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছে এক ব্যক্তিকে। তাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে তাই আইনী নোটিশ পাঠিয়েছেন মুহম্মদ আরিফুল খবির নামে ওই ব্যক্তি। নোটিশটি এখনও হাতে না পেলেও বিষয়টি নিয়ে নিজের অবস্থান জানিয়েছেন অভিনেত্রী স্বাগতা। গত শনিবার মুহম্মদ আরিফুল খবিরের পক্ষে অভিনেত্রী স্বাগতাকে আইনি নোটিশ পাঠান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুহম্মদ মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী। সেখানে বলা হয়েছে, প্রকাশ্যে ক্ষমা না চাইলে স্বাগতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নোটিশে বলা হয়েছে, 'আপনি (স্বাগতা) হাসান আজাদ নামক একজন ব্যক্তির সঙ্গে লিভ টুগেদার করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন এবং যাহা বিগত ১ (এক) বছর যাবৎ করিয়াছেন তাহাও প্রকাশ্যে স্বীকার করেন। পাশাপাশি লিভ টুগেদার করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। আপনি একজন মুসলমান ধর্মাবলম্বী হওয়ায় আপনার জানা আছে বিবাহের পূর্বে নারী ও পুরুষের মধ্য সহবাস বা লিভ টুগেদার করা সম্পূর্নরূপে হারাম। আপনি উক্ত হারাম বিষয়টি নিজে করিয়া অপরকে করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। যাহার কারণে সমাজে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া সমাজে এক বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হইবে। নোটিশে আরও বলা হয়েছে, 'আপনার উক্তরুপ বিবৃতির কারণে মুসলমান ধর্মাবলম্বীগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত প্রদান করিয়াছে। যেহেতু আমার মোয়াক্কেল একজন ধর্মপ্রান মুসলমান হওয়ার কারণে আমার মোয়াক্কেলের ধর্মীয় অনুভূতিতেও আঘাত লাগিয়াছে। যাহার কারণে সংক্ষুব্ধ হইয়া আপনার প্রতি অত্র নোটিস প্রেরণ করিয়াছে।' নোটিশে জানানো হয়েছে, 'অত্র নোটিস প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে আপনার উক্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করিয়া প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইবেন। তাহা আমার মোয়াক্কেলকে অবহিত করিবেন। অন্যথায় আমার মোয়াক্কেল আপনার ধর্মীয় অনুভূতি আঘাতদানকারী উক্ত বিবৃতির জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। যাহার দায়ভার আপনার উপর বর্তাইবে।' আইনি নোটিশ প্রসঙ্গে স্বাগতা বলেন, 'আমি কাউকে লিভ টুগেদারে উৎসাহ দিইনি। এটা যার যার ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দের ব্যাপার। আমার আগেও অনেকে লিভ টুগেদার করেছেন। আমার কথায় কেউ উৎসাহী হয়ে লিভ টুগেদার করবে বলে আমি মনে করি না। যার অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে, তাকে অনুরোধ করবো, তিনি যেন তার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নিয়ম মেনে চলেন, আমার নিয়ম তাকে মানতে হবে না। আমি কোন বাস্তবতায় কী করেছি, সেটা তিনি বুঝতে পারবেন না।' এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী স্বাগতা বলেছেন, 'আমি আর হাসান এক বছর লিভ টুগেদার করেছি। তারপর দুজন দুজনকে পার্টনার হিসেবে পছন্দ করেছি। আমরা যখন লিভ টুগেদার করেছি, আমাদের দুজনের বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে কোনো সমস্যা ছিল না। এমনকি আমার ভাই-বোনও বলেছে, কেউ যুক্তরাজ্যে থেকে আসলো, তুমি বিয়ে করে ফেললা, এরপর জীবনটা শেষ হয়ে গেল। তার চেয়ে ভালো একসঙ্গে থেকে দেখো, সারাজীবন থাকতে পারবে নাকি। তারপর সিদ্ধান্ত নাও।' অভিনেত্রী আরও বলেছিলেন, 'সমাজও আমাদের বিষয়টা মেনে নিয়েছে। প্রথমে একটু সময় নিয়েছে, কিন্তু পরে বিষয়টা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আমি মনে করি, আমাদের সমাজও পরিবর্তন হচ্ছে। ডিভোর্স নরমালাইজ হচ্ছে, লিভ টুগেদারও নরমালাইজ হবে।' চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি প্রেমিক হাসান আজাদকে বিয়ে করেন জিনাত সানু স্বাগতা। হাসানের জন্ম ও পড়াশোনা যুক্তরাজ্যে। তিনিও সংগীতের সঙ্গে জড়িত।

নিজের খেত থেকে মটরশুটি তুলছেন পাহাড়ি এক নারী। নারাই ছড়ি, রাঙামাটি।

বোরো আবাদে ব্যস্ত হাওরাঞ্চলের কৃষক, শ্রমিক সংকট

স্টাফ রিপোর্টার : নেত্রকোনার ১০ উপজেলার মধ্যে তিনটি হাওরাঞ্চল। এই তিন উপজেলা হলো মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী ও মদন। এ তিনটিতে বর্তমানে পুরোদমে চলছে বছরের প্রধান ফসল বোরো ধানের আবাদ। প্রতিদিনই তীব্র শীত উপেক্ষা করে বোরো আবাদে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষক। তবে শ্রমিক সংকটের কারণে বোরো আবাদ করতে গিয়ে অনেকটা বেগ পেতে হচ্ছে কৃষকদের। অতিরিক্ত টাকা দিয়েও শ্রমিক মিলছে না। এ ছাড়া সার ও বীজসহ সব কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির কারণে চাষাবাদ ব্যয় অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে বলে দাবি কৃষকের। এদিকে, ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে হাওরাঞ্চলে শুরু হয়েছে বোরো আবাদ। চলবে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। কিন্তু শ্রমিক সংকট থাকায় এবার সময়মতো বোরো আবাদ নিয়ে কিছুটা শঙ্কায় রয়েছেন। এ বছর জেলার মোহনগঞ্জে ১৬ হাজার ৯৮০ হেক্টর, খালিয়াজুরীতে ২০ হাজার ২৩০ হেক্টর ও মদন উপজেলায় ১৭ হাজার ৬৩০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। মদন উপজেলার হাওর এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, কৃষকরা বীজতলা থেকে বোরো চারা উত্তোলন করে বস্তায় ভরে ফসলের মাঠে নিয়ে যাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার চারা রোপণের জন্য মই দিয়ে জমির উঁচু নিচু সমান করছেন। অনেকে জমিতে চারা রোপণের জন্য হাল চাষ দিয়ে প্রস্তুত করছেন। ফসলি এসব জমিতে গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে পানি। কোথাও একা আবার কোথাও দলবদ্ধ হয়ে কৃষকদেরকে জমিতে বোরো ধানের চারা রোপণ করতে দেখা গেছে। একই চিত্র হাওরাঞ্চলের অন্য দুই উপজেলা মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরীতেও। মোহনগঞ্জ উপজেলার গাগলাজুর গ্রামের কৃষক হাফিজুর রহমান বলেন, ভালোভাবেই বোরো আবাদ চলছে। তবে সবরকম কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির কারণে গত বছরের তুলনায় এবার চাষাবাদ ব্যয় অনেকটা বাড়ছে। খালিয়াজুরী উপজেলার পুরানহাটি গ্রামের কৃষক শফিকুল ইসলাম বলেন, আমাদের এখানে পুরোদমে বোরো আবাদ চলছে। এখানকার বোরো ফসল নির্ভর করে ফসল রক্ষা বাঁধগুলোর ওপর। বাঁধগুলোর সংস্কার কাজ সময়মতো সম্পন্ন হলে আগাম বন্যার কবল থেকে কৃষকদের হাজার হাজার হেক্টর জমির বোরো ধান রক্ষা করা সম্ভব। নাহলে আগাম বন্যা দেখা দিলে ফসলহানির আশঙ্কা থাকে। মদন উপজেলার ফতেপুর গ্রামের কৃষক ফরিদ চৌধুরী বলেন, প্রতি বছর ফসল উৎপাদনের সময় ধানের দাম কমে যায়। এতে উৎপাদন খরচ ওঠাতেই হিমশিম খেতে হয়। ফলে ঋণের বোঝা বাড়ে। এখন আবার শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে। গত বছর যেখানে ছিল ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা, বর্তমানে দিতে হচ্ছে ৮০০ থেকে ১ হাজার। এরপরও শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। এ ছাড়া বিদ্যুতের দাম বাড়ায় প্রতি একর জমিতে সেচের খরচও বেড়েছে। নেত্রকোনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ নূরুজ্জামান বলেন, জেলার ১০টি উপজেলায় এ বছর এক লাখ ৮৫ হাজার ৩২০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু হাওরাঞ্চলে ৪১ হাজার ৭০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হচ্ছে। জেলার ৪৩ হাজার কৃষককে সরকারি প্রণোদনা হিসেবে দুই কেজি করে হাইব্রিড ধান বীজ দেওয়া হয়েছে। এ বছর বোরো আবাদে কৃষকদের তেমন কোনও সমস্যা হচ্ছে না এবং সাময়িক শ্রমিক সংকটের বিষয়টা তেমন প্রভাব ফেলবে না।

ডিমলা শীত বস্ত্র বিতরন

ডিমলা, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর ডিমলায় রংপুরস্থ ডিমলা ছাত্র কল্যান পরিষদের উদ্যোগে ডিমলা টেকনিক্যাল এন্ড বিএমআই কলেজ মাঠে গরিব অসহায় শীতার্থ ২ শতাধিক মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র(কম্বল)বিতরন করা হয়েছে। রংপুরস্থ ডিমলা ছাত্র কল্যান পরিষদের সভাপতি সাগর ইসলামে সভাপতিত্বে বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখে, বিশিষ্ট সমাজসেবক আমিনুজ্জামান গাজী, ডিমলা থানার ওসি ফজলে এলাহী, বিশিষ্ট ঠিকাদার আরিফ উল ইসলাম লিটন, ডিমলা টেকনিক্যাল এন্ড বিএমআই কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল কাদের, ডিমলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মাজহারুল ইসলাম লিটন, রংপুরস্থ ডিমলা ছাত্র কল্যান পরিষদের উপদেষ্টা ও প্রভাষক (বাংলা বিভাগ) রংপুর সরকারী কলেজ রিপন কুমার সরকার, রফিকুল ইসলাম রনি, আশিক উল ইসলাম লেমন, আইয়ুব আলী, আলাউদ্দিন আলাল, স্বপনুজ্জামান স্বপন, তবিবুল ইসলাম তইবুল, মফিজার রহমান, আবুল বাসার আজাদ, রংপুরস্থ ডিমলা ছাত্র কল্যান পরিষদের সাধারন সম্পাদক আশিকুর জামান রাজু, সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আল মাক্সুদ মুগ্ধ প্রমুখ।

চিরিরবন্দরে পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনা সভা

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে ইউনিয়ন বার্ষিক পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন) এর আয়োজনে কর্ম-পরিকল্পনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাতেহা তুজ জোহরা। উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জোহরা সুলতানা শারমিনের সভাপতিত্বে এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ সৌভিক রায়, গেইন এর পুষ্টি বিশেষজ্ঞ নীহার কুমার প্রামাণিক, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মোঃ রেজাউল করিম, পুষ্টি কন্সালটেন্ট সহযোগি মোঃ সিরাজুল ইসলাম প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

দাকোপের অংকিতার জীবন বাঁচাতে সহায়তা কামনা

দাকোপ, খুলনা প্রতিনিধি : উন্নত চিকিৎসার অভাবে ক্রমেই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দাকোপের শিশু অংকিতা মন্ডল। সাড়ে ৪ বছর বয়সি একমাত্র সন্তানকে বাঁচাতে অংকিতার পরিবার বিত্তবানদের কাছে মানবিক সহায়তা চাই। দাকোপ উপজেলা সদর পার চালনা গ্রামের জয় মন্ডল ও রীমা সরকার দম্পতির এক মাত্র শিশু সন্তান অংকিতা মন্ডল। ৫ মাস আগে অংকিতার শরীরে ক্যান্সার ও ব্রেন টিউমার ধরা পড়ে। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্রেন টিউমারের সফল অপারেশন করা হয়। কিন্তু অপারেশনের মাথায় নতুন করে আরো ৩টি টিউমার ধরা পড়ে। এ ছাড়া শরীরে ধরা পড়ে মরনব্যাধী ক্যান্সার। শুরুতে ঢাকার ডেলটা হাসপাতালে কেমো থেরাপী দেওয়া হয়। সহায় সম্বলহীন কাঠ মিস্ত্রি পিতা জয় মন্ডল বর্তমানে অর্থের অভাবে ব্যয় বহুল চিকিৎসা চালাতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় একমাত্র সন্তানের জীবন বাঁচাতে তিনি সমাজের বিত্তবানদের কাছে আর্থিক সহায়তা কামনা করেছেন। এ ব্যাপারে অংকিতার পিতা জয় মন্ডলের ০১৯৫২৬৯৮৭৯৮ এই নাম্বারে যোগাযোগ করা যাবে।

লালমনিরহাটে শীতার্তদের কম্বল বিতরণ

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : লালমনিরহাটে হতদরিদ্র ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে বুরো বাংলাদেশ। আদিতমারী উপজেলার সাপ্টিবাড়ি বিদ্যালয় মাঠে এক হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মাহবুবুর রহমান। এ সময় আদিতমারীর ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার রওজাতুন জান্নাত, বুরো বাংলাদেশ-এর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোস্তাইন বিল্লাহ, সাপ্টিবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হাফিজুল ইসলাম।

মাঠে মাঠে সরিষা হলুদের সমারোহ

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : কালীগঞ্জসহ জেলার ছয় উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলে চলতি মৌসুমে রেকর্ড পরিমাণ জমিতে উন্নত জাতের সরিষা চাষ হয়েছে। বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠজুড়ে এখন হলুদের সমারোহ। বেড়ে ওঠা গাছ আর ফুল দেখে অধিক ফলনের স্বপ্ন বুনছেন কৃষকরা। গত বছর স্থানীয় বাজারে উন্নত জাতের সরিষার চাহিদা ও দাম ভালো পাওয়ায় কৃষকরা এবার সরিষা চাষে অধিক আগ্রহী হয়ে উঠেছে পাশাপাশি ব্যস্ততা বেড়েছে মৌচাষিদের মধু সংগ্রহে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে গত বছরের তুলনায় এ বছর প্রত্যেক সরিষা চাষি অধিক লাভবান হবেন বলে মনে করছেন কৃষি বিভাগ। কালীগঞ্জসহ ঝিনাইদহ ৬ উপজেলায় এবছর সরিষার আবাদ হয়েছে ১২ হাজার ৮০ হেক্টর জমিতে। লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছিল ১৩ হাজার ৬০৬ হেক্টর। উপজেলা কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, এ বছর সদর উপজেলায় ৩৮২৫ হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৩৫৫ মেট্রিক টন। সিংহভাগই কৃষকরা জমিতে উচ্চ ফলনশীল বারি সরিষা-১৪ ও টরি-৭ জাতের সরিষা চাষ করেছেন। চলতি মৌসুমের শুরুতে উপজেলা কৃষি বিভাগ অধিক ফলনশীল বারি সরিষা-১৪ ও টরি-৭ জাতের সরিষা চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে। এ দুটি জাতের সরিষা মাত্র ৭০-৭৫ দিনে ঘরে তোলা যায়। প্রতি হেক্টরে বারি সরিষা-১৪ জাত ১.৪১.৬ টন ও টরি-৭ জাতের ফলন হয় ০.৯৫১ টন। সরিষা কেটে ওই জমিতে আবার বোরো আবাদ করা যায়। কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সরিষা লাভজনক একটি ফসল। সরিষা চাষে আর্থিক খরচ ও শ্রম দু'টিই কম লাগে। তাছাড়া গত বছর সরিষার নায্যমূল্য পাওয়ায় এ অঞ্চলের কৃষকরা এবার ব্যাপকভাবে সরিষা চাষ করেছেন। সদর উপজেলার ১৩ নং ফুরসন্ধী ইউনিয়নের জিথড় ভবানিপুর ফসলের মাঠগুলো সরিষা ফুলের হলুদ রঙে অপরুপ শোভা ধারণ করেছে। ইতোমধ্যে কোন কোন জমিতে তাজা সরিষা ফুল, কোন জমিতে ফুল ঝরতে শুরু করেছে, কোন জমির গাছগুলোতে আবার সরিষার দানা বাঁধতে শুরু করেছে। প্রতিটি জমিতেই তরতাজা সবুজ সরিষা গাছ গুলোতে হলুদ ফুলে ফুলে ভরে ওঠায় কৃষকের মুখে হাসি ফুটতে শুরু করেছে। জিথড় ভবানিপুর গ্রামের চাষী আব্দুল লতিফ বলেন, এ বছর ৪ বিঘা জমিতে টরি-৭ জাতের সরিষার আবাদ করেছি। বিঘা প্রতি ৩-৪ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আশা করছি ফলন ভালো হবে। শুরু থেকেই কৃষি অফিস নানা উপকরণসহ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছে। চলতি মৌসুমে তিনি ৮ বিঘা জমিতে বারি সরিষা-১৪ জাতের উচ্চ ফলনশীল সরিষা চাষ করেছেন। যা থেকে তিনি ৮০ মণ সরিষা পাবেন বলে আশা করছেন। বর্তমানে প্রতিমন সরিষা ৩০০০-৩৫০০ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে। তিনি আরও জানান, গত বছর ৮ বিঘা জমিতে খরচ খরচা বাদে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা লাভ হয়েছিলো। গত বছর বৃষ্টিপাতের কারণে সরিষার ফলন কম হয়েছিলো কিন্তু বাজারে দাম ভালো পাওয়ায় কৃষি অফিসের পরামর্শে এবার ১০ বিঘা জমিতে উন্নত জাতের সরিষা আবাদ করেছি। প্রতি বিঘায় খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা। এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে সরিষা উৎপাদন করে তিনি যথেষ্ট লাভবান হতে পারবেন বলে আশাবাদী। এ ব্যাপারে সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. নূর-এ-নবী জানান, প্রতি বছর ভোজ্যতেল আমদানির পেছনে যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় তা কমিয়ে আনতে কৃষকদের সরিষার আবাদ বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি। উন্নতজাতের সরিষা চাষে কৃষকদের মাঝে মাঝে প্রনোদনার মাধ্যমে উপকরণ সহায়তাসহ নানা পরামর্শ, প্রশিক্ষন ও পরিচর্যার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া তেল জাতীয় প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের প্রদর্শনী দেয়া হচ্ছে ফলে কৃষকরা সরিষা চাষের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন আমরা মোট ৩৫০০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সরিষার বীজ ও সার প্রদান করেছি। এবিষয়ে ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্ঠী চন্দ্র রায় জানান, এ জমিতে শুধু সরিষায় নয় কিভাবে বোরো ও আমন ধান চাষের জন্য কি জাত ব্যবহার যায় পাশাপাশি অন্যান্য ফসলও চাষাবাদ করা যায় সে বিষয়ে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তারা কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে আসছে। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে সরিষার আবাদ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং অচিরেই ভোজ্য তেল আমদানি করা বাদেই সরিষা থেকে দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। ঝিনাইদহ ৬ উপজেলায় জেলায় এবছর সরিষার আবাদ হয়েছে ১২ হাজার ৮০ হেক্টর জমিতে।

সড়কের পাশে পরিত্যক্ত জায়গায় শিমের চাষ করা হয়েছে। তাতে ফুটেছে সুন্দর ফুল। সাতানি, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

বড়াইগ্রামে সংসার ফিরে পেতে চায় ফরিদা

বড়াইগ্রাম, নাটোর প্রতিনিধি : বড়াইগ্রামে চাহিদামত মোটা অঙ্কের যৌতুক, নিজের গহনা বিক্রির টাকা এবং বেতনের সমুদয় অর্থ দিয়েও সংসার টেকাতে পারলেন না ফরিদা খাতুন নামে এক এনজিও কর্মী। দ্বিতীয় দফায় আরো চার লাখ টাকা যৌতুক দিতে না পারায় তাকে তালাক দিয়েছেন অর্থলোভী স্বামী আনিসুর রহমান। এ ঘটনায় বিচার পেতে আদালতে মামলা দায়েরের পাশাপাশি স্বামী ও পাঁচ বছরের সংসার ফিরে পেতে দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন ওই গৃহবধূ। গৃহবধু ফরিদা খাতুন সোস্যাশ এডভান্সমেন্ট থ্রু ইউনিটি (সেতু) নামে একটি এনজিওতে এবং আনিসুর রহমান পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে মাঠকর্মী হিসাবে কর্মরত আছেন। জানা যায়, ২০১৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী উপজেলার মেরিগাছা গ্রামের রইসউদ্দিনের ছেলে আনিসুর রহমানের সাথে গোপালপুর ইউনিয়নের নারায়ণপুর গ্রামের শুকুর আলীর মেয়ে ফরিদা খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় ফরিদার বাবা মেয়ে জামাইকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে চাকরী নেয়ার জন্য আড়াই লাখ টাকা যৌতুক দেন। কিন্তু বছর না ঘুরতেই আনিসুর আরো এক লাখ টাকা যৌতুকের দাবি তুলে ফরিদাকে তালাক দেন। পরে পারিবারিকভাবে বসে চাহিদামত এক লাখ টাকা যৌতুক দিয়ে তাদের পুনরায় বিয়ে পড়ানো হয়। এছাড়া সংসারের ঋণ পরিশোধের জন্য ফরিদা খাতুনের আড়াই ভরি ওজনের স্বর্ণের গহনা বিক্রিসহ এনজিওতে চাকরীর বেতনের আরো প্রায় পাঁচ লাখ টাকা নেন আনিসুর। তারপরও ২০২৪ সালের শুরু থেকে আরো চার লাখ টাকা যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে বিভিন্ন সময়ে মারপিট করেন। কিন্তু তা দিতে না পারায় গত ১৪ এপ্রিল ফরিদাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। পরে ০৫ মে আনিসুর তাকে তালাক দেন। এ ঘটনার পর থেকে স্বামীর স্বীকৃতি ও নিজের সংসার ফিরে পেতে বিভিন্ন জনের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন গৃহবধু ফরিদা। এ ব্যাপারে গৃহবধু ফরিদা খাতুন বলেন, আমি শুধু স্বামীর সাথে সংসার করতে চাই, স্বামীর স্বীকৃতিটুকু চাই। আমাকে ভরণপোষণ যতটুকু পারে দিবে, বাঁকিটা আমি নিজেই চালাবো। আপনারা শুধু আমার সংসারটা ফিরিয়ে দেন। আনিসুর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি যৌতুক নেয়া, গহণা বিক্রি ও চাকরীর বেতনের টাকা নেয়ার কথা অস্বীকার করে বলেন, তার সঙ্গে বনিবনা হয় না, সংসার করাও সম্ভব না, তাই তালাক দিয়েছি। বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম বলেন, যেহেতু এ ব্যাপারে আদালতে মামলা চলমান আছে, তাই বিষয়টি সেখানেই সমাধান হবে।

বাঁশুবেতের বোনা চাঁই দিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় কাপ্তাই হ্রদে মাছ ধরছেন এই ব্যক্তি। দীঘলি বাঁক, রাঙামাটি

মান্দায় ফলদ বাগানে সফল চাষি হারুন

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : ছোটবেলা থেকেই কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এক সময় কৃষি কাজ ছেড়ে ফলদ বাগান তৈরির উদ্যোগ নেন। বাড়ির পাশের জমিতেই গড়ে তোলেন পেয়ারার বাগান। সফলও হন। এর পর তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। পেয়ারায় সফলতা পেয়ে বাগানের পরিধি বাড়াতে থাকেন। একে একে চাষ করেন ড্রাগন, মাল্টা, কমলা ও আঙ্গুরের। মাল্টার বাগানে নতুন করে রোপণ করেছেন পেয়ারা ও আম গাছের চারা। বাগানের উত্তরদিকে পলিনেট হাউজে চাষ করছেন বিষমুক্ত সবজির। ফলদ বাগানে সফল এই চাষির নাম হারুন অর রশীদ। তিনি নওগাঁর মান্দা উপজেলার সাহাপুর গ্রামের বাসিন্দা। একমাত্র ছেলে খালেকুজ্জামান রাজীবকেও এই পেশায় দক্ষ করে তুলেছেন। এখন তার বাগানে রয়েছে ড্রাগন, মাল্টা, পেয়ারা ও কমলার গাছ। অন্য বাগানগুলোতে ফল না থাকলেও মাল্টার বাগানে থোকায় থোকায় ঝুলছে মাল্টা। চাষি হারুন অর রশীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কৃষি কাজে তেমন সফলতা পাচ্ছিলেন না এই চাষি। ধান, পাট, গম, সরিষাসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে অধিকাংশ অর্থই ব্যয় হয়ে যেত শ্রমিক ও কীটনাশকে। সেই সঙ্গে ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এক সময় ফসল চাষ বাদ দিয়ে পেয়ারার বাগান তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। শুরুতে বাধা আসলেও পাত্তা দেননি। অল্পদিনেই সফলতা পেয়ে যান। এর পর বাগানের পরিধি বাড়াতে থাকেন। বর্তমানে এই চাষির ৮বিঘা জমিতে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ বাগান। চাষি হারুন অর রশীদ বলেন, বর্তমানে ৩বিঘা জমিতে ড্রাগনের বাগান রয়েছে। শুধু এই বাগান থেকে এ বছর ৮ লাখ ৮২ হাজার টাকার ফল বিক্রি করেছেন। দাম কম না হলে বিক্রির পরিমাণ আরও বেশি হত। এছাড়া ১বিঘা ১৫ কাঠা জমিতে মাল্টা, ২বিঘা জমিতে কমলা ও ১ বিঘা জমিতে পেয়ারার বাগান গড়ে তুলেছেন। অনেক এলাকায় ধর্ণা দিয়ে বাগানের জন্য উন্নতমানের চারা সংগ্রহ করতে হয়। সফল এই চাষি আরও বলেন, 'টেলিভিশন ও ইন্টারন্টের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ফসল উৎপাদনে পলিনেট হাউজের বিষয়ে জানতে পারি। এরপর দফায় দফায় যোগাযোগ করি উপজেলা কৃষি অফিসে। আমার আগ্রহ দেখে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা পলিনেট হাউজ তৈরিতে সহায়তার আশ্বাস দেন। পরবর্তীতে রাজশাহী বিভাগে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৫ কাঠা জমিতে এই পলিনেট হাউজটি তৈরি করে দেয়। শুরুতে মুলা, গাঁজর, ধনিয়া, পালং ও লাল শাকসহ কয়েক ধরনের সবজির চাষ করা হয়েছিল। পলিনেট হাউজটি পরিবেশ বান্ধব। পোকা-মাকড়ের আক্রমণ নেই। তাই এখানে উৎপাদিত সবজিতে কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। এ প্রসঙ্গে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন বলেন, পলিনেট হাউজ উন্নতমানের পলিওয়েল পেপারে আবৃত চাষযোগ্য কৃষি ঘর।

মাকে হারিয়ে শিশুর ঠাঁই হলো পুনর্বাসন কেন্দ্রে

বরিশাল প্রতিবেদক প্রতিনিধি : নিরুদ্দেশ বাবার চার বছরের সন্তান ইব্রাহিম। তার একমাত্র আশ্রয়স্থল গর্ভধারীনি মাকে হারিয়ে শীতের রাতে বরিশাল নগরীর বেলসপার্কের ফুটপাতে পাতলা পোশাকে শুয়ে কাঁপছিলো। এমন দৃশ্য গত শুক্রবার দিবাগত রাতে দেখতে পান এক যুবক। তাৎক্ষনিক ওই যুবক বিষয়টি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ পারভেজকে অবহিত করেন। রাতেই শিশুটিকে উদ্ধার করেন ওই কর্মকর্তা। পরবর্তীতে সমাজসেবা কার্যালয়ের সমন্বিত পুনর্বাসন কেন্দ্রে শিশু ইব্রাহিমকে ভর্তি করা হয়। এছাড়া ইব্রাহিমের হারিয়ে যাওয়া মা ময়না বেগমকেও খুঁজে বের করা হয় সমাজসেবা কার্যালয়ের পক্ষ থেকে।

ধামইরহাটে হাঁসের খাদ্য বিতরণ

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাটে প্রাণিসম্পদ দপ্তরের আয়োজনে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাঝে হাঁসের দানাদার খাবার বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর চত্বরে এই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার ওয়াজেদ আলী, মৎস্য কর্মকর্তা আইয়ুব হোসেন, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. রিপন রেজা প্রমুখ।

উপজেলা প্রেসক্লাবের কমিটি গঠন

হোমনা, কুমিল্লা প্রতিনিধি : কুমিল্লার হোমনা উপজেলা প্রেসক্লাবের ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে মোর্শেদুল ইসলাম শাজু (দৈনিক আমাদের সময়) সভাপতি ও মো. আক্তার হোসেনকে (দৈনিক ভোরের ডাক) পুনরায় সাধারণ সম্পাদক করে গত শনিবার বিকেলে উপজেলা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে এক সাধারণ সভায় এ কমিটি ঘোষণা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষিত কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি মো. ইব্রাহিম খলিল (সম্পাদক ও প্রকাশক ক্রাইম পেট্রোল ২৪ডট কম ও সাবেক সভাপতি হোমনা উপজেলা প্রেসক্লাব), অধ্যাপক মো. শাহ আলম জাহাঙ্গীর (দৈনিক বাংলা এফএম), আবুল বাশার সরকার (দৈনিক রূপসী বাংলা) মো. হানিফ খান (দৈনিক দিনকাল), মো . আলী হোসেন বাবুল (দৈনিক যুগান্তর) ও সৈয়দ আনোয়ার (এশিয়ান টিভি), যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম পলাশ (দৈনিক নয়া দিগন্ত), মকবুল হোসেন (দৈনিক এশিয়া আণী), সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মোরশিদ আলম (দৈনিক আমার বার্তা), দপ্তর সম্পাদক মো. মইনুল ইসলাম মিশুক (দৈনিক বায়ান্ন), অর্থ বিষয়ক সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম (সাপ্তাহিক খোঁজখবর), প্রচার সম্পাদক মো. আসাদুল হক রফিক (হোমনার আলো), সাহিত্য সম্পাদক মো. কাউসার (দৈনিক গণ জাগরণ), সদস্য মো. এরশাদুল আলম।

হিলিতে দাম কমেছে আলু পেঁয়াজ ও আদার

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের হিলিতে কমেছে সব ধরনের সবজির দাম। কেজি প্রতি প্রকারভেদে ২০ থেকে ৫০ টাকা কমেছে। অন্য দিকে আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম কমেছে আলু, পেঁয়াজ ও আদার। হিলি স্থানীয় বাজার ঘুরে বিক্রেতা ও ক্রেতার সাথে কথা বলে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। পটোল কেজি প্রতি ২০ টাকা কমে ৬০ টাকা, বেগুন কেজি প্রতি ৩০ টাকা কমে ৬৫ টাকা, শিম কেজি প্রতি ১৫ টাকা কমে ৫৫ টাকায়, মুলা কেজি প্রতি ১০ টাকা কমে ৩০ টাকা, ফুলকপি প্রকার ভেদে প্রতি পিস ৫-১০ টাকা, বাঁধাকপি এখন ১০ টাকা পিচ হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। অন্য দিকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় পেঁয়াজ প্রতি কেজি ৪০ টাকা, আলু রোমানা ৩৮-৪০ টাকা, ক্যারেজ ৩০-৩৫ টাকা, আদা ১০০ টাকা। কয়েক দিন আগে পেঁয়াজ ৬০-৭০ টাকা আলু ৫৫-৬০ টাকা ও আদা ২০০ টাকা বিক্রি হয়েছে। এছাড়া দেশি টমেটো কেজি প্রতি ৫০ টাকা কমে ৬০ টাকায় এবং করলা কেজি প্রতি ৩০ টাকা কমে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে সরবরাহ বেশি হওয়ার কারণে কমতে শুরু করেছে দাম বলছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা। দাম কমাতে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে সাধারণ ক্রেতাদের মাঝে। হিলি বাজারে কথা হয় সাইফুল ইসলাম এর সাথে বলেন, কয়েক দিন বাজারে সব ধরনের সবজি সহ আলু, পেঁয়াজ ও আদার দাম বৃদ্ধি ছিলো। আজ বাজার করতে এসে দেখি সব কিছুর দাম অনেক কমেছে।

হাতিয়ায় কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

হাতিয়া, নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালী হাতিয়ায় কৃষক মাঠ দিবস পালিত হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে গতকাল রোববার সকালে উপজেলার চরকিং চরকৈলাশ গ্রামে এই দিবস পালন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল বাছেদ সবুজ। বক্তব্য রাখে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা সুবাস চন্দ্র পাল, উপজেলা উদ্ভিদ সংরক্ষন কর্মকর্তা কৃষিবিদ জসিম উদ্দিন, হাতিয়া প্রেসক্লাবের আহবায়ক জি এম ইব্রাহিম, উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা রহমত উল্যা, কৃষক মো: শরিফ মিয়া, কৃষক মো: খানসাব সহ অনেকে। এসময় উপস্থিত ছিলেন হাতিয়ার চরকিং ও চরঈশ্বর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের শতাধিক কৃষক। মাঠ দিবসরে আলোচনা সভায় কৃষকরা মাঠ পর্যায়ে বল সুন্দরী বরই চাষে সফলতা নিয়ে আলোচনা করনে। হাতিয়াতে বল সুন্দী বরই চাষের ১০টি প্রদশর্ণী রয়েছে। এতে কৃষক স্বল্প পুজিতে অধিক লাভবান হচ্ছে বলে জানান তারা।

সুজানগরের খাল ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগর পৌর শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এক সময়ের স্রোতস্বীনি ঐতিহ্যবাহী বান্নাই খাল কচুরিপানা ও ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। সেই সঙ্গে খালটি দিয়ে একদম পানি প্রবাহ বন্ধের উপক্রম হয়ে পড়েছে। পৌরসভার চরভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা আব্দুর রশিদ মাস্টার জানান, ৬০'র দশক থেকে ৭০'র দশক পর্যন্ত বান্নাই খালটি ছিল স্রোতস্বীনি নদীর ন্যায় প্রবাহমান এবং বেশ গভীর। এ সময় পদ্মা নদীর সাথে বান্নাই খালের সংযোগ থাকায় এলাকাবাসী খালটিকে ঘিরে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি সেচ এবং মৎস্য আহরণসহ নানা সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। কিন্তু ৭০'র দশকের শেষের দিকে বালু ও পলি জমে খালটির সাথে পদ্মা নদীর সংযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খালটি তার যৌবন হারিয়ে ফেলে। এর পর কালের পরিক্রমায় এলাকার কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি খালের কিছু অংশ দখল করে বসতি গড়ে তোলায় স্রোতস্বীনি বান্নাই খাল শীর্ণ ডোবায় পরিণত হয়। বান্নাই পাড়ের বাসিন্দা সাবেক পৌর কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন পৌর বাজারের হোটেল ব্যবসায়ীরা প্রতিনিয়ত হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাবার ও অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা উক্ত খালে ফেলে রাখে। তাছাড়া খালটি কচুরিপানায় ঢাকা পড়েছে।

এঁটেল, বেলে ও দোআঁশ মাটির মিশ্রণে তৈরি হয় শৌচালয়ের রিং। গ্রামে কেউ কেউ শৌচালয়ে এই রিং ব্যবহার করে। রিং বানিয়ে রোদে শুকাতে দেওয়া হয়েছে, এরপর পোড়ানো হবে। চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা।

বক্সিং ডে-তে লেস্টার সিটির সাথে জয় পেলো লিভারপুল

স্পোর্টস ডেস্ক : ক্রিসমাসের পরের দিন বক্সিং ডে-তে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে লেস্টার সিটিকে হারাতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি লিভারপুলের। ৩-১ গোলের সহজ জয়ই তুলে নিয়েছে আর্নে স্লটের শিষ্যরা। লিভারপুলের হয়ে কোডি গাকফো, কার্টিস জোনসের পর শেষ গোলটি করেন মোহাম্মদ সালাহ। লেস্টারের হয়ে সান্ত্বনার গোলটি করেন জর্ডান এআও। ১৭ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে বরাবরের মতোই টেবিলের শীর্ষে লিভারপুল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা চেলসির পয়েন্ট অল রেডদের চেয়ে ৭ কম। ব্লুজরা ম্যাচও খেলেছে একটি বেশি। অর্থাৎ লিভারপুল যদি তাদের পরে ম্যাচ জেতে, সেক্ষেত্রে সমান ম্যাচ খেলে পয়েন্ট ব্যবধান ১০ হবে। যার অর্থ হলো- শক্তির পরীক্ষায় অনেকটাই এগিয়ে যাবে লিভারপুল। সামনের পথ চলাও সহজ হবে তাদের জন্য। দলকে জয় এনে দিতে দারুণ ফুরফুরে মেজাজে আছেন সালাহও। পুরো বছরকেই ভিন্ন রকম মনে হচ্ছে তার। শিরোপার আভাও দেখতে পাচ্ছেন লিভারপুলের মিশরীয় তারকা। চলতি মৌসুম শেষ হলে লিভারপুলকে থাকবেন নাকি থাকবেন না , এমন আলাপেও খুব বেশি মনোযোগ দিতে চাচ্ছেন না তিনি। গত বৃহস্পতিবার অ্যানফিল্ডে গোলের সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন সালাহ। লেস্টারের বিপক্ষে গোলটি ছিল লিভারপুলের ঘরের মাঠে মিশরীয় ফরোয়ার্ডের ১০০তম। লেস্টারের বিপক্ষে সহজ জয় ও দুর্দান্ত মাইলফলক ছোঁয়ার পর 'অ্যামাজন প্রাইম'কে সালাহ বলেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দল জেতা। আশা করি আমরা প্রিমিয়ার লিগ জিতবো। এটি দুর্দান্ত। তবে আমরা প্রতিটি খেলায় ফোকাস করি এবং আশা করি আমরা এভাবেই চালিয়ে যাবো। (এ বছর) অন্যরকম লাগছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের নম্র থাকতে হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আশা করি, আমরা প্রিমিয়ার লিগ জিতবো এবং ক্লাবের জন্য এটি এমন কিছু- যা আমি স্বপ্ন দেখেছি।

ঘরের মাঠে পয়েন্ট খোয়ালো চেলসি

স্পোর্টস ডেস্ক : ইনজুরি টাইমের গোলে সর্বনাশ হলো চেলসির। ৪৫ বছর পর স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ফুলহ্যামের কাছে হারলো স্বাগতিকরা। গত বৃহস্পতিবার প্রিমিয়ার লিগে ফুলহ্যামের বদলি খেলোয়াড় রদ্রিগো মুনিজের ৯৫ মিনিটের গোলে ২-১ ব্যবধানে হেরে গেছে চেলসি। ১৯৭৯ সালের পর এটি স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ফুলহ্যামের প্রথম জয় এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকা চেলসির শিরোপা আশায় বড় ধাক্কা। দুই ম্যাচ বেশি খেলে টেবিল টপার

লিভারপুলের থেকে চার পয়েন্ট পিছিয়ে গেলো চেলসি। অথচ ম্যাচের ১৬ মিনিটের মাথায় লিড নিয়েছিল স্বাগতিকরা। কোলে পালমার দুই ডিফেন্ডারকে পাশ কাটিয়ে ইসা ডিওপের পায়ের মধ্য দিয়ে নিচের কর্নারে স্লাইড করে দুর্দান্ত এক গোল করেন। চেলসিকে মনে হচ্ছিল ম্যাচের নিয়ন্ত্রণে। পালমারের আরও দুটি শট লক্ষ্যে ছিল, মার্ক কুকুরেলার ডাইভ দিয়ে করা হেড ফিরিয়ে দেন ফুলহ্যাম গোলরক্ষক বার্নড লেনো। দ্বিতীয়ার্ধে এনজো ফার্নান্দেজের রকেট গতির শটও ফেরান তিনি। কিন্তু ২০১১ সালে সবশেষ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে গোল করা ফুলহ্যাম শেষদিকে এসে ঝলক দেখায়। ৮২তম মিনিটে হ্যারি উইলসন সমতা ফেরান। মুনিজ ইনজুরি টাইমে ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্তে গোল করে দলের পয়েন্ট নিশ্চিত করেন। এই জয়ে ১৮ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ফুলহ্যাম অষ্টম স্থানে। সমান পয়েন্ট নিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি সাত আর অ্যাস্টন ভিলা নয়ে।

মেসি বিশেষ খেলোয়াড় নন, খেলেন ফার্মার্স লিগে বলছেন আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি গোলকিপার

স্পোর্টস ডেস্ক : আর্জেন্টিনার দীর্ঘ শিরোপা খরা ঘুচিয়ে ২০২২ বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। নির্বাচিত হয়েছিলেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ও। তার নেতৃত্বে দুইবার কোপা আমেরিকাও জিতেছে আলবিসেলেস্তেরা। বার্সেলোনার জার্সিতে তো সম্ভাব্য সব শিরোপাই জিতেছেন তিনি। কিন্তু এতকিছুর পরও মেসিকে 'বিশেষ খেলোয়াড়' মনে করেন না তারই স্বদেশী সাবেক গোলকিপার হুগো অরলান্দো গাত্তি। আর্জেন্টিনার ১৯৬৬ বিশ্বকাপ দলের সদস্য তিনি। আর্জেন্টাইন ক্লাব বোকা জুনিয়র্সের কিংবদন্তি গোলকিপার তিনি। কিন্তু সেই তিনি নিজের দেশকে বিশ্বকাপ জেতানো মেসির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তার দাবি, মেসি জাতীয় দলের বিশেষ কোনো খেলোয়াড় নন, এমনকি বার্সায় মেসি জিতেছেন রেফারি ও সতীর্থদের কারণে! আর্জেন্টিনার গণমাধ্যম 'লা নাসিওন'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গাত্তি বলেন, 'আমি যদিও মেসিকে অপছন্দ করি না, কিন্তু তার পথচলা অনেক সহজ ছিল। বার্সেলোনায় রেফারিরা সবসময় তার পক্ষেই বাঁশি বাজাত। তার চারপাশে এমন সব দুর্দান্ত খেলোয়াড়রা ছিল, যারা মূলত তার জন্যই খেলত।' কাতারের শিরোপা জেতার পর ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন দেখছেন মেসি। কিন্তু গাত্তি বলেন, 'মেসি হয়তো বিশ্বকাপে অংশ নেবে, কিন্তু সে জাতীয় দলের জন্য বিশেষ কোনো খেলোয়াড় নয়। কারণ সে এখন যুক্তরাষ্ট্রের ফার্মার্স লিগ (মেজর লিগ সকার)-এ খেলছে। 'মেসির সমালোচনা করে গাত্তি আরও বলেন, '২০২২ বিশ্বকাপে মেসিকে একবারও আঘাত করা হয়নি। অন্যদিকে, ম্যারাডোনাকে প্রায়ই আঘাত করা হতো। তাকে সবসময় ফাউল করা হতো। প্রতিবার মাটিতে পড়ে তিনি আবার উঠে দাঁড়াতেন।

অধিনায়কের লাল কার্ডের পর ম্যানইউর হার

স্পোর্টস ডেস্ক : ব্রুনো ফের্নান্দেস লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লেন । অধিনায়কের সাজার পর ম্যানইউও দেখলো শোচনীয় হার। উলভারহ্যাম্পটনের মাঠে ২-০ গোলে হারলো তারা। বিরতির দুই মিনিট পর দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন ফের্নান্দেস। ৫৮ মিনিটে ম্যাথিউস কুনহা কর্নার থেকে সরাসরি গোল করেন। আট মিনিটের ইনজুরি টাইমে স্নায়ু ধরে রেখে ১০ জনের ম্যানইউর বিপক্ষে লড়ে যায়। কুনহার পাস থেকে হুয়াং হি চ্যান শেষ কিকে গোল করেন। উলভসের নতুন কোচ ভিতর পেরেরা প্রথম হোম ম্যাচে জয়ের স্বাদ পেলেন। আর রুবেন আমোরিমের দল পাঁচ লিগ ম্যাচে চতুর্থ হার দেখলো।

১৮ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৭তম উলভস। ২২ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে ম্যানইউ।

আবারো সুযোগের অপেক্ষায় আলিস

স্পোর্টস ডেস্ক : সদ্য সমাপ্ত এনসিএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন আলিস আল ইসলাম। ঢাকা মেট্রোর হয়ে ১০ ম্যাচে নিয়েছেন ১৪ উইকেট। আসন্ন বিপিএলে আলিস মাঠ মাতাবেন চিটাগাং কিংসের হয়ে। আজ শুক্রবার মিরপুর শের-ই বাংলার মাঠে অনুশীলন শেষে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানেই জানালেন নিজের পরিকল্পনা নিয়ে। আলিস বলেন, 'যখন জাতীয় দলে ডাক পেলাম, এরপরই চোট পাই। প্রায় সাড়ে তিন মাস ছিল। বিপিএল, শ্রীলঙ্কা সিরিজ এমনকি আমাদের প্রিমিয়ার লিগ মিস হয়ে গেছে। আর প্রিমিয়ার লিগের পর তো আমাদের সাধারণত খেলা থাকে না। ফোর ডে এনসিএল আমি খেলিনি। এনসিএল টি-টোয়েন্টি দিয়েই শুরু করি। 'এর আগে অস্ট্রেলিয়া ও ওমান সফরে ছিলাম। দুইটা সফরই ভালো গেছে। অস্ট্রেলিয়ায় দলও ভালো করে, আমিও ভালো করি। ওমান সফরেও সবকিছু ভালো যায়। লাইমলাইটের ব্যাপারটা... খেলা থাকলে অবশ্যই লাইমলাইটে আসা যেত। এনসিএল টি-টোয়েন্টি হয়েছে, ভালো খেলার চেষ্টা করেছি। ফল আপনারা দেখতেই পেয়েছেন।' চোটে পড়ার পর আলিসের সঙ্গে নির্বাচক হান্নান সরকারের নিয়মিত ছিল যোগাযোগ। আলিস বলেন, 'আসলে নির্বাচকদের সঙ্গে সবসময়ই কথাবার্তা হয়। বিশেষ করে হান্নান ভাইয়ের সঙ্গে। তার সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা হয়। ক্রিকেটের বাইরের কথাও হয়। সবকিছু নিয়ন্ত্রণের ভেতরেই আছে। এখন ভালো একটা সুযোগ লাগবে। ভালো পারফর্ম করতে হবে। জাতীয় দল তো সহজ নয়। ''একবার সুযোগ পেয়েছি দেখে বারবার আমার জন্য এটা সহজ হয়ে যাবে এমন নয়। আবার জাতীয় দলে খেলতে হলে আমাকে প্রমাণ করেই আসতে হবে। বিপিএল একটা ভালো মঞ্চ। আবার সুযোগ এসেছে প্রমাণ করার। ইনশাআল্লাহ্? চেষ্টা করব।'

আবারও হোঁচট খেলো ম্যানসিটি

স্পোর্টস ডেস্ক : অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকায়ে যায়। ম্যানচেস্টার সিটির যেন হয়েছে সে অবস্থা। একের পর এক হার আর ড্রয়ে পর্যুদস্ত দলটি পেয়েছিল জয়ে ফেরার সুযোগ। কিন্তু আরলিং হালান্ডের মতো বড় তারকাও মিস করে বসলেন পেনাল্টি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের মাঠে ম্যাচ অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ এভারটনের বিপক্ষে শুরুতে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ১-১ ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে ম্যানচেস্টার সিটিকে। এ নিয়ে লিগে টানা চার ম্যাচে পয়েন্ট খোয়াল বর্তমান

চ্যাম্পিয়নরা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সিটি সর্বশেষ ১৩ ম্যাচের ১২টিতেই মাঠ ছাড়লো জয় ছাড়া। অথচ ইতিহাদে ম্যানসিটি জিততে পারতো ২-১ ব্যবধানে। ম্যাচের ৫১ মিনিটে স্যাভিনিও ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পেয়েছিল সিটি। স্পট কিক থেকেও গোল করতে ব্যর্থ হন হালান্ড। তার বাঁ পায়ের দুর্বল শট রুখে দেন এভারটন গোলকিপার জর্ডান পিকফোর্ড। এর আগে ম্যাচের ১৪তম মিনিটে সিটিকে এগিয়ে দেন বের্নার্দো সিলভা। ৩৬ মিনিটে এই গোল শোধ করেন ইলিমান এনদিয়ায়ে।শেষ পর্যন্ত সিটি পয়েন্ট মিস করে হালান্ডের মিসে। ১৮ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ম্যানসিটির অবস্থান ছয়ে। এভারটন ১৭ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে ১৫ নম্বরে।

আইটি

এবার প্রাণীদের ভাষা অনুবাদ করবে এআই

আইডি ডেস্ক : প্রাণীদের ভাষা মানুষ বুঝতে পারবে, ভেবে দেখুনতো এমনটা হলে কেমন হবে? হ্যা ঠিক এমনি একটি অসম্ভব প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে বিজ্ঞানীরা। ২০২৫ সালের মধ্যে এআই এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে প্রাণীদের ভাষা মানুষের ভাষায় অনুবাদ করার প্রকল্পটি সম্পন্ন হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই গবেষণার অন্যতম অনুপ্রেরণা হচ্ছে কলার-ডলিটল পুরস্কার, যা বিজ্ঞানীদের জন্য অর্ধ-মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে, যারা প্রাণীদের ভাষার কোড তৈরি করতে সক্ষম হবেন তারাই এই পুরস্কারটি পাবেন। প্রাণীদের ভাষার অর্থ বোঝার জন্য বহু গবেষণা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। যেমন, প্রজেক্ট সেটি (সিইটিআই) তিমিদের শব্দ ও যোগাযোগের ধরণ বিশ্লেষণ করছে। কিন্তু প্রাণীদের ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ডেটার অভাব। মানুষের ভাষা বিশ্লেষণের জন্য যেমন ইন্টারনেটে বিশাল পরিমাণ তথ্য পাওয়া যায়, প্রাণীদের ক্ষেত্রে সেরকম ডেটা খুবই সীমিত। উদাহরণস্বরূপ, জিপিটি-৩ তৈরি করতে ৫০০ গিগাবাইট টেক্সট ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ প্রজেক্ট সেটির জন্য তিমিদের মাত্র ৮,০০০ কোডা বা শব্দ পাওয়া গেছে। মানুষের ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের জানা থাকে শব্দের অর্থ এবং গঠন, যা প্রাণীদের ভাষায় নেই। উদাহরণস্বরূপ, একটি নেকড়ের ডাক আরেকটি নেকড়ের ডাকে কী ভিন্নতা রয়েছে, সেটি বোঝা কঠিন। তবুও, এআই প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে বিজ্ঞানীরা এখন প্রাণীদের ভাষার বিশাল ডেটাসেট সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করতে পারছেন। প্রাণীদের ভাষা বিশ্লেষণে স্বল্পমূল্যের রেকর্ডিং ডিভাইস যেমন অডিওমথ (অডিওমথ) ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই ডিভাইসগুলো জঙ্গলে গিবনের ডাক বা বনভূমির পাখিদের গান ২৪ ঘণ্টা ধরে রেকর্ড করতে সক্ষম। এর ফলে গবেষণাগারে আগে যা করা সম্ভব ছিল না, এখন সেটি সহজেই

করা যাচ্ছে। যখন এই ডেটাসেটগুলো সংগ্রহ করা হয়, তখন কনভোলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্কের মতো অ্যালগরিদম হাজার হাজার ঘণ্টার রেকর্ডিং থেকে প্রাণীদের শব্দ শনাক্ত করতে পারে। এআই ক্লাস্টারিং টুলস শব্দগুলোকে তাদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করতে পারে। এই বিশাল ডেটাসেট পাওয়ার ফলে বিজ্ঞানীরা ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে প্রাণীদের শব্দের গোপন গঠন খুঁজে বের করার সুযোগ পাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিমিদের শব্দের ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা তাদের শব্দের মাঝে কোনও গঠনমূলক অর্থ আছে কি না, তা বের করতে পারবেন। প্রাণীদের ভাষা বিশ্লেষণের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, আমরা তাদের শব্দগুলো দিয়ে কী করতে চাই? কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন ইন্টারস্পিসিজ.আইও, স্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে প্রাণীদের ভাষাকে মানুষের ভাষায় অনুবাদ করার। কিন্তু বেশিরভাগ বিজ্ঞানী মনে করেন যে প্রাণীদের ভাষা হয়তো মানুষের মতো গঠিত ভাষা নয়। কলার-ডলিটল পুরস্কার একটি উন্নত লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে, প্রাণীদের ভাষা বোঝা অথবা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

নতুন বছরে যেসব ফোনে সাপোর্ট করবেনা হোয়াটসঅ্যাপ

আইডি ডেস্ক : বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ। আগামী বছরের শুরুতে কিছু ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করা যাবে না। মূলত পুরোনো অপারেটিং সিস্টেম, ফোনের হার্ডওয়্যারের সীমাবদ্ধতা, নতুন ফিচার, নিরাপত্তা আপডেটের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেটা। যে ফোনগুলোতে ওএস ভার্সন কিটক্যাট রয়েছে, তাদের ফোনে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ব্যবহার করা যাবে না হোয়াটসঅ্যাপ। তালিকায় রয়েছে স্যামসাং, এলজি, সোনিসহ কিছু নামি ব্র্যান্ডের ফোন।একনজরে দেখে নেওয়া যাক ফোনের তালিকা-

স্যামসাং : Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

মোটোরোল : Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014

এইচটিসি : One X, One X+, Desire 500, Desire 601

এলজি : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

সনি : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

প্রসঙ্গত, আরও বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি করে তোলার জন্য মাঝে-মধ্যে সমস্ত স্মার্টফোনে আপডেট আসে। এছাড়াও আপডেটে কিছু নতুন ফিচার যুক্ত করা হয়।

ক্লিকবেইট ক্রিয়েটরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে ইউটিউব

আইডি ডেস্ক : ইউটিউবে ভিডিওর হেডলাইন-থাম্বনেলে দারুণ চমক অথচ ভিডিওতে কোনো তথ্যবহুল কিছু নেয় । সাধারণ মানুষকে বোকা বানাতে বিভ্রান্তিকর এমন সব ক্লিকবেইট কনটেন্ট ভারত থেকে মুছে ফেলবে ইউটিউব কর্তৃপক্ষ। সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়, ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশে এই সব কনটেন্টের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী মাস থেকেই ভারতে ইউটিউব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে এইসব ভিডিও। এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ভারতে অনেক কনটেন্ট ক্রিয়েটর চমকপ্রদ হেডলাইন ও থাম্বনেইল ব্যবহার করে দর্শকদের বোকা বানানো হয় । অথচ ভিডিওতে সেই হেডলাইন ও থাম্বনেল সংক্রান্ত কোনও তথ্য থাকে না। যার কারণে দর্শকরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধানে ওই কনটেন্টে ঢুকে হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। এমনভাবে দর্শকদের বোকা বানানো আর মেনে নেবে না সংস্থা। আগামী মাস থেকেই নতুন পলিসি নিয়ে আসবে ইউটিউব। এরপর এই সব বিভ্রান্তিকর সব কনটেন্ট মুছে দেওয়া হবে ইউটিউব থেকে।' ইউটিউব কর্তৃপক্ষ আরও জানান, তাদের উদ্দেশ্য ইউটিউবকে একটি ভরসাযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তুলে ধরা। যাতে ব্যবহারকারীরা এখানে কোনও ভুয়ো ও মিথ্যা তথ্য না ছড়াতে পারে সেদিকে কঠোর নজর রাখবে ইউটিউব। কিছু কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের উদ্দেশ্য শুধু ভিডিওতে ক্লিক করানো ও মানুষকে বোকা বানিয়ে আয় করা। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ ও ট্রেন্ডিং টপিকের ক্ষেত্রেই এই ঘটনা বেশি ঘটে। এক্ষেত্রে নতুন পলিসি চালু করে এই সব কনটেন্ট ইউটিউব প্ল্যাটফর্ম থেকে মুছে দেওয়া হবে।

এবার ইউটিউবে আসছে এআই

আইটি ডেস্ক : বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব। ইউটিউব আয় করার অন্যতম একটি প্ল্যাটফর্ম। বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ ইউটিউবে কনটেন্ট তৈরি করে মাসে হাজার হাজার ডলার আয় করছেন। গুগল সব জায়গায় এআই যুক্ত করলেও তাদের এই ভিডিও স্ট্রিমিং অ্যাপে যুক্ত করেনি। এবার সেই অপেক্ষার অবসান হলো। এবার ইউটিউবে চালু হয়েছে এআই অটো ডাবিং টুল। শিগগির টুলটি সব ব্যবহারকারীরাই পাবেন। দেড় বছর আগে ইউটিউবে এই টুল আনার ঘোষণা গিয়েছিল গুগল। তবে তা বাস্তবায়ন হতে বেশ সময় লেগে গেল সংস্থার। কনটেন্ট ক্রিয়েটররা এখন তাদের ইংরেজি ভাষার ভিডিও ফ্রেঞ্চ, জার্মান, হিন্দি, ইন্দোনেশিয়ান, ইতালীয়, জাপানি, পর্তুগিজ বা স্প্যানিশ ভাষায় ডাব করতে পারেন।

এভাবে অন্যান্য ভাষার ভিডিওতে ইংরেজি ডাবিং থাকতে পারে। প্রক্রিয়াটি হবে স্বয়ংক্রিয়। ব্যবহারকারীকে সিলেক্ট করতে হবে না। ভিডিও লাইভ হওয়ার আগে নির্মাতারা তাদের পূর্বরূপ দেখে নিতে পারবেন। ইউটিউব স্টুডিওর 'ল্যাঙ্গুয়েজেস' বিভাগে এই ডাব করা ভিডিও দেখা যাবে এবং 'অটো ডাবড' লেবেল যুক্ত থাকবে। এই টুলের ঘোষণা দেওয়ার সময় তিনটি ডাবিং ভিডিও শেয়ার করেছে। যেখানে দুটি যথাক্রমে ফরাসি এবং হিন্দি থেকে ইংরেজিতে ডাব করা হয়েছে। অন্যটি একটি ভিডিওতে একাধিক ভাষার ডাবিং অপশন রয়েছে। ইংরেজি অনুবাদগুলো যথাযথ হলেও এটি শুনতে বেশ রোবোটিক ও ভিডিওটি এআই চালিত মনে হয়। ফরাসি ভাষার ডাবিং পরীক্ষা করে অনেকে একই রকম অনুভূতি পেয়েছেন বলেই জানিয়েছেন তারা। ইউটিউব কেবল লোকজনের কথাবার্তার ওপর টুলটি ডাবিং করার নমুনা শেয়ার করেছে। দ্রুত বলা কথাবার্তা বা একাধিক ব্যক্তির একসঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে এআই ডাবিং সমস্যায় পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ইউটিউব জানিয়েছে, এখনো এই টুলটি পুরোপুরি তৈরি হয়নি। ধীরে ধীরে এআই টুল আরও উন্নত হবে। ব্যবহার আরও সহজ হবে বলেই মনে করছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।

পুরুষরা গুগলে যে ৫ জিনিস বেশি সার্চ করে

আইটি ডেস্ক : গুগল সার্চ বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে জনপ্রিয়। অনলাইনে যেকোনো বিষয় অনুসন্ধানের জন্য সবাই গুগল সার্চ ব্যবহার করে থাকেন। গুগল বিলিয়নেরও বেশি ওয়েব পাতার সূচি রাখে যাতে ব্যবহারকারীরা যে তথ্য খুঁজছে তা পায়। তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের এই সময়ে অনেকের কৌতুহলের বিষয়ের সমাধানের অন্যতম মাধ্যম গুগল। হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়, গুগলের অন্ধভক্তের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তা সে স্বাস্থ্য বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা হোক বা ঘর সাজানো। অনেকেই দিন-প্রতিদিন প্রতিটা সমস্যা সমাধানের জন্য গুগলের সাহায্য নিয়ে থাকেন। frommars.com-এর একটি গবেষেণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। যা অবাক করবে আপনাকেও। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক পুরুষরা গুগলে সবচেয়ে বেশি কি সার্চ করেন- ** ৬৮ হাজার ৬০০ জন পুরুষ গুগলে অনুসন্ধান করেছিলেন শীঘ্রপতন আদৌ পুরুষত্বহীনতার লক্ষণ কি না। ** ৬৮ হাজার ৪০০ জন পুরুষ গুগলে অনুসন্ধান।

ইনস্টাগ্রামে যেভাবে এআই দিয়ে ছবি এডিট করবেন

আইটি ডেস্ক : বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনস্টাগ্রাম। বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ইউজার ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করেন। রিলস এবং ছোট ভিডিওর কারণেই এই প্ল্যাটফর্মের জনপ্রিয়তা। সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে পরিচিত অসংখ্য মানুষকে বা পেজে ফলো করছেন। এবার ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন এআই টুল যুক্ত করছে প্ল্যাটফর্মে। কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য দারুণ এক সুযোগ আসতে চলেছে ইনস্টাগ্রামে। সম্প্রতি এই সংস্থার পক্ষ থেকে তার নতুন এআই ভিডিও এডিটিং টুলের প্রদর্শনী করা হয়েছে। এই ফিচার এলে ক্রিয়েটররা এবার থেকে খুব কম সময়ে ইনস্টাগ্রামের ভিডিওতে অনেক বদল আনতে

পারবে। একটা মাত্র কী চাপলেই, একটা মাত্র কমাণ্ড দিলেই এক পলকের মধ্যে আপনার পোশাক পাল্টে যাবে ভিডিওতে এবং ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডও বদলে যাবে। ইনস্টাগ্রামের প্রধান অ্যাডাম মোসেরি এই নতুন ফিচার্সের কয়েক ঝলক দেখিয়েছেন। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ভিডিওর মধ্যে নিজের পোশাক বদলে নিতে পারবেন এবং ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডও বদলে নিতে পারবেন। শুধু তাই নয়, তারা তাদের নিজেদের পছন্দমত গয়নাও পরতে পারবেন। শুধু কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি লিখে কমান্ড দিলেই এই ইফেক্ট কাজ করতে শুরু করবে। এরপরে এই ফিচার্সের সাহায্যে নিজে থেকেই ভিডিও এডিট করে দেবে ইনস্টাগ্রাম।

তবে এটাই প্রথম কোনো এডিটিং টুল নয়, অ্যাডোবের ফায়ারফ্লাই এবং ওপেন এআইয়ের সোরা এরই মধ্যে একইরকম প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে, যেখানে টেক্সট কমান্ড দিয়ে ভিডিও এডিট করে নেওয়া যায়। তবে মেটা জানিয়েছে যে এই প্ল্যাটফর্মগুলোর থেকেও তাদের এই নয়া ফিচার্স অনেক গুণে ভালো, মেটার ফিচার্স অনেক উন্নতভাবে মোশন এবং আইডেন্টিটি পরিচালনা করে। আগামী বছর থেকেই সব ব্যবহারকারীরা এই ফিচার্স ব্যবহার করতে পারবেন।

৪ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৫
৬ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৩